পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 355 Thursday, 28 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫৫ সংখ্যা ❋ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বা

আদানি ইস্যুতে রাহুল গান্ধীর দাবি

খাড়গের চেম্বারে ইন্ডি জোটের রণকৌশলের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ ঘুষ-কাণ্ডে ফের একবার গৌতম আদানিকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, তাঁর (গৌতম আদানি) কারাগারে থাকা উচিত অথচ সরকার তাঁকে রক্ষা করছে। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেছেন আপনারা মনে করেন আদানি অভিযোগগুলি মেনে নেবে? স্পষ্টতই তিনি অভিযোগ অস্বীকার করতে চলেছেন। মূল বিষয় হল, আমরা বলেছি তাঁকে গ্রেফতার করতে হবে। ছোটখাটো অভিযোগে শতাধিক মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং ভদ্রলোক (গৌতম আদানি) আমেরিকায় হাজার কোটি টাকার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর কারাগারে থাকা উচিত অথচ সরকার তাঁকে রক্ষা করছে।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে বুধবার বৈঠকে বসলেন ইন্ডি জোটের নেতারা। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের চেম্বারে এই বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। এছাড়াও কংগ্রেসের তরুণ গগৈ, শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সঞ্জয় রাউত, ডিএমকে-র কানিমোঝি করুণানিধি, কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকে সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রাজ্যে বিদ্যুতের দাম নিয়ে অপপ্রচার চলছে ঃ অরূপ বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ রাজ্যে বিদ্যুতের দাম নিয়ে অপপ্রচার চলছে বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দাবি করেছেন। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য অপূর্ব সরকারের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দামের তুল্যমূল্য পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র , আসামের মত বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলোর তুলনায় এ রাজ্যে বিদ্যুতের দাম কম। মন্ত্রী বলেন এই রাজ্যে এখন এক মিনিটের জন্যও লোডশেডিং হয .না। ঝড় বৃষ্টির সময়ও যাতে তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত্র না হয় সেজন্য আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল বসানো হচ্ছে। রাজ্যে একাধিক নতুন বিদুৎ্য কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। পুরনো কেন্দ্রগুলিকেও সংস্কার করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, সাগরদীঘি ও কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের জন্য ২৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরেও জোর দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম ও গোয়ালতোর সহ বেশ কিছু জায়গায় মোট ১৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাতে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল অবিলম্বে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়কে এব্যাপারে উদ্যোগী হতে তিনি নির্দেশ দেন। বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণ পর্বে আজ আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায় সুমন কাঞ্জিলাল বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ভুটানের নদীর জলে শুধু রাজ্যে প্লাবন তৈরি হচ্ছে তাই নয়। ঐ সব নদীর জলে ডলোমাইটের পরিমাণ অত্যাধিক বেশি। সেই নদীর জল বাংলায় ঢুকছে এবং দূষিত জলের কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ এলাকা বিপদের মুখে পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি শিবিরের কোনও হেলদোল নেই। বিরোধী দলনেতার সম্মতি ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর নির্দেশ দিলেও এই বিষয়ে বিজেপি পরিষদীয় দল তেমন কোনও উৎসাহ এখনও পর্যন্ত দেখাচ্ছে না। তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য শুনে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়কে আবারও এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে এও জানিয়েছেন, যদি এরপরও বিজেপির কেউ কেন্দ্রের কাছে যেতে রাজি না হয় তাহলে শাসক দলের বিধায়কদের একটি প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে যেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে। তারপর তাঁরাই যেন কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়।

স্বাস্থ্য নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্নের উত্তর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তোলপাড়

হয়েছিল গোটা রাজ্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বহু প্রশ্ন তোল হয়েছে। বিশেষত স্বাস্থ্যবিভাগের নিরাপত্তা এবং দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলছে বিরোধী শিবির। এনিয়ে আন্দোলনও কম হয়নি। রাজ্য সরকারও এই সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরে বহু রদবদল করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে পড়ছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভায় চলছে শীতকালীন অধিবেশন। আর বৃহস্পতিবার সেই অধিবেশন থেকে স্বাস্থ্যদপ্তরের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে চলেছেন হেমন্ত সোরেন। তাঁর আমন্ত্রণে বৃহস্পতিবার শপথ অনুষ্ঠানে যাওয়া কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওইদিন তিনি রাঁচি যাবেন হেমন্তের শপথে অংশ নিতে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছ, ওইদিন প্রথমার্ধ্বে বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে তার পর রাঁচি যাওয়ার বিমান ধরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর জবাবের দিকে নজর থাকবে সমস্ত বিরোধীদের। এছাড়া আগামী কয়েকদিন বিধানসভা অধিবেশনে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তার রূপরেখাও তৈরি করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রয় আবাস যোজনায় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাবের উপর বিধানসভায় আলোচনা হবে। সোম ও মঙ্গল দুদিন কেন্দ্রের ওয়াকফ বিলের উপর আলোচনার কথা। আগেই ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তবে ঠিক কোন কোন জায়গায় বিরোধিতা হবে, তা নিয়ে দুদিন ধরে আলোচনা হওয়ার কথা। বিরোধীদেরও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে, সংসদ অধিবেশনেও ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা হলে তৃণমূলের সংসদীয় কমিটি বিরোধিতা করবে বলে দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর মিলেছে। আদানি ইস্যুতে বুধবার লোকসভায় আলোচনার দাবি জানালেন বিরোধীরা, বিরোধীদের এই দাবিকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা। সেখানেও তৃণমূলের সাংসদরা প্রতিবাদ করেন।

হিন্দু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জ্বলছে বাংলাদেশ

অভিষেকের প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে ইসকনের সন্ন্যাসী তথা সনাতন জাগরণ জোট সংগঠনের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা নিয়ে উত্তাল প্রতিবেশী দেশটি। তার রেশ স্বভাবতই আছড়ে পড়েছে এপারেও। ডঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যালঘু হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় গর্জে উঠেছেন এপারের সনাতন হিন্দুরাও। এনিয়ে ঢাকা-নয়াদিল্লির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বুধবার দিল্লিতে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে এনিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, এটুকুই বলব, যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি ও রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, তার প্রতিবাদে পথে নামায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ এবং সেখান থেকে এক আইনজীবীর মৃত্যু ঘিরে দিন দুই ধরে কার্যত অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। ইউনুস সরকার ও নয়াদিল্লির মধ্যে চিঠিচাপাটি শুরু হয়েছে। হাসিনা পরবর্তী প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার যে এতখানি বেআব্রু দশা হবে, তা বোঝা যায়নি। কিন্তু চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হওয়ায় রাতারাতি পরিস্থিতি সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এনিয়ে সরব সব মহল। বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব বুধবার বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শাসকদল তৃণমূল বরাবরই সচেতন ও সাবধানী প্রতিক্রিয়া দিয়ে এসেছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক হওয়ায় তৃণমূলের স্পষ্ট অবস্থান, কেন্দ্র সরকার প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মনে করলে যে পদক্ষেপ নেবে, তাকে দলগতভাবে সমর্থন জানাবে। বুধবার দিল্লি গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা জানালেন। সেইসঙ্গে তাঁর নিজের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, আমরা এ বিষয়ে বার বারই অবস্থান স্পষ্ট করেছি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার যে অবস্থান নেবে, দলগতভাবে তার পাশে থাকব। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, যা ঘটেছে, অত্যন্ত নিঃদনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক।

উত্তাল বিধানসভা, বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ নারী নির্যাতন ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উত্তাল বিধানসভা। বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ। এর পরই ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার গেটের বাইরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন তাঁরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিধানসভা চত্বর। ২৫ নভেম্বর থেকে বিধায়সভায় শুরু হয়েছে শীতকালীন অধিবেশন। বুধবার ছিল তৃতীয় দিন। জানা গিয়েছে, এদিন আর জি কর কাণ্ড ও পরবর্তীতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের উপর ঘটা অত্যাচারের প্রতিবাদে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। কিন্তু তাঁদের এবিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর পরই ওয়াক আউট করে বিজেপি। অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে বিভোক্ষ দেখাতে শুরু করেন বিধায়করা। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে প্ল্যাকার্ড। এদিন স্পিকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন শংকর ঘোষ। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উত্তাল রাজ্য। গতকালই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে বিধানসভা এসেছিলেন অভয়ার বাবা-মা। মেয়ের সুবিচারের জন্য বিরোধী দলনেতার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক তার পরের দিনই নারী নির্যাতন ইস্যুতে কেন্দ্র করে উত্তাল হল বিধানসভা। হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে বাংলাদেশিদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি তুলল বিজেপি। বুধবার কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের দপ্তরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীরা দাবি জানালেন, ভিসা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

খাস কলকাতায় 'আত্মহত্যা' সংগীত শিল্পীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ আবাসনের ছাদ থেকে মরণঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন এক সংগীত শিল্পীর। সাতসকালে সামনে থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের জেরেই এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম ভবিষ্য বলানি। বয়স ২৩ বছর। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওই আবাসনের তিনতলায় থাকতেন তিনি। গানবাজনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বুধবার ভোরে এলাকার বাসিন্দারা আবাসনের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, যুবকের পকেটে মিলেছে একটি সুইসাইড নোট। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে অবসাদে ভুগছিলেন যুবক। সেই কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত।

আদানি ইস্যুতে উত্তাল সংসদ

এদিনের মতো মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ আদানি ইস্যুতে বুধবার লোকসভায় আলোচনার দাবি জানালেন বিরোধীরা, বিরোধীদের এই দাবিকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা। তাই প্রথমে দুপুর বারোটা, পরে দিনের মতো লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। পাশাপাশি রাজ্যসভার অধিবেশনও প্রথমে বেলা সাড়ে এগারোটা, পরে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। বুধবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। অধিবেশন শুরু থেকেই আদানি ঘুষ কাণ্ডে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। পাশাপাশি কংগ্রেস সাংসদ হিবি ইডেন এদিন মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনার দাবি জানান। তিনি মুলতুবি প্রত্যাশা আনেন। আনি ইস্যুতে বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিনই লোকসভায় সামাজিক মাধ্যমে অশ্লীল বিষয়বস্তু পরীক্ষা করার আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি যে দেশগুলি থেকে এসেছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই আমি চাই সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি এই বিষয়টি তুলে ধরুক এবং এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করুক।

নতুন প্যান কার্ড নিয়ে বিভ্রান্তির মাঝেই নয়া নির্দেশিকা অর্থমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ এবার থেকে প্যান কার্ডে যুক্ত হবে ডায়নামিক কিউআর কোড। সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন এই ঘোষণায় বিভ্রান্তির মাঝেই অর্থমন্ত্রকের তরফে নয়া নির্দেশিকা জারি করা হল। যেখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে যাঁদের কাছে প্যান কার্ড রয়েছে তাঁদের নতুন করে আবেদন করার কোনও প্রয়োজন নেই। দরকার পড়বে না প্যান কার্ড নম্বর বদলের। কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছিল, প্যান কার্ডে কিউআর কোড থাকার ফলে আয়করদাতাদের আর্থিক লেনদেন অনেক সহজ এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। পাশাপাশি লেনদেনের গতি বাড়বে। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিষয় হল ডিজিয়াল জালিয়াতি। সেই দিক থেকেও অতিরিক্ত সুরক্ষা দেবে কিউআর কোড যুক্ত নতুন প্যান কার্ড। সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আরও উন্নত হবে। যদিও এই ঘোষণায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তাহলে সবাইকে কি নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে? পুরনো প্যান কার্ড বদলে কি নতুন প্যান কার্ড আসবে? এবং যারা ঠিকানা বদল করেছেন নতুন প্যান কার্ড কি তবে পুরানো ঠিকানায় যাবে? এই সব জল্পনার মাঝেই কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের কাছে প্যান রয়েছে নতুন কার্ডের জন্য তাদের আবেদনের প্রয়োজন নেই। অ্যাকাউন্ট নম্বরও বদলের দরকার নেই। তবে প্যানে নাম, ঠিকানা, ই-মেল, মোবাইল নম্বর বদলের প্রয়োজন হলে নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। সে জন্য আধুনিক প্যান কার্ড ব্যবস্থা চালু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেউ যদি আগেই সংশোধনের আবেদন করতে চান সেটাও করতে পারেন অনলাইনে। এর জন্য আলাদা কোনও খরচ লাগবে না। অন্য কোনও সংশোধনের প্রয়োজন হলেও নির্দিষ্ট ফি দিয়ে অনলাইনে আবেদনকরা যাবে। শুধু তাই নয়, জানানো হয়েছে নতুন না ঠিকানা দিয়ে সংশোধন করলে পুরানো ঠিকানায় কার্ড যাবে না। নতুন এই প্যান কার্ড প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বক্তব্য, প্যান কার্ডে কিউআর কোড চালু হয়েছে ২০১৭-১৮ সাল থেকে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় ডায়নামিক কিউআর কোড থাকবে, যাতে সংশোধিত তথ্যও দেখা যাবে। যাঁদের কাছে কিউআর কোড-হীন প্যান কার্ড আছে, তাঁরা নতুন কার্ডের জন্য আবেদন করতেই পারেন। তা এখন চালু হওয়ার পরেও করা যাবে। কিউআর কোড থাকলে প্যান ও প্যান কার্ডের তথ্য, যেমন ছবি, সই, নাম, বাবা বা মায়ের নাম, জন্ম তারিখ যাচাই করতে সুবিধা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটেই বলা হয়েছিল, সমস্ত ব্যবসায়ী সংস্থাকে প্যান কার্ড নিতে হবে। ওই পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েই সমস্ত ব্যবসায়ী সংস্থাকে চিহ্নিত করা হবে। শুধুমাত্র প্যান-ই এ জন্য ব্যবহার করা হবে।

হেজবোল্লার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সিলমোহর ইজরায়েলের

লেবানন, ২৭ নভেম্বর ঃ হামলা পালটা হামলায় কয়েক হাজার মানুষের রক্ত ঝরার পর অবশেষে আশার আলো। ইজরায়েল ও হেজবোল্লার মধ্যে সম্পন্ন হল যুদ্ধবিরতি চুক্তি। মঙ্গলবার রাতে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিল ইজরায়েলের মন্ত্রিসভা। এর পর নীতিগত ভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করেছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ২৭ নভেম্বর স্থানীয় সময় ভোর ৪টে থেকে লাগু হচ্ছে এই সংঘর্ষবিরতি। আপাতত ২ মাসের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও হামলা চালাবে না হেজবোল্লা ও ইজরায়েল। পরিস্থিতি অনুযায়ী বাড়ানো হবে চুক্তির মেয়াদ। লেবাননের হেজবোল্লা গোষ্ঠী ও ইজরায়েলের মধ্যে এই যুদ্ধবিরতির মূল কারিগর আমেরিকা ও ফ্রান্স। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। তিনি লেখেন, ' আমার কাছে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অত্যন্ত ভালো একটি খবর রয়েছে। ইজরায়েল ও লেবাননের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এর পর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ইজরায়েল ও হেজবোল্লার মধ্যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শেষ করতে আমেরিকার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে দুই পক্ষ।' আমেরিকার পাশাপাশি এই শান্তি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফ্রান্সও। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুও এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে তিনি বার্তা দিয়েছেন, ' সম্পন্ন হলেও এর মেয়াদ কতদিন থাকবে তা নির্ভর করছে লেবাননের উপর। যদি কোনওভাবে এর শর্ত লঙ্ঘন করা হয় সেক্ষেত্রে কড়া জবাব দিতে দ্বিধা করব না আমরা।' যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তে বলা হয়েছে, হিজবুল্লাহ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠন ইজরায়েলের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হয়ে উঠবে না। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে, লেবানন নিজেদের এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করতে পারবে। লেবাননে হেজবোল্লা তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নতুন করে তৈরি বা বাড়াতে পারবে না। যদি হেজবোল্লা বা অন্য কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইজরায়েলের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে ইজরায়েলের।উল্লেখ্য করা যেতে পারে, গত বছর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের হামলায় শুধুমাত্র লেবাননে মৃত্যু হয়েছে ৩৮০০ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছে অন্তত ১৬ হাজার মানুষ। যুদ্ধবিরতি চুক্তির আগে মঙ্গলবার দুপুরেও লেবাননে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এর পর রাতে যুদ্ধবিরতির পক্ষে সম্মতি দেন নেতানিয়াহু। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মাঝে এই যুদ্ধবিরতি কিছুটা হলেও আশার আলো। কারণ, সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা ব্যাপক বেড়েছে ইজরায়েলের। এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে তার পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। এহেন পরিস্থিতিতে এই যুদ্ধবিরতি আশার আলো দেখাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যকে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পার্থর জামিন মামলায় সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে ইডি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে ইডি। 'এভাবে কতদিন কাউকে আটকে রাখা যায়?', প্রশ্ন তুলল আদালত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই, ইডি ও জেল হেফাজতে কতদিন করে থেকেছেন, তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইঞার বেঞ্চ। আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি। ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একাধিকবার জামিনের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তবে প্রভাবশালী তত্ত্ব বারবার তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুধবারও সুপ্রিম কোর্টে ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের মামলার শুনানি। সেখানে প্রাক্তন মন্ত্রীর আইনজীবী মুকুল রোহতগী বলেন, অর্থ তছরুপের মামলায় সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল হয়। পুরনো নিয়মে বিচারাধীন অবস্থায় ফাঁসি বা যাবজ্জীবন মামলা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজার অর্ধেক সময়ের বেশি হেফাজতে রাখা যায় না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় সেখানে এক তৃতীয়াংশের অপশন আছে।

ব্রিটেনের কূটনীতিককে রাশিয়া ছাড়ার নির্দেশ পুতিনের

বিশ্বসংবাদসংস্থাঃরাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে হঠা ঢুকে পা।ছে ব্রিটেন - অন্তত রাশিয়ার তাই অভিযোগ। ফলে এক নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। রাশিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গুপ্তচরবৃত্তি-সহ রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক কর্মকাণ্ডে অভিযুক্ত ওই কূটনীতিক। তবে সে সব তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন ওই আধিকারিক। জেনে বুঝে তথ্য গোপন করে দেশে ঢোকা রাশিয়ার আইনে অপরাধ। যার জেরেই এই পদক্ষেপ। তবে এই বিষয়ে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রকের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে আন্তর্জাতিক মহল। এই রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে আগেও পুতিন সরকারের একাধিক অভিযোগ ছিল। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে দেশ ছা।ার নির্দেশ দিয়েছে মস্কো। রাশিয়ার এফএসবি সিকিউরিটি সার্ভিসের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখরোবা জানান, অভিযুক্ত ওই কূটনীতিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও তলব করা হয়েছে। এখন দেখার এই বিষয়ে ব্রিটেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্কুল বিরাট কিন্তু মাত্র একজন পড়ুয়া - উদ্বিগ্ন গ্রাম বাসীরা

দুরন্তবার্তা,২৭নভেম্বরঃ বাংলার সরকারি স্কুলে পুয়ার সংখ্যা কমছে অনেক দিন আগের থেকেই। নানা কারণে পুয়া কমছে। কিন্তু নতুন তৈরী হওয়া কাটোয়ার ওই স্কুলের মাত্র একজন ছাত্রী। বিষয়টা ভাবচ্ছে গ্রামবাসীদের। কাটোয়া ২ ব্লকের সিঙ্গি কাশীরাম দাস জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় চলছে এক ছাত্রীকে নিয়েই। স্কুলে একজন অতিথি শিক্ষক, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। পড়ুয়া সংখ্যা বাড়াতে তপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কয়েকজন গ্রামবাসী। অভিভাবকদের কাছে মেয়েদের ভর্তি করানোর আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। এলাকায় টাঙানো হয়েছে ব্যানার, ফ্লেক্স। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? জানা যাচ্ছে, ২০১০ সালে সিঙ্গি কাশীরাম দাস জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। সিঙ্গি বাসস্ট্যাণ্ডে কাশীরামদাস পাঠাগারের পিছনে প্রায় ৭ বিঘা জমির উপর এই স্কুল। গ্রামবাসী জানাচ্ছেন, স্কুল শুরুর পর অনেক ছাত্রী এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন হত। প্রথমদিকে দেড়শোর বেশি ছাত্রী ছিল। তার পর কয়েক বছরের মধ্যে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে থাকে। অভিযোগ কয়েকজন অতিথি শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে ওই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আদালত ওই স্কুল খোলার আবার নির্দেশ দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। এখন রাস্তায় নেমেছে গ্রামের কিছু মানুষ।

নীলগাইয়ের সঙ্গে অটোর ধাক্কা, মৃত্যু চালকের

কৈথল, ২৭ নভেম্বর ঃ রাস্তায় হঠাই এক নীলগাই এসে যাওয়ায়, নীলগাইয়ের সঙ্গে অটোর ধাক্কায় মৃত্যু হলো অটোচালকের। নিহত অটো চালকের নাম রাজবীর। মঙ্গলবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার সেরধা ও নন্দকরণ-এর মধ্যে। জানা গেছে, একটি নীলগাইকে ধাক্কা দিয়ে অটোটি উল্টে যায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজবীর নন্দকরণ থেকে নিজের অটো চালিয়ে আসছিলেন। হঠাই একটা নীলগাই তাঁর অটোর সামনে চলে আসে। অটোর সঙ্গে

বাল্যবিবাহ শুধু ফৌজদারি অপরাধ নয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনওঃঅন্নপূর্ণা দেবী

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বুধবার নতুন দিল্লিতে 'বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত' শীর্ষক জাতীয় অভিযানের সূচনা করেছেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল ভারতকে বাল্যবিবাহমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত পোর্টালের উদ্বোধন করেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সেই সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই ধরনের ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য দিতে এই প্ল্যাটফর্ম কাজ করবে।কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেছেন, বাল্যবিবাহ শুধু ফৌজদারি অপরাধ নয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে। তিনি বলেন, 'বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত' অভিযান শুধুমাত্র ১০ অথবা ১৫ দিনের কর্মসূচি নয়, বরং একটি বিরতিহীন প্রচেষ্টা যা বাল্যবিবাহের কুফল থেকে ভারতকে মুক্ত না করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

মহিলা নির্যাতন ও শিশুহত্যা নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ, ওয়াক আউট বিজেপির

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃরাজ্যে মহিলা নির্যাতন ও শিশুদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ হওয়ায় বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করল বিজেপি। শীতকালীন অধিবেশনের তৃতীয় দিনের সভায় মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চান বিজেপির সদস্যরা। যদিও তা খারিজ করে দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।উল্লেখ্য, প্রথমার্ধের সভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকে আশ্বস্ত করে জানান, বিজেপির তরফে এই সভার কাজ বন্ধ রেখে আলোচনার জন্য এক মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ জমা পড়েছে। ওই প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করেছেন - তাপসী মন্ডল, মালতী রাভা রায়, শিখা চ্যাটার্জি, চন্দনা বাউরি। এই প্রস্তাব পাঠ করতে দেন অধ্যক্ষ। যথারীতি তাপসী মন্ডল তা পাঠ করছিলেন। ওই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাঠ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকেই এ নিয়ে আপত্তি ওঠে। একইসঙ্গে চলতে থাকে দুরকম বক্তব্য। সভাকক্ষে দু তরফের মাইকে দু'রকম কার্যক্রম একযোগে চলতে থাকে। এর ফলে সোচ্চার হয়ে পড়েন বিজেপির সদস্যরা।সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে এরপর প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। বিঘ্ন ঘটে সরকারি কার্যক্রমের। হঠাৎ তাপসী মন্ডলের মাইকের সুইচ অফ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এর সমালোচনায় সরব হন বিজেপির সমস্ত সদস্য। দলের মুখ্য সচেতক ড. শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে ১২.০৭ মিনিটে সভা থেকে স্লোগান দিতে থাকেন কিছু সময় এরপর বেরিয়ে যান তারা। সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখেন তাদের সকলে। সেইসঙ্গে তাদের কন্ঠ রোধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

পৃথিবীর মেরুর অবস্থান বদল - আশ্চর্য আবিষ্কার ভূ-বিজ্ঞানীদের

বিশেষপ্রতিবেদনঃভূ-বিজ্ঞান নিজের গবেষণা দ্রুত হারে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার ফলে এক আশ্চর্য গবেষণার ফল পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে,পৃথিবীর (Earth) ঘূর্ণন অক্ষের ওপর নির্ভর করে দিন রাতের হিসেব। শুধু তাই নয়, ভরের ওপর বেশ কিছুটা নির্ভর করে কীভাবে ঘূর্ণন গতি বজায় থাকবে। বিজ্ঞানীদের একাংশ জানিয়েছেন, মানুষ মাটি থেকে এত বেশি জল পাম্পের মাধ্যমে তুলে নিয়েছে যা পৃথিবীর ঘূর্ণনকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ঘূর্ণন গতি প্রায় ৪.৩৬ সেন্টিমিটার প্রভাবিত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবী প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার পূর্বে হেলে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা নতুন জলবায়ু মডেলের উপর ভিত্তি করে এমনটাই অনুমান করেছেন। জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস-এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, সেচের ফলে ভূগর্ভস্থ জল যেমন কমেছে একদিকে, অন্যদিকে, হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে রেকর্ড হারে। গবেষকদের আন্তর্জাতিক দল অনুমান করেছে যে মানুষ ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল পাম্প করেছে। যা সমুদ্রপৃষ্ঠের ০.২৪ ইঞ্চিরও বেশি বৃদ্ধির সমতুল্য। এটি বোঝা গিয়েছে, পৃথিবীর ঘূর্ণন মেরুটি দেখে। ঘূর্ণন অক্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজের চারিদিকে ঘোরে। এর অর্থ হল পৃথিবীর ঘূর্ণন মেরুর অবস্থান পৃথিবীর বাইরের স্তরের (ভুত্বক) সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছে যে বেশিরভাগ জল উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে জল পাম্প হয়েছে অতিরিক্ত হারে। এর ফলেই পৃথিবীর মেরুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে।

'মায়ের বাড়ির গুরুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম' - ফিরহাদ হাকিম

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃ মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প 'মায়ের ঘাটের সৌন্দর্যায়ন' পরিদর্শনে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন কাজ পরিদর্শনের সময় মেয়রের সঙ্গে মঠের তরফে তারক মহারাজ, স্থানীয় কাউন্সিলর বাপি ঘোষ, বস্তি বিভাগের মেযর পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার-সহ একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। মেয়র বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত সখের এই প্রকল্প । আর মায়ের বাড়ির গুরুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম । ফলে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ চলছে । আন্তর্জাতিক পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ধাপে ধাপে চলছে সেই সৌন্দর্যায়ন কাজ । ইতিমধ্যেই, অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দিয়েছে কলকাতা পৌরসভা। এই পর্বে বস্তিবাসীদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা আছে মেয়েরের। তিনি বলেন, 'সৌন্দর্যায়নের দ্বিতীয় ধাপে বস্তিবাসীদের জন্য 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট ।' কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়ির আশপাশে থাকা প্রায় ৩০০টি পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প ফ্ল্যাট দেওয়া হবে । সাজিয়ে তোলা হবে সারদা মায়ের বাড়ি থেকে মায়ের ঘাটে যাওয়ার রাস্তা । বস্তিবাসীদের ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত করে সেই সব জায়গা নতুন গাছ লাগিয়ে ও আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের । বস্তিবাসীদের জন্য মোট ১১টা টাওয়ার তৈরি করা হবে । এক একটি ফ্লোরে ৪টি করে ফ্ল্যাট থাকবে । এক একটি ফ্ল্যাট গড়ে ৪০০ বর্গফুট আয়তনের হবে ।মোট ২২০টি পরিবার পাবে নতুন ফ্ল্যাট । আগামী ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শেষ হবে ফ্ল্যাট তৈরির এই কাজ । এই দফায় রাজ্যের খরচ হচ্ছে মোট ২০ কোটি টাকা।

ইভিএম না থাকলে সমগ্র দেশে বিজেপি ২৫টি আসনও পাবে নাঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর ঃ ইভিএম নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। বুধবার সঞ্জয় রাউত দাবি করেছেন, ইভিএম না থাকলে সমগ্র দেশে বিজেপি ২৫টি আসনও পাবে না। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতেই পারছেন না সঞ্জয় রাউত। বুধবার ফের একবার ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আমরা গত ১০ বছর ধরে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছি। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন বিজেপি ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ইভিএম এই দেশে একটি জালিয়াতি এবং ইভিএম না থাকলে, বিজেপি সমগ্র দেশে ২৫টি আসনও পাবে না। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার ফলাফল যেভাবে এসেছে আমরা তা মানি না। ব্যালট পেপারে নির্বাচন পরিচালনা করুন এবং ফলাফল যাই হোক না কেন, আমরা মেনে নেব।

ভারতের সংবিধান দিবস হল সংবিধানকে সম্মান জানানোর দিন

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃসমাজ জীবন গঠিত হয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে নিয়ে। রাষ্ট্র হল সমাজস্থ মানুষের রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ সুগম করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে কতকগুলি মৌলিক ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম কানুনের সমষ্টিকে বলা হয় সংবিধান।স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে ১৯৪৬ সালে। যে সংস্থার উপর এই গুরু দায়িত্বটি অর্পণ করা হয় তার নাম গণপরিষদ। অর্থাৎ গণপরিষদ হল সেই সংস্থা যার উপর ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ সরকার ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠায় ভারতবর্ষে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৯ জন। এর মধ্যে ২৯২ জন সদস্য নির্বাচিত হন। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, ডক্টর রাজেঃদ্র প্রসাদ ,আম্বেদকর সমসাময়িক ভারতের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ।১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন এবং সেই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই ভারতীয় গণপরিষদ একটি সার্বভৌম পরিষদে পরিণত হয়।ভারতের সংবিধান রচনার কাজটি খুব সহজে রাতারাতি সম্পন্ন হয়ে যায়নি। এটি দীর্ঘ সময় ও শ্রমের ফলশ্রুতি। এটি রচনা করতে সময় লেগেছে মোট ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন অর্থাৎ প্রায় তিন বছর। গণপরিষদের মোট ১১ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশনগুলি ১৬৫ দিন ধরে চলে। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর এবং বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধিত ও সংযোজিত হওয়ার পর চূড়ান্তভাবে ৩৯৫ টি ধারা ও ৮ টি তফসিল অনুমোদিত হয়। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে নভেম্বর সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের স্বাক্ষর ক্রমে ভারতীয় সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়।অনেক বিপ্লবীর লড়াই, সংগ্রাম ও আত্ম বলিদান। শেষ দেশভাগ। তারপর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। রচিত হয় স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান লিখেছেন ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান মহা স্থপতি।ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশের নাগরিকদের জন্য ন্যায় বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় সংহতি ও প্রাদেশিক সংহতি সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের মধ্যে ভাতৃ ভাব সুজাগরিত করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা হয়েছে।২৬ শে নভেম্বর। ভারতীয় সংবিধান দিবস। ভারতের সংবিধান কে সম্মান জানানোর দিন। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতিবছর ২৬ শে নভেম্বর ভারতে পালিত হয়। ছিল জাতীয় আইন দিবস। হল জাতীয় সংবিধান দিবস।২০১৫ খ্রিস্টাব্দের আগে প্রতিবছর ২৬ শে নভেম্বর তারিখটি জাতীয় আইন দিবস হিসেবে পালন করা হত।ভারত সরকার ২০১৫ সালের ১৯ শে নভেম্বর এক গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৬ শে নভেম্বর তারিখটি কে সংবিধান দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ টি ছিল ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী বছর। ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বছরটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্ষব্যাপী উদযাপনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। আম্বেদকরের চিন্তা, ভাবনা ও ধারণা ছড়িয়ে দিতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয় । তারই অঙ্গ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন যে, ২৬ শে নভেম্বর সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হবে।সংবিধান ও আম্বেদকর কে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ২৬ শে নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ভারতীয় সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ছিল। এই উপলক্ষ্যে সংসদ ভবন আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়।সংবিধান দিবসটি গণপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।এটি একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ভারতের রূপান্তর মূলক যাত্রার উপর আলোকপাত করে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছিল- নাগরিকদের মধ্যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রচার করার জন্য ২৬ শে নভেম্বর কে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হবে। ভারতীয় সংবিধান নিশ্চিত করে যে ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকদের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভাতৃত্বের নীতিগুলিকে প্রতিফলিত করছে। বর্তমান ভারত সরকার দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবিধানিক নীতিগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং দেশ গঠনের কাজে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিযাছে। সেই কারণে দেশব্যাপী সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে।

জামিন পেলেন না চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

ঢাকা,২৭নভেম্বরঃসোমবার বাংলাদেশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর হয়ে ৫১ জন আইনজীনী আদালতে সওয়াল করেন। কিন্তু মঙ্গলবার তাঁর জামিন হলো না। মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শরীফুল ইসলামের এজলাসে জামিন মামলার শুনানি হয়। শুনানি দীর্ঘ হলেও চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে (Chinmay Krishna Das Prabhu) জামিন দিল না সে দেশের আদালত। শুধু তাই নয়, জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এরপরেই তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সে দেশের সংখ্যালঘু। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফে ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়। তাতে একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে।এদিকে তাঁকে গ্রেফতার করার পরেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ ছিলেন তিনি। ঙসোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশে গোয়েন্দা বিভাগ। জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। আর সেই মামলাতেই পরে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার করে সে দেশের পুলিশ প্রশাসন। এরপরেই উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলে দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।আজ মঙ্গলবার সকালেও একই ভাবে সে দেশের একাধিক হিন্দু সংগঠন এবং সংখ্যালঘু মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এমনকি চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে যখন আদালত নিয়ে যাওয়া হচ্চিল সেই সময় গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।প্রসঙ্গত,হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে লাগাতার বাংলাদেশে আক্রান্ত হতে হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের। আর এই ঘটনায় প্রতিবাদে সে দেশের বসবাসকারী সমস্ত সনাতনি সংগঠন এবং হিন্দুসম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়।

হিমাচল প্রদেশের সিমসা গ্রামের'সিমসা মাতা মন্দির' - আজও মানুষের অপার বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

বিশেষ প্রতিবেদন,হিমাচল প্রদেশঃ কথায় বলে,'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' তাই প্রথমে বিশ্বাস করলেই দেখা যাবে আজও মিরাকেল ঘটে। যেমন হিমাচল প্রদেশের সিমসা গ্রামের সিমসা মাতা মন্দির। মানুষের বিশ্বাস, এই মন্দিরের আছে অলৌকিক কিছু ক্ষমতা যা যুক্তি দিয়ে নিচের করা যায় না। মানুষের বিশ্বাস যে সমস্ত মহিলা শত চেষ্টা করেও সন্তানের মা হতে পারে নি, তারা এই মন্দিরের মেঝেতে শুয়ে থাকলে দেবীর কৃপায় তার গর্ভবতী হয়। এই মন্দিরটি ' নামে পরিচিত, এবং এখানে সারা দেশ থেকে নিষন্তান মহিলারা আসে মেঝেতে শুয়ে. সন্তান লাভের আশায়। বিশেষ করে নবরাত্রি উৎসবে, যেখানে মহিলা গুলি সারা রাত মন্দিরের মেঝেতে শুয়ে থাকে। অনেক মহিলার বিশ্বাস যে মাতা সিমসা তাদের দেহে সন্তান লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিশ্বাস নিয়ে বহু মানুষ ও মহিলা এখনও নিয়মিত ওই মন্দিরে যান। মানুষের বিশ্বাস, এখানে মা মহিলাদের বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে তিনি পুত্র না কন্যা সন্তান জন্ম দেবেন। মানুষের বিশ্বাস, এখানে যে ফল বা বস্তু মহিলাদের স্বপ্নে দেখানো হয, তার মাধ্যমে তারা জানেন তাদের কোল আলো করা সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও মহিলা স্বপ্নে আমরুদ দেখে, তবে বুঝতে হবে যে তার ছেলে হবে, এবং যদি ভিন্ডি দেখে, তবে এটি সংকেত যে মেয়ের জন্ম হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই প্রতিদিন বহু মানুষ এখনও ওই মন্দিরে মায়ের পুজো দেন।

অস্ট্রিলিয়ার মন জয় করেছে বহুরূপী

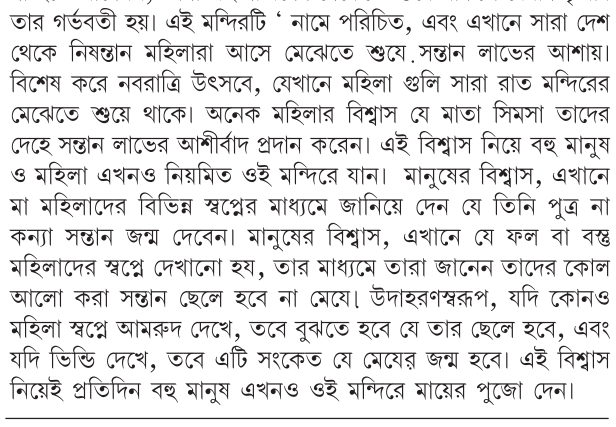

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃ কলকাতা সহ বাংলায় ৯৭ টা হলে টানা চলেছে বহুরূপী। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের মতো ভারত ছা।য়ে সুদূর অস্ট্রিলিয়ার মানুষের মন জয় করে নিয়েছে বহুরূপী। এমনিতেই শিবপ্রসাদ আর নন্দিতা জুটির পরিচালনায় ছবি আসা মানেই তা হিট বলে ধরা হয়। তবে বহুরূপী যেন ভেঙে দিয়েছে সমস্ত রেকর্ড। বাংলায় ভালো ফল তো করেইছে, বাংলার বাইরেও রমরমিয়ে চলেছে সিনেমাটি। এখন বহুরূপীর উড়ান জারি বিদেশে। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের অসাধারণ পারফরমেন্স অস্ট্রেলিয়াতে, তার সাথে বহুরুপীরও বাজিমাত। সিডনি, মেলবোর্ন এবং নিউজিল্যান্ডে ২খানা করে শো রাখা হয়েছিল, আর দুটোই হাউজফুল। খুশি সকলেই। এভাবেই বিদেশের মাটি জয় করায় বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে দ্রুত গতিতে। পুজোতে এবার তিনটে ছবি রিলিজ হয়েছে। আর সেখানেই বাজিমাত করেছে বহুরূপী। সেখানে দেবের ছবির দিকেই ছিল পাল্লা ভারি। তবে বক্স অফিসের নম্বরের ভিত্তিতে এবার টেক্কাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে বহুরূপী। এই নিয়ে কম বিতর্কও হয়নি। মোটোমোটি শেষ পাওয়া হিসেব অনুযায়ী গোটা দেশ জুড়ে ১৫ কোটির থেকে সামান্য বেশি আয় করেছে বহুরূপী তেমনটাই জানা যাচ্ছে। কেবল মাত্র SVF সিনেমাতেই ২ কোটি টাকা আয় করেছে শিবপ্রসাদ অভিনীত ছবিটি। এই খবরে খুশি আবির। খবরে প্রকাশ দেবপ্রসাদ এবার বহুরূপী-২ করতে চলেছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১১ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৭ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১২ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ২৭ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১২ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৭ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ ১১ অঘোন, মুসলিমঃ২৫-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫১ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ০৭।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ১৩ঃ০৬(২৭) এবং অস্তঃদুপুর ০২ঃ৪৩ঃ৫৭(২৮)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৪৩ঃ৪৭ দং ৫৯১৭৫৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃসকালঃ০৫ঃ৫৯-সকালঃ ০৯ঃ৩৬ পর্যন্তনক্ষত্রঃচিত্রা কাল ঘ ০৭ঃ৫০ঃ৩০ দং ৪৩৪৪২.৫ পর্যন্ত পরে স্বাতীকরণঃকৌলব বিকাল ঘ ০৪ঃ৩৮ঃ১৬ দং ২৬৩৫৫০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃআয়ুস্মান বিকাল ঘ ০৪ঃ২৬ঃ০১ দং ২৬৫১২.৫ পর্যন্ত পরে সৌভাগ্যঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫৯ঃ৫৬ থেকে - ০৬ঃ৪৩ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ২৬ঃ২২ থেকে - ০৮ঃ০৯ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ১৯ঃ১৫ থেকে - ১২ঃ২৮ঃ৫৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪১ঃ০০ থেকে - ০৬৩৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ১৯ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ২১ঃ৩৬ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৬ঃ৪৩ঃ০৯ থেকে - ০৭ঃ২৬২২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১২ঃ০৭ থেকে - ০৩ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০২ঃ২৮ থেকে - ১১ঃ৪৫ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০৪ঃ৫৪ থেকে - ১০ঃ৫৭ঃ৪১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৪ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৪৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৪২ঃ০০ থেকে - ১০ঃ০৩ঃ০৩ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০২ঃ৪২ঃ০০ থেকে - ০৪ঃ২০ঃ৫৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১১৩৩৯ (১৭) ৩ পদচন্দ্রঃ৬৪৫৬৩৯ (১৪) ৪ পদমঙ্গলঃ৩৯৪২৪২ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৯২৬২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২৪২৯৫২ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮২৪২৫১ (২০) ৪ পদশনিঃ১০১৫২৩৩৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১১২৩৭ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১১২৩৭ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ২৬ঃ৩২ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ৩১ঃ৫০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১১ঃ১৮ঃ৪৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ৫২ঃ০৮ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০২ঃ২৩ঃ১২ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ০৩ঃ৪৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ০২ঃ০৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৫ঃ২৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ৩১ঃ১০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ৩০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫২ঃ৪২ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০৬ঃ৫১ পর্যন্ত

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৭ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৮মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ ক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। লটারি বা শেয়ারে মোটা টাকা বিনিয়োগ করবেন না।
বৃষ রাশিঃছোট ব্যবসায় অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। মধ্যবয়সি জাতক-জাতিকারা ডাক্তারকে দিয়ে মাঝে-মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। অর্থ ব্যয় হবে।
মিথুন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। নব-বিবাহিতদের বৈবাহিক জীবন সুখের আজ থেকে শুরু হবে।
কর্কট রাশিঃ সংসারে শান্তি হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে আজ।
সিংহ রাশিঃক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি।
কন্যা রাশিঃ পরিবারে কারও চিকিৎসার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
তুলা রাশিঃস্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শান্তি। বিবাহের যোগ হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আর্থিক উন্নতি হবে।
ধনু রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেও সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন না।
মকর রাশিঃ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।।
কুম্ভ রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষায় শুভ দিন হতে পারে আজকে। অর্থব্যয়।
মীন রাশিঃ আর্থিক উন্নতি হবেই। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ।

বাড়ি থেকে ডেকে ধারাল অস্ত্রের এলোপাতাড়ি কোপ এক ব্যক্তিকে, চাঞ্চল্য

হাওড়া, ২৭ নভেম্বরঃ বাড়ি থেকে ডেকে ধারাল অস্ত্রের এলোপাতাড়ি কোপ এক ব্যক্তিকে। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তের নাম অসিত ভুঁইয়া। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। এলাকায় দর্জির কারিগর হিসেবেই পরিচিত ওই ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে মুখ ঢাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি অসিত ভুঁইয়ার বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে বাড়ির বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেন। অসিত বাড়ির বাইরে আসতেই তাঁকে ধারাল অস্ত্রের কোপে এলোপাথাড়ি হাতে, মুখে এবং গলায় আঘাত করে ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। অসিত বাবুর চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে অসিত বাবুকে চিকিৎসার জন্য আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এবং সেখানেই বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা শাহানুর বেগম বলেন, এদিন রাতে ১ জন লোক এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। অসিত ভুঁইয়া দরজা খুললে তাঁকে ছুরির কোপ মারে ওই ব্যক্তি। এরপর মারধর করে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করলেও ধরা পারা যায়নি। গুরুতর জখম অবস্থায় অসিত ভুঁইয়াকে আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কে এই কাজ করেছে তা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সফিকুল বলেন, মঙ্গলবার রাতে সরকার নাম নিয়ে একজন এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। অসিত ভুঁইয়া দরজা খুলে বেরলে তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে তার ৪০টি সেলাই হয়। মঙ্গলবার রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার সমিতির বাঁধের কাছে ঘটনাটি ঘটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে অসিত ভুঁইয়া এখানে বসবাস করেন। এদিকে, ঠিক কি কারণে এই আক্রমণ তার তদন্ত শুরু করেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

১৩৭ নম্বর তৃণমূলের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দাদাগিরি, বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অসভ্য আচরণ

কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ ১৩৭ নম্বর তৃণমূলের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দাদাগিরি। বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কলকাতা পৌর সংস্থার আধিকারিক দের সঙ্গে কাউন্সিলরের অসভ্য আচরণ। গালিগালজ মারধরের হুমকি কাউন্সিলরের। কলকাতা পৌর সংস্থার বেআইনি নির্মাণ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে হেনস্তার শিকার কলকাতা পৌর সংস্থার আধিকারিক। চটি খুলে মারার নিদান কলকাতা পৌর সংস্থার আধিকারিক দের। দলবল নিয়ে এসে কলকাতা পৌর সংস্থার আধিকারিক দের হুমকি কাউন্সিলরের। তৃণমূল কাউন্সিলর ওয়াসিম আনসারি বিরুদ্ধে অসভ্য আচরণের অভিযোগ। ওয়াসিম আনসারি কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগদান করে। কাউন্সিলরের দাবি কলকাতা পৌর সংস্থা বেআইনি কাজ করেছে। কোর্টের স্টে অর্ডার থাকার পরেও বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছে কলকাতা পৌর সংস্থা। তার দাবি তিনি অভদ্র ব্যবহার করেননি। কাউন্সিলর বিরুদ্ধে মেয়রের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি কে এম সি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানস সিনহা। কলকাতা পৌর সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার দের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতা পৌর সংস্থার চেয়ারপারসন এবং মেয়রের কাছে অভিযোগ জানাবে ইঞ্জিনিয়াররা। ইঞ্জিনিয়ার দের সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সহকর্মী দের পাশে দাঁড়িয়ে হেনস্তার

প্রতিবাদ জানাল কে এম সি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন। ১৩৭ নং ওয়ার্ডে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি সম্পূর্ণ ভাবে বেআইনি ভাবে নির্মিত পাঁচ তলা বাড়ি কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারা ভাঙতে যায়। ঠিক তখনই ১৩৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওয়াসিম আনসারী তার দলবল নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ভাঙতে বাধা দেয় এবং ওই ইঞ্জিনিয়ারদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং মহামান্য মহানাগরিকের কাছে ওই কাউন্সিলরের শাস্তি দাবি করছি। এটা অত্যন্ত দূঃখের বিষয় এক দিকে কলকাতার মহা নাগরিক কোমোর বেঁধে নেমেছেন যে কলকাতা পুরসভায় একটাও বেআইনি বাড়ি নির্মাণ যাতে না হয় এবং অবিলম্বে বেআইনি বাড়ি যাতে ভেঙে ফেলা যায়।

আমরা মহা নাগরিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছি। আমাদের আশা এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা নেবেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারা ওই বোরোয় কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন। নিরাপত্তা র অভাব বোধ করছেন।

অস্ত্রশস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো ধনিয়াখালি থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ২৭ নভেম্বরঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া অস্ত্র সস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। জানা গেছে গত কাল গভীর রাতে একটি মারুতি ভ্যানে চেপে পাঁচ জনের একটি দুষ্কৃতী দল ধনিয়াখালীর দশঘড়া এলাকায় এসে ডাকাতির তোড়জোড় শুরু করছিল, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিতেই দুষ্কৃতীরা মারুতি ভ্যানে চড়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে।পুলিশ মারুতি গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে গাড়িটি আটকে পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল ষষ্ঠী কোরা, মুস্তাক আলী, অরূপ পাখিরা, শেখ সাবীর, সেখ কাদের মন্ডল। এদের বাড়ি গুরাপ পোলবা এবং দাদপুর থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভোজালি, শাটার কাটার ব্লেড সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশ ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পাঠায়।

বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতা শিবির কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৭ নভেম্বরঃ সুন্দরবন এলাকায় বাল্য বিবাহ, নারী পাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে। মূলত সচেতনতার অভাবে এই ঘটনা গুলো বেড়ে চলেছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুন্দরবনে বাল্য বিবাহ, নারী পাচার বন্ধ করার জন্য কাজ করছে। আর তাই মঙ্গলবার কলকাতার সংলাপ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কুলতলি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্যের আন্তরিক সহযোগিতায় কুলতলি বিডিও অফিসের কনফারেন্স হয়ে গেল বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ সচেতনতা শিবির। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক লেভেল চাইল্ড প্রটেকশন কমিটির সকল সদস্যরা, কুলতলি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্য, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ দাশগুপ্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার, সহ-সভাপতি, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সকল কর্মাধ্যক্ষ, কুলতলি ব্লক সিডিপিও, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী,অবর স্কুল পরিদর্শক, জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি, কুলতলি ব্লক হাসপাতালের অন্বেষা কাউন্সিলার সূপর্ণা কন্ঠ ,বারুইপুর মহিলা থানার প্রতিনিধি, মৈপীঠ কোস্টাল থানা ও কুলতলি থানার প্রতিনিধি সহ কুলতলি ব্লকের ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপ প্রধান, ব্লক নোডাল এনজিও মিসিং লিঙ্ক ট্রাস্ট ও কৈখালি সমাধান সমিতির প্রবীর মিশ্র সহ আরো অনেকে ।

এদিন এই শিবির থেকে শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় যেমন বাল্য বিবাহ এবং সাইবার সেফটি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়। আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাল্য বিবাহ মুক্ত কুলতলি ব্লক গড়ার শপথ নেওয়া হয় এদিনের এই সচেতনতা শিবির থেকে।

স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, ব্যান্ডেল হুগলি, ২৭ নভেম্বরঃ দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ব্যান্ডেলের মানসপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। অন্য দিকে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ওই যুবতী। কারণ, স্বামীর ছোড়া গুলিটি তাঁর গলায় থাকা ইমেটেশনের গয়নায় লেগে ঠিকরে গিয়েছে। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যান্ডেলের মানসপুরে বাড়ি পেশায় অটোচালক কিষাণ মালি মঙ্গলবার রাতে স্ত্রী কালা মালিকে গুলি করে পালিয়ে যান। গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়েছিলেন। খবর যায় থানায়। রাত ৮টা নাগাদ চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় আহত ওই যুবতীকে। তবে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান তিনি বিপন্মুক্ত। হাসপাতালে বসে ওই যুবতী বলেন, ''এখানে ভাড়াবাড়িতে থাকি। স্বামী রোজই মদ খায়। তার পর বাড়ি এসে অশান্তি করে। রোজই বলত, মেরে দেবে। আজ (মঙ্গলবার) বাড়িতে ছিলাম। ছেলে ছিল পাশে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে ঝগড়া শুরু করল। কথা বলতে বলতে বন্দুক বার করে গুলি ছুড়ল।''

রিষড়া পৌরসভা পরিচালিত সেবা সদন পুনর্গঠনের কাজের সূচনা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রিষড়া, ২৭ নভেম্বরঃ রিষড়া সেবা সদন পুনরগঠনের কাজ আজ ভিত পুজোর মাধ্যমে শুরু হল। এই কাজের উদ্বোধন করেন রিষড়া পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা। ২০১৩ সালে সেবা সদন হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায়। সেই বন্ধ হাসপাতাল নতুন ভাবে শুরু হতে চলেছে। আজ তার ভিত পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পুজো করলেন পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার মনোজ গোস্বামী, কাউন্সিলর কিশোর ঘোষ, কাউন্সিলর শ্রীমতি উষা দেবী সাউ, সমাজসেবক প্রকাশ শাও , ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য একসময় চক্ষু এবং হার্টের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ছিল এই হাসপাতালের। পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন আগামীকাল থেকেই সেবাসদন হাসপাতালের কাজ পুরো দমে শুরু হয়ে যাবে। ২০২৫ সালের মধ্যেই নতুন ভাবে চালু হয়ে যাবে এই সেবা সদন। এক সময় শ্রীরামপুর মহকুমার এই হাসপাতালটি আইনি জটিলতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছিল। বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়ের প্রচেষ্টায় সেই জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। রিষড়া সেবাসদন হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এবং এক কোটি টাকা এসেছে মেডিকেল যন্ত্রপাতি কেনার জন্য। একসময় এই হাসপাতালটি ছিল ১৪০ বেডের। এখন ৫০ বেডের আধুনিক হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। থাকবে আউটডোর ও ইনডোর সুবিধা। সব রকম আধুনিক টেস্ট হবে এখানে। চেষ্টা করা হবে এখানে বিনামূল্যে যাতে রোগীদের উন্নত পরিসেবা দেওয়া যায়। এই হাসপাতাল পুনরায় নতুন ভাবে চালু হওয়ায় এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত।

সুন্দরবনের শুরু হচ্ছে তৃতীয় বর্ষের পাখি মেলা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৭ নভেম্বরঃ আবার সুন্দরবনে হতে চলেছে তৃতীয় বর্ষের পাখি মেলা। শীত আসলেই প্রতি বছর সুন্দরবনে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখিদের। আর তাদের ফ্রেমবন্দি করেন অনেকেই। আবার অনেক পর্যটক আছে বাঘ, কুমির, হরিণের সঙ্গে এই সময়ে পাখি দেখতে সুন্দরবন আসে। আর তাঁদের কথা মাথায় রেখেই পাখি উৎসবের আয়োজন করে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। এই পাখি উৎসবে ভিড় করেন বহু পাখিপ্রেমীরা। ২০২৫ সালে ২২ জানুয়ারি থেকে ওই পাখি উৎসব শুরু হবে। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। সুন্দরবনের নদীতে ঘুরে ঘুরে পাখির সঙ্গে পরিচয় করবেন বহু মানুষ। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প আনুষ্ঠানিক ভাবে মঙ্গলবার দুটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছে।সেই ওয়েবসাইটগুলি হলো www.sundarbantigerreserve./sundarbanbirdfestival@gmail.com । এই দুটি ওয়েবসাইটে এ দিন থেকেই আবেদনকারীরা ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন। লাইনে

আবেদন করতে পারবেন। এরপর ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে ২৪ জনকে বেছে নেওয়া হবে। ওই ২৪ জনের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে জানানো হয়েছে, যে ২৪ জনকে বেছে নেওয়া হবে তাঁরা পাখির ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। তা ছাড়া ওই টাকার মধ্যে তাঁদের থাকা খাওয়া বোটের খরচও ধরা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর বলেন, সুন্দরবন এই নিয়ে তিন বার পাখি উৎসব হতে চলেছে। এর আগেও ৬টি দলের ৩৪ জন পাখি প্রেমী অংশ নিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় বছরে ৮টি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এ বার মোট ৬টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে। যার মধ্যে ২৪ জন পাখিপ্রেমী সেই সুযোগ পাবেন। এই প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা জাস্টিন জোন্স বুধবার বলেন, 'প্রত্যেকবার সুন্দরবনে শীতের সময় নানা পরিযায়ী পাখি আসে। তাদের কিচিরমিচির ধ্বনি বড় মধুর। তা দেখতেই বহু মানুষ এখানে আসেন। আশা করি এ বারও বহু পাখি আসবে। এবং তাদের দেখা ওমিলবে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেল, সুন্দরবনে ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। গত বছর পাখি উৎসবে যাঁরা অংশ নিয়ে ছিলেন তাঁরা ৫,০৬৫টি পাখির দেখা পেয়েছিলেন। এ বার চার দিনের বদলে পাঁচ দিন ধরে চলবে এই পাখি উৎসব।এর ফলে আর ও বেশি পাখির সন্ধান মিলবে বলে ধারণা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর এও বলেন, 'বিগত বছরে পাখি উৎসবে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাই আবার পাখি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখিরা যেন সুন্দরবনে এসে নিরাপদে থাকতে পারে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সুন্দরবনের এই পাখি উৎসব হবে জেনে খুশি পাখি প্রেমীরা।

ভাঙছে চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর হুগলি,২৭ নভেম্বরঃ দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম। গোটা চন্দননগর শহরের ইতিহাস যেখানে সুরক্ষিত রয়েছে সেই বাড়িরই ভগ্নপ্রায় অবস্থা। প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে বাড়ির দেওয়াল থেকে সিলিং। বহুবিদেশি পর্যটক থেকে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন দেখতে আসেন অতীতের সাক্ষী এই মিউজিয়াম। সেখানেই সিলিংয়ের চাঙড় খসে পড়ে নিত্যদিন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন ভ্রমণার্থীরা। একটা সময় ফরাসি উদ্ভাসিত এলাকা ছিল চন্দননগর। তৎকালীন ফরাসি গভর্নর মঁশিয়ে ডুপ্লেক্সের বাড়ি বর্তমানে চন্দননগর মিউজিয়াম। ফরাসি আমলের সমস্ত আসবাবপত্র থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চন্দননগরের ভূমিকা বিপ্লবী কার্যকলাপ এই সবকিছুই সংরক্ষিত রয়েছে মিউজিয়ামের অন্দরে। মিউজিয়ামের বিল্ডিংটিও ফরাসি আমলে তৈরি। বহু বহু পর্যটক তারা দেখতে আসেন প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে। তবে মিউজিয়াম দেখতে এসে বিপদের শিকার হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিদেশী পর্যটকদের একটি দল তখন মিউজিয়ামের মধ্যে ঘুরে দেখছেন ফরাসী স্থাপত্য। ঠিক সেই সময় ফরাসী আমলের মিউজিয়ামের আসবাবের উপর হঠ্যাৎই সিলিং-এর চাঙড় খসে পড়ে। কেউ আহত হননি তবে আহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর বাসবি পাল বলেন, এটা খুবই দুশ্চিন্তা।মাঝখানেক আগে একবার সিলিং খসে পড়েছিল। তখন মিউজিয়ামের কর্মীরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মিউজিয়ামের দেওয়াল ছাদের অবস্থা খারাপ। মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। দ্রুত সংস্কার না করলে বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। মাঝে একবার এই ঘটনার পর সাধারণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল মিউজিয়ামের গেট। যারা গবেষণা করে পুরনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে বা ফরাসিদের চন্দননগরের উপনিবেশ ছিল সে বিষয়ে জানতে চায় তাদের কাছে খুবই আগ্রহের এই মিউজিয়াম। সেদিকে নজর না দিলে আরও বড় বিপদ হতে পারে।

মৌশুনী দ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৭ নভেম্বরঃ প্রতিবছরের মতো এই বছরও নামখানা ব্লকের মৌশুনী দ্বীপের বালিয়াড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল প্রতিযোগিতা। বন্ধু মহলের ব্যবস্থাপনায় চার বছরের এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদার। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, উপস্থিত ছিলেন মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য, উপপ্রধান আব্দুল কাইউম খাঁন, ছিলেন প্রাক্তন উপপ্রধান ও খেলা কমিটির অভিভাবক রামকৃষ্ণ মন্ডল ও সহদেব মাইতি, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঋদ্ধি সরকার, বন্ধু মহল ক্লাবের সভাপতি চয়ন ভট্টাচার্য, অনিমেষ আইচ, জয়দেব পাল, সনাতন মাইতি, গোপাল গিরি সহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ । সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া একটা দ্বীপ মৌশুনী। যেখানে প্রতিবছরই নোনা জলে প্লাবিত হয়ে থাকে বিভিন্ন এলাকা। যে এলাকার বেশিরভাগ মানুষের রুজি রোজগার বলতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সেই এলাকায় ফুটবল প্রতিযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ নিলেন এই মৌশুনীর বন্ধুমহল। এই প্রসঙ্গে ক্লাবের সভাপতি চয়ন বাবু বলেন, 'মৌশুনী দ্বীপে খেলাটা ১৫ বছর হলেও আমাদের এই বন্ধুমহল আয়োজন করছে ৪ বছর। এই প্রত্যন্ত এরিয়াতে প্রান্তিক মানুষের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যুব সমাজ যাতে খেলাধুলা থেকে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্যই আমরা এই খেলার আয়োজন করে থাকি। আমাদের এই ক্লাবের কোন নির্দিষ্ট ফান্ড নেই ফলে আমাদের ক্লাবের সদস্য চাঁদা তুলে এর আয়োজন করেছে। একমাস আগে থেকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল। কিভাবে এত বড় টুর্নামেন্ট সম্পূর্ণ করা যায়। আমাদের এবছর প্রাইজ ছিল প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা ও সঙ্গে ট্রফি। দ্বিতীয় পুরস্কার আশি হাজার টাকা ও সঙ্গে ট্রফি। এটা করতে গিয়ে আমাদের কুসুম তোলা এবং বাগডাঙ্গার কিছু মৎস্যজীবী তাঁদের মাছ ধরার জাল সামগ্রী এবং শ্রম দিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাদের ক্লাবের সদস্যরা ৩-৪ দিন নদীতে মাছ ধরে এই টাকা জোগাড় করেছে। যেভাবে মানুষ আমাদের সাথে রয়েছে তাই আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনে খেলাটাকে আরো ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।' সত্যি অবাক লাগে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের এই দ্বীপ আমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এক সময় ছিল না কারেন্টের আলো। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সমগ্র মৌশুনীবাসী আলোয় আলোকিত হতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে উন্নয়নের ছোঁয়া থাকলেও আজ বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে। কিন্তু বছরে প্রায় সময় ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলে এই দ্বীপে। বানভাসি হয় হাজারো হাজারো মানুষ। নিজের বাসযোগ্য ভিটে ছেড়ে বসবাস করতে হয় সরকারি আস্তানায়। এমন জায়গায় খেলাধুলার প্রবণতা যে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দ্বীপে ভালো ভালো খেলোয়াড়দের বাস রয়েছে। যারা নিজেদের এলাকা ছাড়াও রাজ্যের বাইরে ও তারা খেলতে যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অতটা সাবলম্বী না হলেও তাদের মনোবল ও একাগ্রতা তাঁদেরকে সেই সাফল্যের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসী ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের এই খেলায় প্রতিটি টিমে নয় জন করে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। খেলার প্রতি যুব সমাজের যে আকর্ষণ রয়েছে তার জন্যই চারজনের বেশি কোনো টিমে বিদেশি খেলোয়াড় খেলতে পারবেনা। কয়েক হাজার দর্শকের সমাগম ঘটেছিল আমাদের এই খেলাকে কেন্দ্র করে।

এই প্রসঙ্গে খেলা কমিটির অভিভাবক সহদেব মাইতি বলেন, এই খেলাটি মৌশুনী বাসীর সহযোগিতা এবং কিছু মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় প্রচুর কষ্ট করে এই খেলাটিকে পরিচালনা করতে হয়। এই খেলাটির খরচ হয় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। অনেক বিদেশী খেলোয়ার আসেন আমাদের এই খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য। এমনকি আমাদের রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর খেলোয়াড় আসেন। ১৬ টি টিমের খেলা হয়। প্রশাসনিক দিক দিয়ে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে এই খেলাটি পরিচালনা করা আরো সুখকর হবে। উনি আরো বলেন, আমরা চাই আগামী দিনের আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এই মৌশুনী দ্বীপে আসুক এই আশা রাখি।

প্রাণ বাঁচিয়ে মিলল এমন প্রতিদান, বৃদ্ধ গেল হাসপাতালে

নববারাকপুর, ২৭ নভেম্বরঃ মদ্যপ অবস্থায় ঘটতো দুর্ঘটনা, প্রাণ বাঁচিয়ে মিলল এমন প্রতিদান! ঘটনায় শিউরে উঠেছে এলাকার লোকজন। রাস্তায় ফেলে একের পর এক রামদা দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তি কে ভর্তি করা হয়েছে আরজি কর হাসপাতালে। বুধবার দুপুরে জখম ব্যক্তির মাথার পিছনে অপারেশন হয়েছে। আপাতত স্থিতিশীল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া বারো বিঘা চাষী ব্লকে কালি বুড়ির শান্তি হরি মন্দিরের সামনে। আহত হয়েছেন আরও এক মহিলা। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় কমল মজুমদার ওরফে কালা রাস্তা পার হচ্ছিলেন, অপর দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বাইক দেখে বন্ধু বিজন বিশ্বাস কালার হাত ধরে টেনে প্রাণে বাঁচান। না হলে ঘটতে পারত বড় দুর্ঘটনা। গুলকারখানার মোড়ে হাত টেনে সরিয়ে দিতেই মদ্যপ কালা ওই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সহকর্মী বন্ধু বিজন বিশ্বাসের উপর। কেন কালার হাত ধরে টানাটানি করা হয়েছে এরপরই বচসা তর্কাতর্কি মারধোর করা হয় তাকে। বাবাকে মারছে দেখে এগিয়ে যান ছেলেও। তাকেও মারধর করা হয়। পরবর্তীতে রামদা নিয়ে এসে কালা ওই বিজন বিশ্বাস কে চার থেকে পাঁচ বার মাথায় কোপায়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধ। বৃদ্ধ স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে কোপ লাগে বিজন বাবুর স্ত্রী রিঙ্কু বিশ্বাসের পিঠেও। রিঙ্কু দেবীর ঘাড়ের পিছনে কোপ লাগে। ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌছায় নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ ও ঘোলা এসিপি। আচমকাই লোডশেডিং। কালা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় পুর প্রশাসনের সাহায্যে ঘটনাস্থল থেকে আহত কে উদ্ধার করে পুলিশ এবং পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহার মধ্যস্থতায় গুরুতর ভাবে জখম বিজন বাবুকে অ্যাম্বুলেন্স করে রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি করেন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রচুর রক্ত ক্ষরণের জন্য আহত ব্যক্তি প্রথমে সংজ্ঞা হীন অবস্থায় ছিলেন পরে চিকিৎসায় সকালে জ্ঞান ফেরে। যদিও ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত কমল মজুমদার বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। যদিও এলাকাবাসীর বিস্তর অভিযোগ অভিযুক্ত কমল মজুমদার(৪৬) এর বিরুদ্ধে। এলাকায় এর আগেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাউকে আঘাত করেছিল। স্থানীয় শাসক দলের নেতা দের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ রয়েছে প্রতিবেশী দের। এখনো পর্যন্ত পরিবারের তরফ থেকে কোন অভিযোগ থানায় লিখিত জানিয়ে উঠতে পারেনি।তবে পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ তল্লাশি শুরু করেছে। বৃদ্ধ বর্তমানে আশঙ্কা জনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।উপকার করতে গিয়ে এমন পরিনতি হবে তা পরিবারের কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।স্থানীয়রাও বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ। পরিস্থিতি কোনভাবেই অস্বাভাবিক না হয় তার জন্য পুলিশ ঘটয়াস্থলে টহলরত দিচ্ছে।।

দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ২৭ নভেম্বরঃ হাওড়ায় লিলুয়া থানা এলাকার পটুয়াপাড়ায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। এলাকার একটি গাছে এলাকার যুবক শুভঙ্কর সাহার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন এলাকার মানুষ। পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে খাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে আর ফেরেনি শুভঙ্কর। অভিযোগ, পাশের এলাকার একদল যুবকের সাথে পুরনো শত্রুতা ছিল তাঁর। তার জেরেই শুভঙ্করকে খুন করে শুভঙ্করের পরনের প্যান্ট দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবেশী গৌতম ঘোষ বলেন, রাতে শুভঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি।

আবার শুরু হতে চলেছে সুন্দরবনে কুমির গণনার কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৭ নভেম্বরঃ আবার সুন্দরবনে শুরু হতে চলেছে কুমির গণনার কাজ। ১২ বছর পরে এবছর জানুয়ারি মাসে সুন্দরবনে কুমির গণনার কাজ করেছিল বন দফতর। এ বছর জানুয়ারি মাসে সুন্দরবনের সর্বত্র নদী-খাঁড়িতে এই গণনা কাজ করেছিল বন দফতরের কর্মীরা। আর সেই রিপোর্ট কতটা সঠিক ছিল,তা জানতে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে ফের সুন্দরবনে কুমির গণনার কাজ শুরু করতে চলেছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে তিন মাস কুমির গণনা হবে সুন্দরবনে। আর তা থেকে উঠে আসা তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনে সঠিক কতগুলি কুমির আছে তা তুলে ধরবে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা যায়, শেষ কুমির সুমারিতে ১৬৮টি কুমিরের হিসাব পাওয়া গিয়েছিল। ২০১২ সালের কুমির সুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে ১৪১টি কুমিরের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। সেই তুলনায় গত সুমারিতে কুমিরের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছিল বলে দাবি করেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে। কিন্তু আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক কারণের কথা মাথায় রেখে কুমিরের সঠিক সংখ্যাটা যাচাই করতে চায় বন দফতর। তাই এ বার তিন মাস ধরে নতুন করে আবার কুমির গণনা করা হবে। জানুয়ারি মাসে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ২২টি দল তিন দিন ধরে ঘুরে ঘুরে গণনার কাজ করে ছিল। আর এ বার ২৬টি দল এই কাজ করবে বলে জানিয়েছে বন দফতর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা এবং ২৪ পরগনা বন বিভাগ এলাকায় কুমিরের খোঁজে বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করবেন শতাধিক বনকর্মী ও কুমির বিশেষজ্ঞেরা, এ বছরের জানুয়ারিতে যখন কুমির গণনা চলছিল, তখন আবহাওয়া যথেষ্ট খারাপ ছিল। নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি ও হয়েছিল। যা কুমির গণনার জন্য অনুকূল নয় মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। মূলত খালি চোখে দেখেই এই কুমিরের গণনা করা হয়। যে এলাকায় কুমিরের দেখা মিলছে, সেই এলাকার

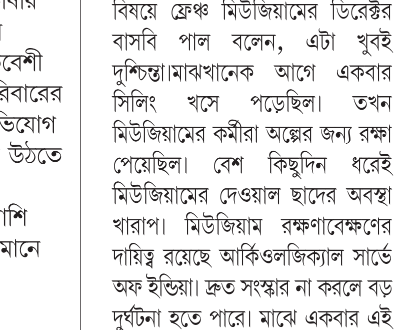

অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, জলের তাপমাত্রা, লবণতার পরিমাণ সব কিছুই নথিবদ্ধ করা হয়। বুধবার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, সুন্দরবনের প্রায় ৪২০০ কিমি এলাকা জুড়ে এই গণনার কাজ ফের করা হবে। সরাসরি খালি চোখে দেখে এবং এলাকায় কুমিরের উপস্থিতি অনুভব করে এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। আশা করা যায় এবারে সুন্দরবনের সঠিক কুমিরের পরিসংখ্যান উঠে আসবে এই গণনার মধ্যে দিয়ে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

লোকশিল্পী কাঙাল হরিনাথ

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে' এই বিখ্যাত লোকসঙ্গীতটি কেবল হরি'র উদ্দ্যেশ্যে রচিত, তাই নয়, এটির রচয়িতাও হরি। মানে 'কাঙাল হরিনাথ'। উনিশ শতকের বাংলার এক খ্যাতনামা সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী অথচ তিনি কাঙাল। তাঁর দেওয়ার ছিল অনেক কিছুই, চাওয়ার ছিল না কোনকিছুই। তবুও তিনি কাঙাল। কারণ তিনি চেয়েছেন মুক্তি। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, পরাধীনতা থেকে মুক্তি। চেয়েছেন একাগ্রভাবে। কাঙালের মতো। চেয়েছেন পরের জন্য। পেয়েছেন কি? প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। আর্থিক কারণে হরিনাথের লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ সালে নিজেই 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তখনকার নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। এসব কারণে পত্রিকাটি তখন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। হরিনাথের জীবনে কখনও সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে দীর্ঘ ১৮ বছর পত্রিকা প্রকাশের পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ শাসনব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়। হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। তাঁর রচিত বহুসংখ্যক বাউল গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানে 'কাঙাল' নামে ভণিতা করতেন বলে এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ১২৯০-১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খন্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়তেও তাঁর সমান পারদর্শীতা ছিল। সাহিত্যচর্চায় হরিনাথের শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

ঠাকুর বাড়ির মহিলা-সম্মান

আলোর নীচেই জমে থাকে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। কবি বিশ্ববন্দিত কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কথা কয়জনা জানে? যশোরের দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সাথে কবির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে নিতান্তই নাবালিকা। ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্ম। তাঁর নাম বদলে করা হল মৃণালিনী। অরবিন্দ-জায়ারও নাম ছিল মৃণালিনী। সে হোক। ঠাকুর গিন্নি সংসারের পাকে চক্রে ধীরে ধীরে গিন্নিপনাতেও যথেষ্ট পটু হয়ে উঠেছিলেন। শিলাইদহে সপরিবারে কবি যখন থাকতেন তখন জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁকে দিনের পর দিন গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরতে হতো। একবার হয়েছে কী কবি বাড়ির বাইরে। এদিকে এস্টেটের সবচেয়ে মর্যাদাশীল দুজন বরকন্দাজের অন্যতম গণপৎ সিং-এর এক দেশ ওয়ালি ভাই মূলা সিং সটান পাঞ্জাব থেকে শিলাইদহে এসে হাজির। যেভাবেই হোক তার একটা কাজ চাই। অভাবের জ্বালায় সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। গণপৎ এসে সোজা ছোট মাইয়ার শরনাপন্ন হলেন। মেহেরবানী করে মূলাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিতে হবেই। এস্টেটের ম্যানেজারকে বলায় তিনি বলেছেন, কবি না আসা পর্যন্ত এতো বড় সিদ্ধান্ত তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। সব শুনে দয়াময়ী মৃণালিনী তখনই তাকে এস্টেটের পাহারাদারের কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পনেরো টাকা মাসিক মাইনে। এদিকে মূলা সিং কাজে লাগলেও তার মন মেজাজ ভাল নেই। ছোট মা সবই লক্ষ্য করতে থাকেন। একদিন তাকে ডেকে ছোট মা সব জানতে চাইলেন। মূলা ছোট মার সামনে বসে কেঁদে ফেললো। জানা গেল মূলা সিংয়ের রোজ খোরাক বাবদ তিন সেরা আটা দরকার হয়। আটা কিনেই তো মাইনের টাকা শেষ। তা বাড়িতে টাকা পাঠাবে কোত্থেকে? সেই দুঃখেই সে সর্বদা মনমরা। ছোট মা মূলার কথা শুনে তক্ষুনি হুকুম দিলেন, আজ থেকে ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার থেকে তিন সেরা করে আটা মূলার জন্য বরাদ্দ হল। কবি ফিরে এসে সব শুনলেন মৃণালিনীর কাছে। মৃণালিনী এবারে মূলার মাইনে বাড়াবার আর্জি জানালেন কবির কাছে। কবি মাইনে বাড়িয়ে করলেন কুড়ি টাকা। এবারে ম্যানেজার প্রস্তাব দিলেন, মূলার যখন মাইনে বেড়েছে তখন ভাঁড়ার থেকে আটা দেওয়া বন্ধ হোক। কিন্তু নাছোড় মৃণালিনী। সে বললে, তা কী করে হয়। একবার একটা কিছু দেওয়ার পর তা কি বন্ধ করা চলে? ফলে মূলার বেতনও বাড়লো আর আটার বরাদ্দ ও বহাল রইলো। কবিও মুখ বন্ধ করে সব মেনে নিলেন। গৃহকর্ত্রী বলে কথা। কবি যেখানে হাইকোর্ট, সেখানে উনি তো সুপ্রিম কোর্ট, তাই না? ঠাকুর বাড়ির মহিলাদের কথাকে মান্যতা দিত এই পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। মহিলাদের কথার অন্যথা কেউ করতো না। মহিলাদের পারিবাকির মর্যাদা ছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

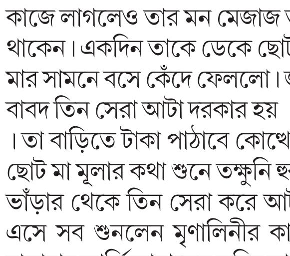

ঈশ্বর হচ্ছে একটি আয়না। তুমি তাকে যেরকম মুখ দেখাবে সেই রকমই তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করবে। তোমার ছায়া ঈশ্বরের কাছে ধরা পড়ে। সেই কারণে সবাই মনে করে যে অন্যায় কাজ করলে পার পেয়ে যাবে। তা কখনই হতে পারে না। অন্যায় কাজ করলে তার ফল ভোগ করতে হবেই। কেউ ফল ভোগ না করে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারবে না। সব অন্যায় কাজের শোধ দিয়ে তবেই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। ভালো কাজে ভালো ফল। অন্যায় কাজ করলে অন্যায় ফল ভোগ করতে হবে। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের শাস্তি। ঠিক পথ ধরে চলো।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিক রঙ্গব্যঙ্গ সমাজ দার্শনিক প্যারী চাঁদ মিত্র ওরফে নাম ছিল হুতুম পেঁচা

বিশেষ প্রতিবেদক

আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। উনিশ 'নৌকা দেখিতে ২ ভাটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় সেষ হইয়াছে; কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্‌দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে; ধোবার গাধা থপাস২ করিয়া যাইতেছে; মাছের ও তরকারির বাজরা হু২ করিয়া আসিতেছে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন; মেয়েরা ঘাটে সারি২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল; কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি; কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই; বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়ে থেত্‌গ্লায়; বেটা কিছুই বলে না; ছোড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে; কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল; কবে মরি কবে বাঁচি এই বেলা তার বিএটি দিয়ে নি।'

'গার্হস্থাশ্রম ও যোগ আশ্রম পৃথক। যাহারা চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশ্যই সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। স্ত্রীলোক নানা শ্রেণীয় কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিতরূপে ঈশ্বর-উপাসনা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছেন।... পূর্ব্ব ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে শুদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে গেলে অন্তর যোগ চাই।'

'ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের দশ বারো দিনের মধ্যে জমিতে চাস দিতে হইবেক। লাঙ্গল চারিবারের কম হইবেক না, অধিক দিতে পারিলে ভাল। তাহার পরে খইল, গোবর ও দেওয়াল ভাঙা মাটি জমিতে মিশাইয়া আবার লাঙ্গল দিবে। তাহার পরে মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মাটি ধূলার ন্যায় হইবে তাহার পরে জমিতে দাঁড়া টানিতে হইবে তাহা হইলে দাঁড়ার মধ্যে২ এক২ জোল হইবে, সেই জোলের মুটম হাত অন্তরে ইক্ষুর বীজ পুঁতিতে হইবে। বীজ পুঁতিবার সময় খইলকে ঢেঁকিতে কুটিয়া মিহিন করিয়া এক২ খাদে এক২ পোয়া দিবে। বীজ পোতা হইলে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ২ এক২ সের জল এক২ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।...'

এই তিনটে অনুচ্ছেদ একই মানুষের লেখা, বললে বিশ্বাস করবেন? একুশ শতকে বাংলা গদ্য লেখকপ্রবর থেকে ফেসবুকশ্রী সকলের হাতে পড়ে বহুরূপে সম্মুখে; সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকে ধর্ম থেকে জিরাফ... নিয়ে লিখছেন, তবু এক লেখক একাধিক কলমে, নানা আঙ্গিকে লিখছেন, দেখা যায় না বড়। কিন্তু সেই কাণ্ডই কত আগে যে করে গিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র! স্কুলে পড়া বইয়ের স্মৃতির দৌলতে সিপাহি বিদ্রোহের সালটা সকলের

জানা; ১৮৫৭। পরের বছরেই কলকাতার নিমতলার মিত্তিরমশাই 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামের বই বার করে যে হুলস্থুল বাধিয়েছিলেন, তারই ফল ফেবু-টুইটারে জলবৎ তরলং বাংলা ভাষায় ছোটবড় গদ্য -লেখালিখি, বললে বড় ভুল হবে না। সমস্যাটা শুধু বাঙালি প্যারীচাঁদ মিত্রকে চেনে না, লিট-ফেস্টে ওঁর ছবি দেখিয়ে 'বলুন তো কে?' শুধোলে মুচ্ছো যাবে, 'আলালের ঘরের দুলাল পড়েছেন?' প্রশ্নে 'হুমম... বলছি' বলে আড়ালে গুগল করে তথ্য বাগানোর চেষ্টা করবে। বাঙালি সাহিত্য 'করে', সাহিত্যের ইতিহাসের শেকড়বাকড়ে তার কী লাভ? যেতে পারি কিন্তু কেন

অথচ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে যে মানুষটা, সেই প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪ -১৮৮৩) জীবনটা 'কাল্টিভেট করলে' উনিশ শতকীয় বাঙালির শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি এমনকি ব্যবসা বাণিজ্যের গ্রাফটাও তার উঁচুনিচু সিঁড়ি ভাঙা-সমেত বিলক্ষণ বোঝা যেত। বোঝা যেত, উনিশ শতকের যে 'বাবু' কালচারকে আমরা পট থেকে বটতলা বা অতিসরলীকৃত পিরিয়ড ড্রামা-টিভি সিরিয়ালসূত্রে জানি, সে নেহাতই অন্ধের হাতি দেখার মতো। সেখানে ধনী অভিজাত বাবু মাত্রই মদ্যপ, লম্পট, যৌনতা কাতর, শোষক; মেয়েরা হয় সতী সাবিত্রী নয় বাহিরমুখী। গোটা সমাজটাই মূলত সাদা-কালোর বিপ্রতীপে দেখানো, যেন অফ হোয়াইট, ছাই, ধূসর, স্লেট রং বলে কিছু নেই জনজীবনের প্যালেটে। প্যারীচাঁদ মিত্রকে এ কারণেই জানা আর পড়া দরকার। কারণ তাঁর জীবনে ও লেখালিখিতে বাঙালির রেনেসাঁস-প্রদীপ আর তার তলার অন্ধকার, দুটোই স্পষ্ট। ইংরেজ শাসিত, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটা জাতি সাহিত্য থেকে সমাজ সংস্কার, ধর্ম থেকে ব্যবসা, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা পা রাখার জায়গা তৈরি করছে। তাকে পা ফেলতে হচ্ছে ভেবে চিন্তে, কারণ ওল্টানো -পাল্টানো যা কিছু, তাকে করতে হবে 'সিস্টেম'-এর ভিতরে থেকেই। স্বভাবতই, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অনেক মুখেই পড়েছে স্ব-বিরোধের ছায়াও। প্যারীচাঁদও ব্যতিক্রম নন, তবে তাঁর জীবন আর কাজকর্ম এতই সুকৃতির বৈচিত্রে ভরা যে, সেই বিরোধ-বৈষম্যও খানিক দরদি চোখেই দেখতে ইচ্ছে হয়।

ঠাকুরদা গঙ্গাধর মিত্র হুগলি থেকে কলকাতায় এসে, কোম্পানির আমলে দেওয়ানগিরি করে পয়সা করেছিলেন বিস্তর। বিয়ে করেছিলেন হাটখোলার দত্ত পরিবারের মেয়েকে। প্যারীচাঁদের বাবা রামনারায়ণ মিত্রও কোম্পানির কাগজ আর হুন্ডির কারবার করে ফুলেফেঁপে ওঠেন। নিমতলার মিত্রদের পয়সার অভাব ছিল না, তাঁর চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট বিদ্যাসাগরের মতো দারিদ্র্যের মুখ কখনও দেখতে হয়নি প্যারীচাঁদকে। বরং সে কালের ধনী বাবুবাড়িতে যা তখন স্বাভাবিক; বখে যাওয়া, তার সুযোগ ছিল। প্যারীচাঁদ তাঁর প্রথম বইয়ের 'নায়ক' মতিলালের উচ্ছন্নে যাওয়া এঁকেছেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু নিজের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে দোর দিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি হিন্দু কলেজে পড়তে গিয়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সঙ্গ করার পরেও তাঁর জীবন অদ্রোহী, সুস্থিত! তিনি ডিরোজিওর ছাত্র, কিন্তু 'ডিরোজিয়ান' নন। প্যারীচাঁদ পরে হিন্দু কলেজ তথা সে কালের কলকাতার আর এক অগ্রপুরুষ ডেভিড হেয়ারের ইংরেজি ও বাংলা জীবনচরিত লিখেছিলেন, কিন্তু ডিরোজিয়ার জীবনী লেখেননি। সেই বইয়ে ডিরোজিওর উদার মনন ও ছাত্রদরদের প্রশংসা আছে, কিন্তু বন্ধু ইয়ং বেঙ্গলিদের নিন্দায় ধুয়ে দেওয়া নেই। কলকাতার বাবুরা (তার মধ্যে প্যারীচাঁদের বন্ধুরাও আছেন) যখন মদে গড়াগড়ি, প্যারীচাঁদ তখন মদ্যপাননিবারণী সভার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, 'আলালের...' পরের বছরেই লিখছেন তাঁর দ্বিতীয় বই, মদ্যপানবিরোধী নীতিমূলক আখ্যান 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'। তার শুরুর লেখাটিতেই মাতালদের নিয়ে রসগল্পের ছড়াছড়ি 'মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে, সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতালবাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন; প্রস্রাব। তখন আপনি কহিলেন; তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম; জল।' কী লিখছি, কেন লিখছি 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমেই আস্ত বই হয়ে বেরোয়নি। আগে পত্রিকায় মুখ দেখিয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। সেই 'মাসিক পত্রিকা'ও প্যারীচাঁদেরই গড়া, বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মিলে, শুরু ১৮৫৪-র অগস্ট থেকে। পত্রিকার উপরের পাতায় লেখা, 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমা দিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' স্পষ্ট বলে দেওয়া; কাদের জন্য পত্রিকা, কী হবে তার ভাষার ছিরিছাঁদ। ঠিক যেন উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা 'প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর মতো, যেখানে নিঃশঙ্ক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়র্থ ইতিহাসে গেঁথে দিচ্ছেন; কেমন হবে রোম্যান্টিক কবিতার ভাষা, কী হবে তার পাঠকচরিত্র। পরে 'আলালের ঘরের দুলাল' বইয়ের ভূমিকাতেও প্যারীচাঁদ সোজা সাপটা। নিজের ব্যবহার করা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এ ভাবে The work has been written in a simple style– and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life– it will perhaps be useful.

চট করে এক বার এই লেখার গোড়ার লাইনগুলো ফিরে দেখলে প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' ঠিক কী; বাংলার প্রথম উপন্যাস, প্রথম সামাজিক উপন্যাস, প্রথম বাস্তবধর্মী আখ্যান, না কি উপন্যাসের পূর্বসূরি; সে নিয়ে বিস্তর তর্ক ও চর্চা আছে। প্যারীচাঁদ নিজে তাঁর ভূমিকায় ইংরেজিতে 'নভেল', বাংলায় 'উপন্যাস' ব্যবহার করেছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকা এই লেখায় খুঁজে পেয়েছিল অলিভার গোল্ডস্মিথের হিউমার, হেনরি ফিল্ডিংয়ের উইট। জেমস লং এমনকি প্যারীচাঁদকে বলেছিলেন 'বাংলার চার্লস ডিকেন্স'! এই সবই যদি বা বাড়াবাড়ি মনে হয়, আর এক ভদ্রলোকের একটা প্রবন্ধ পড়লেই ধন্দ কেটে যাবে। সেখানে তিনি লিখছেন, তাঁর ছোটবেলায় অধ্যাপকেরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ বুঝত না। 'খয়ের'কে 'খদির', 'চিনি'কে 'শর্করা', 'ঘি'কে 'আজ্য', 'কলা'কে 'রম্ভা'। ''ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে।'' মুখের ভাষাই এই, তা হলে লেখার ভাষা না জানি কী! সেই ভাষা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে পড়ে পাল্টাল, তবু রইল সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেই। আরও এক বিপদ; সাহিত্যের বিষয় ছিল 'সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরেজির ছায়ামাত্র'। এই দুই সঙ্কট থেকেই বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করলেন প্যারীচাঁদ। 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখলেন সেই ভাষায়, 'যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত'। লিখলেন সেই উপাদান দিয়ে, যা কুড়িয়ে নেওয়া 'স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার' থেকে। প্রবন্ধের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আলালের...'র ক'বছর পরেই বেরিয়েছিল যাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। আশ মেটে প্ল্যানচেটে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালী ভাষা' শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেছিলেন প্রশংসায়। কিন্তু সমসময় 'আলালী ভাষা'কে হেয় ভাষা, নিচু ভাষা বলে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি। বিদ্যাসাগর নাকি এই ভাষা শুনে হাসতেন। মজার কথা এই, পরপর দু'বছরে দু'টি (১৮৫৮-তে 'আলাল' এবং ১৮৫৯-এ 'মদ খাওয়া...') বই বেরোনোর পরে সে অর্থে প্যারীচাঁদ আর 'আলালী ভাষা'য় ফেরেননি। ১৮৬০-এ প্রকাশিত বই 'রামারঞ্জিকা' থেকেই ভাষা আর বিষয়বস্তুর বাঁকবদল শুরু, পরে পরে 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা'র মতো বই পড়ে তাজ্জব বনে যেতে হয়, এরও লেখক প্যারীচাঁদ! ১৮৬০ সালে স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর অন্তর্জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল। ১৮৮১তে ইংরেজি বই 'অন দ্য সোল ইটস নেচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন, In 1860– I lost my wife– which convulsed me much. I took to the study of spiritualism.. ব্রাহ্মদের খুব কাছাকাছি থাকা প্যারীচাঁদ, 'গীতাঙ্কুর'-এর মতো ব্রহ্মসঙ্গীত (বা ব্রহ্ম বিষয়ক সঙ্গীত) রচয়িতা প্যারীচাঁদের মন ক্রমে নিবিষ্ট হয় প্ল্যানচেটে, পরলোক চর্চায়। নিজেই লিখেছেন, তাঁকে 'মিডিয়াম' হিসেবে ব্যবহার করা হত। প্ল্যানচেটের জমায়েতের সঙ্গীরাও তালেবর; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ। আর এক জন যাঁর উপরে প্রেতাবেশ ভাল হত, তিনি নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। সম্পর্কে প্যারীচাঁদের ভাগ্নে, পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। বাড়িতে রোজ সকালে স্নান করে উঠে ঘরের বন্ধ দরজার ও পাশে প্যারীচাঁদ নাকি মৃত স্ত্রীর সঙ্গে প্ল্যানচেটে কথা বলতেন! এক দিন দেরি দেখে পুত্রবধূ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে শ্বশুরমশাইয়ের উল্টো দিকে চেয়ারে শাড়ি পরা এক অশরীরী নারীকে বসে থাকতে দেখেছিলেন, এমন ঘটনাও মেলে। উনিশ শতকের নবজাগরণ অন্ধকার দিক, ভাবলে বোকা বনতে হবে। **লেখকঃ শিশির রায়**

প্রকৃতির অসামান্য দান ঃ ভুঁই আমলা

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রকৃতির অসামান্য দান, ভুঁইআমলা। আজ বলবো, আমাদের আশপাশে রাস্তার ধারে পতিত জমিতে একান্ত অনাদরে পড়ে থাকা, অথবা আপনার বাগানে কিম্বা গাছের টবে হঠাৎ করে জন্মানো তথাকথিত একটি 'আগাছা'র কথা। অনুরোধ, এটি ফেলে দেবেন না, পরিপুষ্ট গাছ ছোটো ছোটো করে কেটে ছায়ায় শুকিয়ে যত্ন করে রেখে দেবেন। একসময় বহু উপকারে লাগবে অমূল্য ভেষজগুণের ভুঁইআমলা নামের এই আগাছাটিকে।

আমার উপলব্ধি, একই সঙ্গে প্রধানতঃ লিভার কিডনি ও স্প্লিনের ওপর কার্যকরী এতো ভালো একটিমাত্র ঔষধি, ভারতীয় উপমহাদেশে আর নেই। এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় ১৯৮৯ সালের পর।

তখনকার বিহারের সিংভূম জেলার ঘাটশিলা অঞ্চলে গাছ-আগাছার ঔষধিগুণ নিয়ে খোঁজ সন্ধানে সময়, একটা ব্যপার আমাকে খুব অবাক করে। বনাঞ্চলের আদিবাসী মেয়েরা অনেক বেশি কর্মঠ। সংসার চালানোর জন্য ভোরবেলা থেকেই গৃহস্থালির সমস্ত কাজ পাট সেরে ঠিকে কাজের জন্য আশপাশের ক্ষেত-খামার বা দূরের শহরাঞ্চলে চলে যায়।

পুরুষেরা অধিকাংশই নেশাগ্রস্ত ও সংসার প্রতিপালনে উদাসীন। টুকটাক ঠিকে-কাজ জুটলে ভালো, নাহলে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে চুরি করে ফরেস্টের গাছ কেটে, চোরাই কাঠের ব্যবসাদারদের পাঠানো বেডফোর্ড বা শক্তিমান লরিতে বোঝাই করে দেয়। বিনিময়ে, পড়ন্ত বেলায় দলটাকে ঠিকেদার যৎসামান্য যা দেয়, তাই নিয়েই লোকগুলো ছোটে সামনের মদের ঠেকে। খিদের মুখে, গড়গড়ে ঝাল শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো মাখানো চাট বা আলুর চোখার সঙ্গে আকণ্ঠ পান ক'রে, বেহুঁশ হয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। শরীরের ওপর এতো অত্যাচার করেও মানুষগুলো সুস্থ থাকে কী করে!

উত্তরটা পেয়েছিলাম, ধারা-গিরি যাওয়ার পথে, এক বৃদ্ধ গাঁওবুড়ার কাছ থেকে। স্থানীয় মানুষজন ও গৃহপালিত পশুর অসুখ-বিসুখে উনিই ছিলেন ভরসা। এখনকার আধুনিকতার ছোঁয়া তখনও গ্রামীন মানুষকে গ্রাস করেনি। বৃদ্ধ মানুষটি খুব জোর দিয়েই

বলেছিলেন, জর-আমলার শিকড় গোলমরিচসহ আমানি দিয়ে বেটে সাকাল-বিকাল খালি পেটে নিয়মিত কয়েকদিন খেলেই লিভারের সব অসুখ সেরে যাবে।

এরই বছর তিনেক পরে, মেদিনীপুরের লোয়াদা অঞ্চলের এক বৃদ্ধ আদিবাসীঞ্চও প্রায় একই কথা বলেছিলেন। এরপর বৃত্তিজীবনে, হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে তৈরী ভুঁইআমলার মাদার টিনঞ্চার ব্যবহার আমিও বহুবার চমকপ্রদ ফল পেয়েছি।

এবার আসি, ভুঁইআমলা গাছের বিবরণে। এক দেড় ফুট লম্বা ছোট্ট গুল্ম জাতীয় এই গাছটি প্রায়ই রাস্তার ধারে, পরিত্যক্ত প্রান্তরের সরস মাটিতে চোখে পড়ে। আমলকির মত ঝিরি ঝিরি পাতা, পাতার নিচে কক্ষ বরাবর সার দিয়ে সরষে দানার মত ফুল ও ফল, ঠিক যেন আমলকির ক্ষুদ্র সংস্করণ। বর্ষজীবি এই মহামূল্যবান, অসাধারণ ঔষধিগুণসম্পন্ন গাছটি প্রজাতিগতভবে আমলকিরই নিকটাত্মীয়। দুই বাংলা সমেত ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই ভুঁইআমলা পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মের শেষে ভুঁইআমলা গাছ বের হয়, বর্ষাশেষে ফুল ফল ধরে, শীতের শুরুতে ফল পাকতে থাকে। সমগ্র গাছই ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছ সংগ্রহ করার সময় শীতকাল এবং এটি ছায়ায় রেখে শুকনো করা উচিত। মনে রাখবেন, ভিজে স্যাঁতসেতে জমিতে জন্মানো ভুঁইআমলা গাছের তুলনায় বালি কাঁকুরে শুষ্ক জমির গাছের ভেষজ গুণ অনেক বেশি হয়। নাম পর্যায়ঃ - সংস্কৃতে ভুঁই আমলার বহু নাম, তামলকী, উচ্চটা, বহুবীর্য, ভূম্যালকী, বীরা অন্যতম। হিন্দীতে - ভুঁই তামল, ভদ্র আম্বড়া, পাতাল আম্বড়া। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এটিকে জরআমলা, বদর, মারাঙ্গ ইত্যাদি বলেন। ভুঁইআমলার বৈজ্ঞানীক নাম- Phyllanthus fraternus– Syn. name – Phyllanthus niruri. গুণাবলী ও ব্যবহার বিধিঃ ভুঁই আমলার ভেষজ গুণের সীমা পরিসীমা নেই। অসংখ্য এর লৌকিক ব্যবহার। প্রধান কার্যকারিতাগুলো উল্লেখ করছি।

যকৃত বা লিভারের রোগে (অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ব্যতীত) ভুঁইআমলার থেকেও বেশি কার্যকর কোন ঔষধ এতদঞ্চলে নেই। কাঁচা শিকড় ৩ - ৪ গ্রাম অথবা শুকনো শিকড় ২ গ্রাম, ৩-৪টি গোলমরিচ সহ ভাতের আমানী (পান্তা ভাতের জল) দিয়ে বেটে সকালে, বিকালে খালিপেটে খেলে ৭ থেকে ১০ দিনে জন্ডিস উপশম হবেই। সঙ্গে সুপথ্য ও বিশ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন। যকৃতের সঙ্গে প্লীহা ও পাকস্থলীর নানারকম অসুস্থতাতেও ভুঁইআমলার শিকড় ও গোলমরিচের সঙ্গে ৭-৮ টি কালমেঘ পাতা, আমানী দিয়ে বেটে একই নিয়মে খেলে নিশ্চিত উপকার হবে।

সমগ্র গাছ মূত্রকৃচ্ছতায় খুবই উপকারী। কাঁচা গাছ ১০ - ১২ গ্রাম অথবা শুকনো গাছ ৫ - ৬ গ্রাম, ২০০- ২৫০ গ্রাম জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে দিনে দু'বার, নিয়মিত ৮ - ১০ দিন খেলে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, প্রস্টেটাইটিস, এবং গণোরিয়া জাতীয় যৌনরোগের কারণে পেচ্ছাপের জ্বালা যন্ত্রনা ও পেচ্ছাপ আটকে যাওয়া নিরাময় হবেই।

ভুঁইআমলার কাঁচা পাতার রস এক চামচ (৫ মিঃলিঃ) সকাল বিকাল খালিপেটে নিয়মিতভবে ৫ - ৬ দিন খেলে, পেট খারাপ ও সাদা আমাশা সেরে যাবে। দীর্ঘ রোগভোগের পর এই রস একই নিয়মে ৩ - ৪ টি গোলমরিচের গুঁড়ো সমেত সকাল - বিকাল বেশ কিছু দিন খেলে, বলদায়ক টনিকের মত কাজ করে। পাতা ও কান্ড ছিঁড়লে যে রসটা বের হয় ওটি দূষিত ও পুরানো ঘায়ে এবং নখ কুনিতে দিনে দু বার করে লাগালে ভাল হয়ে যাবে। উপজাতি চিকিৎসকরা আমানী, গোলমরিচ, হলুদ ও পিপুল অনুপান সহযোগে বহুরোগে ভুঁইআমলাকে ঔষধরূপে সফলভবে ব্যবহার করেন।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মারাদোনার গোলা

আর্জেন্টিনার 'বাড়ির পাশে'ই ফকল্যান্ড দীপপুঞ্জ। সেখান থেকে ব্রিটিশরা থাকে প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার দূরে। কিন্তু বছরের পর বছর গায়ের জোরে পেশিশক্তি দিয়ে ফকল্যান্ড ভোগ দখল করে আছে ব্রিটেন। বিপ্লবী চে গুয়েভারার দেশ কতদিন আর মেনে নেয়। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দখল করে নেয় আর্জেন্টিনা। কিন্তু ব্রিটিশরা তো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। ক্রাউন কলোনি বলে কথা! সমস্ত শক্তি দিয়ে এক রক্তাক্ত যুদ্ধে পরাজিত করে আর্জেন্টাইনদের। ৭৪ দিনের সংঘর্ষে ৬৫৫ জন আর্জেন্টাইন প্রাণ হারায়।

ফকল্যান্ড যুদ্ধের সেই পরাজয়ের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি নিয়ে আর্জেন্টাইনরা অনেকদিন ঘুমাতে পারেনি। ম্যারাডোনারও ঘুম হয়নি। ম্যারাডোনার নিজের ভাষায়, কেউ যেন গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!

অবশেষে ঠিক ৪ বছর পর ১৯৮৬ এর বিশ্বকাপ এর কোয়ার্টার-ফাইনালে দেখা চিরশত্রু ইংল্যান্ডের সাথে। ততদিনে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড এর সম্পর্ক তিক্ততার চরম সীমায়। ম্যারাডোনা পণ করেছিলেন খেলার মাঠে ইংল্যান্ডকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যতদিন ইংল্যান্ড থাকবে ততদিন ব্রিটিশদের মনে আগুন জ্বালানো অনুভূতি থাকে যেন। ফকল্যান্ড দখলে রাখলেও যাতে আজীবন মানসিকভাবে অশান্তিতে থাকে! শুরু হলো খেলা। খেলার মাঠ যেন মুহুর্তেই রূপ নিলো এক খন্ড ফকল্যান্ড যুদ্ধের ময়দানে। যে যুদ্ধের সেনাপতি ম্যারাডোনা! সেদিন ম্যারাডোনার ঈশ্বরও যেন মাঠে!

৫১ মিনিটে ইংল্যান্ডের জালে 'ঈশ্বরের হাত' দিয়ে যে গোলটি দিলেন সেটি ফুটবল বিশ্ব জানে 'হ্যান্ড অফ গড গোল' নামে। আসলে সেটি ছিলো সেনাপতি ম্যারাডোনার নিজের হাতে ছোড়াঁ কামানের গোলা, যেটি চিরস্থায়ী ভাবে গেঁথে গেলো সকল ব্রিটিশদের মনে।

ম্যারাডোনার নাম শুনলেই যেই আগুনের গোলা উত্তপ্ত লালচে হয়ে ব্রিটিশদের অন্তরকে পুড়িয়ে যায় নিরবে! ৪ মিনিট পরে ইংল্যান্ডের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকার জন্য যে গোলটি করলেন সেটিই ফুটবলের ইতিহাসের শতাব্দী সেরা গোল। ইংল্যান্ড তখন মাঠের যুদ্ধে বিধ্বস্ত এক নাম! চিরশত্রুকে ঘায়েল করতে আর কি চাই!

জামালপুরে নাবালিকা আত্মঘাতীর ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবা ও ছেলে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের আবুহাটিতে নাবালিকার ছবি বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ আর সেই অপমানে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় নাবালিকা এক ছাত্রী। থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত হাসিনুর রহমান ও তার বাবা মশিয়ার রহমান। বুধবার অভিযুক্ত দুজনকে পেশ করা হল বর্ধমান জেলা আদালতে। প্রসঙ্গত, জামালপুরের আবুজহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাগড়িয়া এলাকায় ১৩ বছরের এক স্কুল ছাত্রী নাবালিকা গলায় ওড়না ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগ, এলাকারই এক যুবক তার মেয়েকে পাঁচ লাখ টাকা না দিলে ওই নাবালিকা মেয়ের এডিট করা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এই কথা ওই যুবকের বাবাকে বলতে গেলে নাবালিকার বাবাকে অপমান করা হয় বলে অভিযোগ। বাবার অপমানের কথা শুনে রাগে, অপমানে আত্মঘাতী হয় ওই নাবালিকা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা মৃতদেহ আগলে রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। এরপর ওই নাবালিকার বাবা ওই যুবক এবং তার বাবার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। তদন্ত নেবে ওই যুবকের বাবা মশিয়ার রহমানকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ, এবার গ্রেপ্তার হলো ছেলে হাসিনুর রহমান। ইতিমধ্যেই ওই দুইজনকে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠিয়েছে জামালপুর থানার পুলিশ। অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবীতে সোচ্চার এলাকার মানুষ।

ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ যেন ভেটাগুড়ির জিলিপি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ নভেম্বর ঃ খাদ্য রসিক বাঙালীর কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস মেলায় অন্যতম আকর্ষণ ভেটাগুড়ির জিলিপি। তাদের তৈরি জিলিপি ছাড়াও বাবুরহাট রাজারহাট এমনকি দেওয়ানহাট থেকেও ব্যবসায়ীরা রাস মেলায় জিলিপি বিক্রি করেন বহু বছর থেকে। তারা জিলিপি তৈরি করতে যেসব উপকরণ ব্যবহার করেন, অন্যান্য দোকানেরাও একই উপকরণ ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। তবুও প্রচুর মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েন ভেটাগুড়ির জিলিপির দোকানের সামনে। ভেটাগুড়ির নন্দী পরিবার গত প্রায় ৭৮ বছর ধরে একই গুণমানের জিলিপি তৈরি করে আসছেন। দোকানের মালিক অসিত নন্দী বলেন, আমার দাদু প্রথম ভেটাগুড়ি থেকে এসে কোচবিহারের রাস মেলায় এই জিলিপি বানানো শুরু করেন। এরপর আমার বাবা এতদিন বানিয়ে আসছেন, এখন আমি এবং আমার কাকা জিলিপি বানাচ্ছি। গত ৭৮ বছর ধরে একই ধরনের জিলিপি বানিয়ে আসছি এর গুণগত মানের কোন রূপ পরিবর্তন করিনি। কোচবিহার রাস প্রথম শুরু হয়েছিল ভেটাগুড়িতে, এখান থেকেই ভেটাগুড়ির জিলাপির ঐতিহ্য দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাই জিলিপি বানাতে যা যা ব্যবহার করে, আমরাও তাই ব্যবহার করি তবে এর সাথে আমাদের বিশেষ কিছু থাকে যা আমরা ছাড়া কেউ জানে না। তাই অন্যদের জিলিপি পরের দিনই নরম হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জিলাপি পরের দিন একই থাকে। দোকানের কর্মচারী বিশ্বজিত বর্মন বলেন আমরা চিনি এবং চালের গুঁড়ো বেশি করে ব্যবহার করি, আমাদের এখানে কোনরকম ভেজাল থাকে না। প্রতিদিন প্রায় কুড়ি বস্তা চিনি প্রয়োজন হয় আমাদের জিলিপি তৈরি করতে। জিলিপির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রফিক আলম যে কিনা কোচবিহারের একজন এডভোকেট তিনি বলেন রাস মেলায় এসে সার্কাস এবং ভেটাগুড়ির জিলিপি অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। এই জিলিপির অন্যরকম টেস্ট পাওয়া যায়। আমরা কোচবিহারের মানুষ রাসমেলা এলে এই জিলিপি টা কিনবই সেই সাথে সার্কাস দেখবই। অপর একজন ক্রেতা শুভশ্রী চক্রবর্তী বলেন, ভেটাগুড়ির জিলিপি, মুচমুচে এবং খুব সুস্বাদু,

বাড়িতে সুগারের পেশেন্ট রয়েছে তবুও ভেটাগুড়ির জিলিপি নিতেই হবে। যদিও বা কোচবিহারের প্রসিদ্ধ কিছু মিষ্টির দোকান সুগার ফ্রি জিলাপি তৈরি করছেন। কিন্তু তাতেও এক মুহূর্তের জন্য আবেগ কম হয়নি ভেটাগুড়ির জিলাপির ক্ষেত্রে।

বরফে ঢেকে গেছে সিকিম, উপচে পড়ছে পর্যটকদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ২৭ নভেম্বর ঃ পুরোপুরি বরফে ঢেকে গেছে সিকিম, সিকিমের নাথুলা, টসমো লেক এবং সিটিলি তে পুরোপুরি বরফ ঢেকে গেছে। তাপমাত্রা সকাল থেকেই নেমে গেছে অনেকটাই। বড়কে ঢাকা সিকিমে যান চলাচলের সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাস্তায় বরফে ঢেকে যাওয়ায় বরফ সরিয়ে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বরফ সরিয়ে পর্যটকদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঠিকই, তবে প্রচুর সময় লেগে যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা সময় পেলে এগিয়ে আসছেন সাহায্য করতে। তবে প্রচন্ড ঠান্ডা এবং তুষারপাত হওয়ার কারণে উদ্ধার কার্কে অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে, অবশ্য কারো কোন সমস্যা করার কথা এখনো জানানো হয়নি। তবে আরো ঠান্ডা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আর আবহাওয়া দপ্তর। তবে দক্ষিণ সিকিমের থেকে উত্তর সিকিমের অবস্থা বেশি শোচনীয়। বরফ পড়ে সাতটি ব্রিজ বন্ধ হয়ে আছে, হলে সড়ক পথের লম্বা রাস্তা পার করতে হচ্ছে সবাইকে। সারি সারি গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এক ঘন্টা লাগার কথা সেখানে ছয় থেকে সাত ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী তরফ থেকে চা বিস্কুট এবং গরম জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঠিকই, তবে রাত হয়ে গেলেই সমস্যা হচ্ছে। সিকিমের সূর্য উঠছে না বললেই চলে, হলে কেউ এসে সাহায্য করতে পারছেন না। জানা গেছে আরও সাত দিন এই একই রকম আবহাওয়া থাকবে। সিকিমের তাপমাত্রা কমে গেছে আগের থেকে ৭ থেকে ৯ ডিগ্রি। ফলে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাদের প্রতিকুল আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে সিকিম সহ গোটা পাহাড়ি এলাকায়।

চা খেতে গিয়ে দিন দুপুরে খোয়ালেন ২ লক্ষ টাকা, দিশেহারা কৃষক পরিবার

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৭ নভেম্বর ঃ ব্যাঙ্ক থেকে ২ লক্ষ টাকা তুলে ব্যাঙ্কের সামনে চা খেতে গিয়ে দিন দুপুরে চুরি হয়ে গেল দু লক্ষ টাকা, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জীবন্তি এলাকায়। জানা গেছে কান্দির থানার অন্তর্গত জীবন্তি লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামের কৃষক পরিবারের যুবক বাসির সেখ, বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ জীবন্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখায় থেকে দু লক্ষ তুলে ব্যাঙ্কের সামনে, বাইকের হ্যান্ডেলে ব্যাগের মধ্যে দু লক্ষ টাকা রেখে সামনে থাকা চায়ের দোকানে চা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল , সেই সময় বাইকে থাকা ২ লক্ষ টাকা সহ ব্যাগে থাকা অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র নিয়ে চম্পট দেয় কেপমারী চোর। খবর পেয়েই ঘটনাস্থল আসেন কান্দি থানার পুলিশ, আশেপাশের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন, সেই সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে ১১.৩৩ মিনিট নাগাদ সাদা গেঙ্গি ও কালো প্যান্ট পরা এক ব্যক্তি সেই টাকার ব্যাগটি নিয়ে দ্রুত গতিতে ব্যাঙ্ক থেকে জীবন্তি বাস্ট্যান্ডের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা কান্দিগামী একটি বাসে উঠে পড়ে। মুহুর্তের মধ্যে ২ লক্ষ টাকা হারিয়ে দিশেহারা ও হতাশায় বাসির সেখ বলেন আমি টাকা তুলে, নতুন একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অপেক্ষা করছি, একটা চা খাবো বলে । সমস্ত কাগজ পত্র এবং ২ লক্ষ টাকা বাইকে একটি ব্যাগে রেখে সবে মাত্র চা বলেছি ঘুরেই দেখছি ব্যাগ নেই, আমি তার পর দিশে হারা হয়ে পড়েছি। পুলিশ প্রশাসন এসে খোঁজ খবর নিলেন। আমি প্রাশাসনের কাজে অনুরোধ করছি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে , যাতে টাকা ফিরে পাই। সেই ব্যাবস্থা করলে উপকৃত হব। সকালবেলা ভরা বাজারে ২ লক্ষ গায়েব অর্থাৎ চুরি হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো শোরগোল জীবন্তি এলাকায় এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া ব্যাঙ্কের সামনে থাকা সিসিটিভি সঠিকভাবে কাজ না করায়, ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রাহকেরা। কৃষিকাজের জন্য টাকা তুলে, সেই টাকা চুরি হয়ে যাওয়ায় চিন্তিত পরিবার।

নাম নেই আবাস যোজনার তালিকায়, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ নভেম্বর ঃ আবাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ থামছেই না। এবার ঘটনাস্থলে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ। আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে পঞ্চায়েত দফতরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে দেখালেন গ্রামবাসীরা। মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে শামিল হন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে এই বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। তাঁদের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার তালিকায় তাঁদের নাম থাকার কথা থাকলেও, নাম উধাও। তাঁদের প্রশ্ন, আর কত গরিব হলে মিলবে বাড়ি!

২৬ জানুয়ারি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে নাগরাকাটায়

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর ঃ আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এলাহি আয়োজন করা হচ্ছে নাগরাকাটায়। ৪ দিন ধরে নানা আঙ্গিকের অনুষ্ঠান হবে। থাকছে ডুয়ার্সের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি খেলাধূলার আসরও। নানা ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়কে একসূত্রে গেঁথে কর্মসূচীটি হবে। পশ্চিম ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার এলেনবাড়ি থেকে পূর্ব ডুয়ার্সের শেষ প্রান্ত সংকোশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা এতে সামিল হবেন। মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটির কথা ঘোষণা করেছে নাগরাকাটার স্কুল শিক্ষিকাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তাঁদের সাথে রয়েছে ইয়ুথ অফ ডুয়ার্স নামে তরুণ- তরুণীদের একটি টিম। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীর দিন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে শেষ হবে ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন। প্রথম দিন দৌড় ও ভলিবল প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার মনোজ ভুজেল বলেন, ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারির দিনগুলিতে বর্তমানে পিকনিকে মেতে ওঠার চল চালু হয়েছে। নতুন প্রজন্ম নেতাজীর জন্মদিন কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসের মত অনুষ্ঠানগুলিতে সেই অর্থে আর সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না। দেশাত্মবোধ ও সেই সাথে একতার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতেই এমন উদ্যোগ। প্রেরণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মঞ্জু তামাং প্রসাদ বলেন, বিশ্বকবির সেই অমোঘ পংক্তি বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান এর সার্থক রূপ হল এই ডুয়ার্স। সবাইকে একসাথে নিয়ে শুধু নতুন বছরেই নয়। পরবর্তীতেও প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে। ওই দিনগুলিতে গোটা ডুয়ার্সের ডেস্টিনেশন যাতে নাগরাকাটা হয় সেটাই মূল লক্ষ্য। এদিন উদ্যোক্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ২৪ জানুয়ারি হবে পুরুষদের দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা। সেরাকে দেওয়া হবে মিস্টার ডুয়ার্সের খেতাব। ২৫ জানুয়ারি হবে ডুয়ার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতার। এতে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত যে কোন নারীই অংশ নিতে পারবেন। ২৬ জানুয়ারির দিন মূল অনুষ্ঠানে থাকছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্কুলের কুচকাওয়াজ, নানা ভাষার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (আদিবাসী, নেপালী, বাংলা, মেচ, টোটো, রাভা ইত্যাদি), ডুয়ার্সের কৃষ্টি ও শিল্পের প্রদর্শনী, ক্যারাটে প্রদর্শন, চা বাগানের ম্যানেজার, সমাজসেবী ও নানা ক্ষেত্রের কৃতীদের সম্মাননা জ্ঞাপন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুনম বিশ্বকর্মা, অর্চনা থাপা, সাগর পরাজুলি, ওমপ্রকাশ রায়ের মত অন্যান্যরা।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ নভেম্বর ঃ আবার সাফল্য পেলো কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার পুলিশ। একটি চার চাকা গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে ৩০ কেজি গাঁজা, বাজেয়াপ্ত করল বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। গাঁজা পাচারের অভিযোগে গাড়ি চালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে অসম বাংলা সীমান্তের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ভাঙ্গা পাকরি নাকা পয়েন্ট থেকে ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা, বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রুটিন অনুযায়ী নাকা চেকিং চলার সময় অসম থেকে বাংলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি চার চাকা গাড়িকে আটক করে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা সেই গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই গাঁজা গুলি ওজন করা হয়। গাঁজা পাচারের অভিযোগে গাড়ির চালক বিহারের বাসিন্দা অরুন কুমারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে এনটি.পি.এস মামলা রুজু করেছে পুলিশ। গাঁজা গুলিকে অসম থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে। অভিযান লাগাতার চালিয়ে যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্কুল বাসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ি জংশন ট্র্যাফিকের অধীনে মাল্লাগুড়িতে একটি দ্রুতগামী স্কুল বাসের ধাক্কায় আহত যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রাজু রাজবর। তিনি প্রধান নগর থানার অধীন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি দার্জিলিং মোড়ে একটি আসবাবের দোকানে কাজ করতেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে মাল্লাগুড়িতে একটি দ্রুতগামী স্কুল বাসের ধাক্কা মারে রাজুকে। ঘটনায় তিনি আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাজুকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে সেখানে রাজুর মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবার রাজুর মৃত্যুর জন্য বাসচালককে গ্রেফতারের পাশাপাশি স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **14/12/2024** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12006836, 12009323, 12010967

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার | রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

উত্তরপাড়া পুরসভা সৌরবিদ্যুতের পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছে ইতিমধ্যে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ নভেম্বর ঃ বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে অভিনব পদক্ষেপ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার। রাজ্য সরকার অনুমোদিত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে গোটা রাজ্যের পাঁচটি পৌরসভা ও একটি পৌরনিগম কে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে সেখানেই হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভা সৌরবিদ্যুতের পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। পুরসভার অনুমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে প্রতি মাসে কম করে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিদ্যুতের বিল সাশ্রয় করতে পারবে পুরসভা। উত্তরপাড়া পুরসভার পরিচালিত মহামায়া হাসপাতাল, উত্তরপাড়া পুরসভা এবং উত্তরপাড়া পুরসভার একটি সেরিমানি হল ভোরের আলো এই সকল জায়গায় সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে পরিচালিত হবে। এমনই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। মোট ৪ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে এই সৌরবিদ্যুৎ এর প্যানেল ইনস্টলেশন করার জন্য। যার ফলে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা বিদ্যুতের বিল সাশ্রয় হবে। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে পুরসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। পুরসভা সূত্রে খবর, প্রতিমাসে পুরসভাকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রতি মাসে ব্যয় করতে হয় সাড়ে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। মহামায়া হাসপাতালের বিল আসে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা। প্রতিমাসে পুরসভার বিল আসে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা ভোরের আলোর বিল আসে কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার টাকা। পুরসভার অন্যান্য সরকারি দফতরের বিল বাবদ আসে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। এই ব্যাপক পরিমাণ টাকা শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিল বাবদ ব্যয় করতে হয় পুরসভাকে। এখানে প্রতি মাসে সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মাসিক ২৭০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে তাদের সৌর প্যানেল গুলি। যার আনুমানিক ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বিদ্যুতের সমান। যার ফলে যে ব্যাপক পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচা করতে হতো তার থেকে সাশ্রয় পাবে পুরসভা। এই বিষয়ে পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব বলেন, রাজ্য সরকার পাঁচটি পুরসভা ও একটি পুরনিগমকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তরপাড়া পৌরসভা। ইতিমধ্যেই তিনটি কিস্তির টাকাতে প্রায় ৯০ মতন কাজে এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুৎ পরিচালিত হলে প্রতি মাসে যে বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করতে হয় বিদ্যুৎ বিল বাবদ তার থেকে রেহাই পাবে পুরসভা।

OFFICE OF THE COUNCILLORS BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144

NOTICE

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Restoration of TIN SHED at Bishalakhitala Health Administrative Unit at ward no. 16 at Baruipur Municipality under **NUHM project of GoWB vide WBMAD/ULB/BM/NIT-12(e)/2024-25, last date: 11.12.2024 up to 12 noon.** Details information may be obtained during office hours **11 AM 5 PM. Website: wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

পিএম পোষণ প্রকল্পে পড়ুয়াদের জন্য খাওয়া খরচের বরাদ্দ বৃদ্ধি

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকার পিএম পোষণ প্রকল্পে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের জন্য খাওয়া খরচের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। আজ শিক্ষা মন্ত্রক থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় বাল বাটিকা ও প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাথাপিছু খরচের বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ছ টাকা উনিশ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে পড়ুয়াদের জন্য ৯ টাকা ২৯ পয়সা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে এই বর্ধিত হার কার্যকরী হবে। এর মধ্যে ৯০ অর্থ দেবে কেন্দ্র বাকিটা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। তবে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিতে প্রকল্পের সব খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে বলে জানানো হয়েছে।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ডিমান্ড নোটিশ

সার্কেল শাস্ত্র কেন্দ্র, সার্কেল অফিসঃ কলকাতা দক্ষিণ

ইউনাইটেড টাওয়ার (নবম তলা), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেইলঃ cs8267@pnb.co.in

(জারি করা ইউ / এস ১৩(২) এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩(১) সহ পড়া হয়েছে)

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথির ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নোটিশটি জারি করা হচ্ছে। এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় এসএআরএফএইএসআই আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে তাদের নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঠিকানা সহ অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টরনাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১।	ক) ১. **চিরঞ্জিত মাইতি** ৭৬৩, খান মোহাম্মদ রোড, সরসুনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬১। এছাড়াও এখানে C/o. দ্য আই উইদিন ক্লাব, ৩৪ সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯, কলকাতা, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), শহর ঃ কলকাতা, রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। ২. **শ্রীমতী অমৃতা পাল মাইতি** খোদকুল এগ্রা পূর্ব মেদিনীপুর, শহর মেদিনীপুর রাজ্যঃ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৪৪৭। **এছাড়াওঃ** ৭৬৩, খান মোহাম্মদ রোড, সরসুনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬১। **এসি নম্বরঃ ১৪৯২৩০০৫২০০১২ (মেয়াদী ঋণ আবাসন) এবং ১৪৯২২০৯১০০০০০০৮৬** (ওভারড্রাফ্ট) খ) বি.ও. ঃ সরসুনা কলেজ (১৪৯২২০)	প্রথম তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট, উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ অভিযোজন, কম-বেশি ৪৫০ বর্গফুট পরিমাপ করা সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার মধ্যে ১ (এক) বেড রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) বিল্ডিংয়ের টয়লেট, একত্রে নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে সাধারণ সুবিধা যেমন খোলা জায়গা বিল্ডিংয়ের চারপাশে, বেরোবার পথ, সিঁড়ি-কেস, ল্যান্ডিং, লবি, ভবনের ছাদ, সীমানা যে সব অবস্থিত টুকরো টুকরো দেয়ালএবং কম বা বেশি ২ (দুই) কোটাহ এবং তার উপরে একটি সোজা তিনতলা বিল্ডিং পরিমাপ করা এবং মৌজা পশ্চিম বড়িশা, পরগনা- খাসপুর, জেএল নং ১৯-এ অবস্থিত এবং পড়ে থাকা জমির পার্সেল। নং ৪৩. তৌজি নং ২৩৫, সিএস খতিয়ান নং ২১৭৩ এর অধীনে। আরএসখতিয়ান নং ৪২০৪, দাগ নং ১০৬১ এবং ১০৬৩ তে গঠিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (দক্ষিণ শহরতলির ইউনিট) সীমার মধ্যে, প্রাঙ্গণ নং ৭৬৩। খান মোহাম্মদ রোড, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর এখন সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১. ওয়ার্ড নং ১২৬ এর অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। A.D.S.R. অফিস বেহালা, এস.আর. অফিস আলিপুর, যা নিম্নরূপ বাটে এবং আবদ্ধঃউত্তরে - ধনু রাজাকের ভূমি দ্বারা, দক্ষিণে-১২' ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, পূর্বে-১০' ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে-ভূমি দ্বারা হেমন্ত মন্ডল ও দীপক সরকার।	ক) ৩০.০৯.২০২৪ খ) ১৩.১১.২০২৪ গ) **টাকা ১২,৮৮,৮১৬.৮৩** (টাক বারো লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ ষোল এবংতিরাশি পয়সা মাত্র) ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদের সাথে।
২।	ক) ১. **শ্রী সুবীর ভট্টাচার্য** ২ / সি, হিঙ্গন জমাদার লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪৬। এছাড়াও ১ ই, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, পিএস - তোপসিয়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ ২. **মিসেস মিনাতি ভট্টাচার্য** ২ / সি, হিঙ্গন জমাদার লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪৬। এছাড়াও ঃ ১ই, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, পিএস.- তোপসিয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা কলকাতা- ৭০০ ০৪৬। **এসি নম্বরঃ ০৩৭৭৩০০৫০০০০৯ (TLPHL) খ) বি.ও.ঃ দরগা রোড (০৩৭৭২০)**	ফ্ল্যাট ১০ বছরের পুরোনো মোজাইক ফ্লোরের সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল দ্বিতীয় তলায় ১০৫ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ পরিমাপ করা হয়েছে যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং, একটি টয়লেট এবং প্রাঙ্গনে অবস্থিত জমিতে সমস্ত আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ রয়েছে। ১ই, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, পিএস- তোপসিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৬, ওয়ার্ড নং ৫৯ ডিহিপঞ্চন গ্রাম, বিভাগ-৪, মহকুমা-০, হোল্ডিং নং ১৮, মৌজা- গোবরা, তৌজি নং ২৮৩৩, জেলা - ২৪পরগণা (দক্ষিণ) হচ্ছে ২০১৩ সালের দলিল নং ০২৫৩৮, ০সম্পত্তিটি নিম্নরূপ বাট করা এবং আবদ্ধ করা হয়েছেঃ উত্তরে - ৮' প্রশস্ত সাধারণ পথ, দক্ষিণে-প্রাঙ্গণ নং ১ফে, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, পূর্বে-পুকুর দ্বারা, পশ্চিমে-৮' প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ।	ক) ২৮.০৯.২০২৪ খ) ৩০.১০.২০২৪ গ) **টাকা ৫,৬০,০৪২.০৪** (টাকা পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার বেয়াল্লিশ টাকা চার পয়সা পয়সা মাত্র) ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের সার্ফাযেসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ১৩) উল্লিখিত আইনের, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) কোন উপায়ে স্থানান্তর করতে পারবে না। ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা ইজারা দেওয়া হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কে জমা প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায় আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.১১.২০২৪

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (W/S)/Central, KMC invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online) :
NIT No.: EE/WS/C/MAN/29/D1/2024-2025
Name of Work : **Improvement of filter water supply by replacing 100 mm dia D.I. Main at 15 no bustee and its surrounding areas in Ward No. 29**; Tentative Estimate Amount : **Rs. 3,81,083.51**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Time of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of online submission of Tender : **09.12.2024 at 12 noon**; For full and further details, please visit the websites **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (ARSM SQ.BPS)/WS, KMC invites e-tender online in two-bid system for the following work :
NIT No.: EE/WS/ARSM/61/2024-25
Name of Work : **Restoration of transformer room along with shutter of LT room and chemical house at Jorabagan WTP cum BPS**; Estimated Amount : **Rs. 1,96,792.00**; Earnest Money : **Rs. 3,950.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **07.12.2024 up to 2 p.m.**; For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer/Water Supply(Br-XI), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/50/2024-25
Name of Work : **Supply & laying of 150 mm dia & 100 mm dia pipe from Boral Main Road, Asirbad Sweets to MTMTB Hospital disturbed by KMDA in Ward No. 111, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,97,954.01**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/48/2024-25
Name of Work : **Development of W/S service by replacing of wornout of 100- & 150- mm dia CI pipe by supplied DI pipes including ancillary works at Beltala area in Ward No. 112, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,62,157.60**; Earnest Money : **Rs. 5,300.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/47/2024-25
Name of Work : **Development of service pipe by supplying & laying of 100 mm dia DI W/S pipe line from Maa Kali Sweets to 9 Bidhan Pally in Ward No. 112, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 1,72,091.42**; Earnest Money : **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/46/2024-25
Name of Work : **Re alignment of W/S service line by providing 150 mm dia D.I. pipe at Netaji Pathagar in Ward No. 101, BR-XII**; Estimated Amount : **Rs. 2,99,090.59**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(5) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/44/2024-25
Name of Work : **Replacement of 100 mm dia CI pipe by laying of 100 mm dia DI pipe at Avinandan Banquate Hall to Majumder Pukur in Ward No. 112**; Estimated Amount : **Rs. 2,07,214.94**; Earnest Money : **Rs. 4,200.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(6) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/45/2024-25
Name of Work : **Pickup connection with 150 mm dia pipe laying at Netaji Pathagar in Ward No. 101, BR-XII**; Estimated Amount : **Rs. 1,21,612.34**; Earnest Money : **Rs. 2,500.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(7) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/43/2024-25
Name of Work : **Replacement of 100 mm dia CI pipe by laying of 100 mm dia DI pipe at Natun Bazar Goli (South Roynagar) in Ward No. 112**; Estimated Amount : **Rs. 2,13,040.27**; Earnest Money : **Rs. 4,300.00**; Period of Completion : **21 Days**;
(8) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/51/2024-25
Name of Work : **Replacement of 150 mm dia CI pipe disturbed by KEIIP by providing 150 mm dia DI pipe from D/18 Brahmapur South to Boral C Block in Ward No. 111**; Estimated Amount : **Rs. 2,35,957.92**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **07.12.2024 at 5 p.m./11.12.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 8); The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 8).

The Executive Engineer (W/S),S.S. Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-128/10/24-25 (1st Call)
Name of Work : **Refurbishment of F/W Supply Works for damaged portion of 450mm dia reserve main pipe line at Biren Roy Road (West) near H/No. 5 & 78/B, with some related works in Ward No. 128, (BR. XIV)**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,88,792.33**; Earnest Money : **Rs. 3,800.00**; Period of Completion : **10 Days**;
(2) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-119/01/24-25 (1st Call)
Name of Work : **Replacement of 100mm dia C.I. pipe by D.I. pipe near H/No. 8, 16, 82 etc. at Sahapur Main Road in Ward No. 119, BR-XIII**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,20,184.74**; Earnest Money : **Rs. 2,500.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **16.12.2024 upto 4 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : **18.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 at 4 p.m**. (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

932/24-25

বন্ধ সামগ্রী উত্তোলন, নদী শ্রমিকদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ওদলাবাড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ সামগ্রী উত্তোলন, একপ্রকার অনাহারে দিন কাটছে নদী শ্রমিকদের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। বুধবার মাল বাজার থানা এলাকার চেল নদীর বালি , পাথর উত্তোলন করে জীবিকা নির্বাহ করা পরিবারের সদস্যরা প্রায় তিরিশ মিনিট জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এই প্রসঙ্গে অবরোধকারীরা জানিয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে নদী থেকে বালি , পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকায় একপ্রকার অনাহারে কাটছে দিন, অবিলম্বে তাদের জীবিকা ফিরিয়ে দেবার দাবী জানাতেই আজকের এই পথ অবরোধ। আন্দোলনকারী আশিক আলী জানান, ওদলাবাড়ি চেল নদীর ওপর জীবিকা নির্বাহ করে প্রায় ৫ হাজার মানুষ বেঁচে থাকে, আজ পাঁচ মাস ধরে বন্ধ সেই কাজ , সেই কারণেই সীমিত সময়ের জন্য এই পথ অবরোধ করা হয়েছে, জাতীয় সড়ক বহু রোগী সহ সাধারণ মানুষের যাতায়াত করে এই পথে সেই দিকটির কথা মাথায় রেখে এবং মালবাজার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের মৌখিক আশ্বাস মেলায়, পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

টলি-বলি

নগ্ন দৃশ্য ফাঁস নিয়ে কি বললেন এই অভিনেত্রী

চলতি বছর কান উৎসবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্রাঁ প্রিঁ জিতেছিল পায়েল কাপাডিয়ার ‘অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট’। গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। তবে সিনেমার একটি দৃশ্য অনলাইনে ফাঁস হয়েছে। যা নিয়েই তৈরি হয়েছে আলোচনা। এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর আট মিনিটের স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছে এই ছবি। ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম ভারতীয় সিনেমা, যা কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান প্রতিযোগিতা বিভাগে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল আর নিয়েই জিতল গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট’ তৈরি হয়েছে ভারত, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ ও ইতালির যৌথ প্রযোজনায়। এতে অভিনয় করেছেন কানি কুশ্রুতি, দিব্যা প্রভা, ছায়া কদম, ঋধু হারুন। সিনেমায় চরিত্রে প্রয়োজনে একটি দৃশ্যে নগ্ন হয়েছেন মালয়ালম অভিনেত্রী দিব্যা প্রভা। তাঁর অভিনীত দৃশ্যটিই অনলাইনে ফাঁস হয়েছে। দৃশ্যটি নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে দিব্যা বলেন, ‘নগ্নতা কোনো বিষয় না, সিনেমার বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।’ এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, সিনেমার বার্তা অনেকেই বুঝতে পারেননি। তাঁরা কেবল ওই দৃশ্যটি নিয়েই কথা বলেছেন। অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে কোনো অস্বস্তি নেই জানিয়ে এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘পর্দায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে আমি অস্বস্তি বোধ করি না। আমার কাছে কেবল গল্প প্রাধান্য পায়, অন্য কিছু না।’ দিব্যা জানান, সিনেমার ওই দৃশ্যটির শুটিংয়ের সময় কেবল অল্প কয়েকজন কলাকুশলী উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটি শুটিংয়ের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি। এই অভিনেত্রী মনে করেন, সিনেমাটির গল্প বলা, নির্মাণ এবং সব মিলিয়ে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন পরিচালক, সেটা তরুণ প্রজন্মের দর্শকের ভালো লাগবে। সিনেমা মুক্তির পর দৃশ্যটি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন, অনেকে আবার দিব্যার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক দর্শক, বিশেষ করে পুরুষ দর্শকেরা যেভাবে আমাকে সমর্থন করছেন, তাতে আমি আনন্দিত। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য নয়, গল্পের প্রয়োজনেই নগ্ন হয়েছি। আমার ঝুলিতে অনেক পুরস্কার আছে, বেশ কয়েকটি প্রশংসিত সিনেমায় অভিনয় করেছি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য আমার পর্দায় নগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।’ ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘টেক অফ’ সিনেমায় অভিনয় করে প্রথম আলোচনায় আসেন দিব্যা প্রভু। মহেশ নারায়নানের ‘আরিইপ্পু’ সিনেমা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। ২০২২ সালে এ সিনেমার জন্য তিনি লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

১৩২ বছর আগের চিরকুট

রস রাসেল পেশায় একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি তিনি ২০৯ বছরের পুরোনো একটি স্কটিশ লাইটহাউস বা বাতিঘর নিরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। কাজ করতে গিয়ে সেখানে তিনি পেয়ে যান শত বছরের পুরোনো বোতলবন্দী এক চিরকুট। ভেবেছিলেন, পেয়ে গেছেন গুপ্তধনের সন্ধান। রাসেল নর্দান লাইটহাউস বোর্ডের কর্মী। সেখান থেকেই তিনি গিয়েছিলেন ক্রসওয়াল লাইটহাউসে। বাতিঘরটি স্কটল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের রিনস অব গ্যালওয়েতে অবস্থিত। সমুদ্রে নিরাপদে জাহাজ চলাচলে নাবিকদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই বাতিঘর। এগুলোর নিয়মিত সংস্কার করতে হয়। কী কী সংস্কার প্রয়োজন, সেটা দেখতেই ক্রসওয়াল লাইটহাউসে গিয়েছিলেন রাসেল। একটি কাপবোর্ডের কয়েকটি প্যানেল সরিয়ে নিতেই রাসেল দেওয়ালের ভেতর লুকিয়ে রাখা একটি বোতল দেখতে পান। দেওয়ালের ভেতরে রাখা বোতলটি তিনি হাত দিয়ে নাগাল পাচ্ছিলেন না। ডেকে নিয়ে আসেন সহকর্মীদের। তারপর লম্বা দড়ি ও একটি ঝাড়ুর হাতল দিয়ে বোতলটি টেনে বের করে আনেন। বোতলটি আট ইঞ্চির মতো লম্বা। সেটির নিচের অংশের গঠনও বেশ অস্বাভাবিক। বাতিঘরটির বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ব্যারি মিলারের সামনে বোতলটি খোলা হয়। অবশ্য বোতলটি খুলতে তাঁদের বেশ কসরত করতে হয়েছে। এর ছিপি সেটির মুখে পুরোপুরি আটকে গিয়েছিল। একটি ড্রিল মেশিন দিয়ে খুব সতর্কভাবে ছিপির ভেতর দিয়ে ড্রিল করে সেটির মুখ খোলা হয়। বোতল থেকে বেরিয়ে আসে একটি চিরকুট, যাতে জ্বলজ্বল করছে ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯২। চিরকুটে তিনজন প্রকৌশলীর নাম লেখা। তাঁরা ১০০ ফুট উঁচু বাতিঘরটির ওপর নতুন ধরনের একটি বাতি লাগিয়েছিলেন। এ ছাড়া সে সময় তিনজন বাতিঘর দেখভাল করতেন, যাঁদের নামও এতে রয়েছে। চিরকুটটি হাতে পেয়ে সবাই আপ্লুত হয়ে পড়েন।

প্রথমবারের মতো দেখা যেতে পারে মিঠুনের বিপরীতে মিমিকে

অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিপরীতে প্রথমবারের মতো দেখা যেতে পারে বাংলাদেশের অভিনেত্রী আফসানা মিমিকে। সিনেমা প্রেমীদের কাছে এটি একটি বড় সুখবর। বলতে গেলে এটি অন্য ঘরানার ছবি। ভারত ও বাংলাদেশ দুই জায়গার দৃশ্য থাকবে বলে আশা রাখে সিনেপ্রেমীদের। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন ‘সহজপাঠের গপ্পো’ নির্মাতা মানস মুকুল পাল। মানসমুকুল তাঁর আগামী ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় বেছে নিয়েছেন দুই পছন্দের তারকাকে। এর একজন মিঠুন চক্রবর্তী, অন্যজন বাংলাদেশের আফসানা মিমি। শিগগিরই বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনা রয়েছে এ নির্মাতার। জানিয়েছেন, বাংলাদেশে এসে সবার আগে আফসানা মিমির সঙ্গে দেখা করে ছবি নিয়ে কথা বলবেন। ‘সহজপাঠের গপ্পো’ দিয়ে আলোচনায় আসেন মানসমুকুল। বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় ভিন্ন ধারার পরিচালকের তকমা পেয়েছেন তিনি। সিনেমাটির পর লম্বা বিরতি দিয়েছেন নির্মাতা, ফের ফিরছেন পরিচালনায়। প্রত্যাবর্তনে এত সময় নিলেন কেন? এবারেও কি অন্য ধারার গল্প বলবেন? এ প্রশ্নে নির্মাতার উত্তর, ‘মনের মতো গল্প না পেলে ছবি বানানোর তাগিদ জাগে না। তাই দ্বিতীয় ছবি বানাতে এতটা সময় নিয়ে নিলাম।’ মানসমুকুল পাল একই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, নিজের গল্প থেকেই তৈরি করছেন পরের ছবি। এটিতেও থাকবে টানটান নাটকীয়তা। এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে চিত্রনাট্য। অভিনেতাদের শিডিউল পেলেই শুরু হবে দৃশ্যধারণ। হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস নিয়েও ছবি বানানোর ইচ্ছা মানস মুকুলের। নিজে আরও একটি ছবির গল্প লিখছেন তিনি। তার জন্য বাংলাদেশের কিছু অঞ্চল ঘুরে দেখা দরকার বলে মনে করছেন নির্মাতা। বাংলাদেশে আসার এটিও একটি কারণ। মিঠুনের বিপরীতে এর আগে দেখা গেছে বাংলাদেশের নায়িকা রোজিনাকে।

শক্তি সামন্তের পরিচালনায় ‘অন্যায় অবিচার’ ছবিটি দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল। এবারেও কি যৌথ প্রযোজনা? প্রশ্নের জবাবে পরিচালক বলেন, ‘একাধিক প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে। বিষয়টি এখনো ঠিক হয়নি। সব গুছিয়ে সেটে যেতে তাঁর আরও একটু সময় লাগবে। আশা, তত দিনে সব সমস্যা মিটে যাবে।’

সফলতার স্বাদ পেতে ব্যর্থতার স্বাদ নেওয়া জরুরি শ্রদ্ধা কাপুর

সফলতার স্বাদ পেতে ব্যর্থতার স্বাদ নেওয়া জরুরি, এমনটাই মনে করেন শ্রদ্ধা কাপুর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই বলিউড অভিনেত্রী সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। স্ত্রী ২ ছবির সাফল্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার ভাষ্য, ‘এই আমার জন্য পরম পাওয়া। শুধু তাই নয়, হিন্দি ছবির জগতের জন্য এটা ভালো একটা দিক। এই ছবিতে অভিনয় করে প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। সব মিলিয়ে সত্যি আমি মুগ্ধ। সত্যি বলতে, আমি এমন অনেক ছবির অংশ ছিলাম, যে ছবিগুলো ভালো করেছে। তবে স্ত্রী ২ নিশ্চয় আমার সফলতার উড়ানকে আরও উচ্চতায় নিয়ে গেছে।’ শ্রদ্ধার কাছে সফলতার সংজ্ঞা, ‘যেটা করতে ভালোবাসি আর যেটা করলে খুশি হই, সেটাই আমার কাছে সফলতা। সফলতা মানে আমার কাছে মনের শান্তি। পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের ঘিরেই আমার সব। তাই কাজ এবং প্রিয়জনদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাও আমার কাছে সফলতা। আর নিজের লক্ষ্যকে অনুসরণ করাও আমার কাছে সফলতার একটা সংজ্ঞা।’ শ্রদ্ধা মনে করেন যে সফলতার পাশাপাশি মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসা জরুরি। তাঁর ভাষ্যে, ‘সফলতার পথে ব্যর্থতা গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান। ব্যর্থতা ছাড়া কখনোই আপনি সাফল্য পেতে পারেন না। কখনো শুনিনি যে কেউ সোজা সাফল্য অর্জন করেছেন। সফলতার পথে সব সময় কোনো না কোনো বাধা থাকে। আর সেই বাধা অতিক্রম করার পরই সফলতা অর্জন করা যায়। আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। অনেকে মনে করেন ব্যর্থতা মানেই নেতিবাচক বিষয়। কিন্তু আমি বলব, আপনি যদি একে ইতিবাচকভাবে নেন তাহলে আপনার ভ্রমণ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।’ সাম্প্রতিক সময়ে বলিউডে ভৌতিক হাসির ছবির জয়জয়কারই বেশি। এ ধরনের ছবি কি দর্শক বেশি পছন্দ করছেন, এই প্রশ্নের জবাবে শ্রদ্ধা জানান, ‘আমি মনে করি না যে কেউ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারবেন যে এই ঘরানার ছবি সফল হবেই হবে। আমি মনে করি আমাদের উচিত মাথা নিচু করে ভালো ছবি বানানো আর লক্ষ্যে অবিচল থাকা। যে ধরনের ছবি আমরা নির্মাণ করতে চাই, আমাদের উচিত সে ধরনের ছবি নির্মাণ করা। এরপর তা দর্শকের হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। একমাত্র দর্শকই জানেন তাঁরা কী চান।’

৬৬ শতাংশেরও অধিক বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৭ নভেম্বরঃ ১০০ বৈদ্যুতিকীকরণ এবং শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জন করার ভারতীয় রেলওয়ের অভিলাষী লক্ষ্যের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার বৈদ্যুতিকীকরণ অভিযানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ২,৮২৭.৭৪ রুট কিলোমিটার (আরকেএম)-এর সফল বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ করেছে, এটি নির্ধারিত লক্ষ্য ৪২৬০.৫২ আরকেএম-এর ৬০ শতাংশেরও বেশি, যা তার রেল নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক অগ্রগতির দ্রুত প্রতিফলন। মোট লক্ষ্যের প্রতি লামডিং (৯৮৬.৭৬ আরকেএম), কাটিহার (৭৪৭.১২ আরকেএম), আলিপুরদুয়ার (৬১৮.৭৫ আরকেএম), রঙিয়া (৪৩৩.৮ আরকেএম) এবং তিনসুকিয়ার (৪১.৩১ আরকেএম) অবদানের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ডিভিশনজুড়ে বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের রাজ্যগুলির মধ্যে ১,৪০১.৪৬ আরকেএম-এর সাথে অসমের স্থান শীর্ষে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ (৯৩৫.৯৪ আরকেএম), বিহার (৩১৮.৮৭ আরকেএম) এবং ত্রিপুরা (১৫১.৫৮ আরকেএম)। মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের মতো রাজ্যগুলিতেও বৈদ্যুতিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামোর উন্নয়নের দিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিরই প্রদর্শন করে। গত অর্থবর্ষে ৯২১.৬২ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণসহ ইতিমধ্যে চলতি বর্ষের নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অতিরিক্ত ২৪৪.৬ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। সবুজ ও আরও অধিক উন্নত নেটওয়ার্কের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১,৫৭৩ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ফলে মোট ৪২৬০.৫২ আরকেএম বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনাও যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি লাভ করেছে।

বৃহৎ মাত্রার বৈদ্যুতিকীকরণের এই প্রকল্পটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন), রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস (রাইট্স) এবং এনএফআরকনস্ট্রাকশন সহ শীর্ষস্থানীয় এজেন্সিগুলির দ্বারা সম্পাদন করা হচ্ছে। এই বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে পরিবেশ অনুকূল ও দক্ষ শক্তির রেল পরিচালন সহ একাধিক সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার পাশাপাশি বাধাহীন ট্র্যাকশনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা ও গতিবেগ বৃদ্ধি করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র এই অঞ্চলের জন্য আধুনিক, দক্ষ ও সবুজ পরিবহণ নেটওয়ার্ক প্রদানের অভিযানে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ, সুস্থির পরিবেশ ও দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির দূরবর্তী অঞ্চলের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বৃহত্তর লক্ষ্যে সাহায্য করছে।

নতুন কিছু করার ইচ্ছা আলিয়ার

১২ বছরের অভিনয় জীবনে সব সময় নতুন নতুন চরিত্র উপহার দিয়েছেন আলিয়া ভাট। সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া ছবি ‘জিগরাতে’ও তাঁকে ‘সত্যা’ নামের এক দাপুটে নারীর চরিত্রে দেখা গেছে। গত অক্টোবরে মুক্তি পাওয়া ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সফলতা দেখাতে না পারলেও দারুণ প্রশংসিত হয়েছে আলিয়ার অভিনয়। বসন বালা পরিচালিত ছবিটিতে আলিয়াকে জমিয়ে অ্যাকশন করতেও দেখা গেছে। সব মিলিয়ে এ ধরনের চরিত্রে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া বলেছেন, ‘প্রতিটি ছবিতে আমার চেষ্টা থাকে যে এবার নতুন কী করব। একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে নতুন কী চ্যালেঞ্জ জানাব, এটাই আমার মাথায় ঘোরে। আমি চাই নিজের স্বচ্ছন্দের দুনিয়া থেকে বের হয়ে নতুন কিছু করতে। জিগরা ছবিতে ‘সত্যার চরিত্রটা অনেকটা এ রকমই। ছবিতে সে তার ভাইকে রক্ষা করতে যেকোনো কিছু করতে পারে। আর অ্যাকশন খুবই চ্যালেঞ্জিং ও মজার ছিল।’একজন অভিনেত্রী হিসেবে আলিয়াকে তাঁর অভিনীত কোন চরিত্র বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে, জানতে চাইলে অভিনেত্রীর জবাব, ‘একটা চরিত্র বেছে নেওয়া মুশকিল। প্রতিটি চরিত্রেরই একটা আলাদা চ্যালেঞ্জ ও উত্তেজনা থাকে। ‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি’তে গাঙ্গুবাইয়ের আছে তার গভীরতা ও নির্ভীকতা, গালি বয়এ ওই জগতের অংশ হয়ে ওঠা, ডার্লিংসএ বদরুন্নিসার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, কিংবা ফ্লোরে থাকা আলফায় আছে উচ্চস্তরের অ্যাকশন। একটা ভালো দিক যে আমার অভিনীত কোনো চরিত্রের মধ্যে কোনো মিল নেই। আশা করি, আগামী দিনেও আমি এ ধারা বজায় রেখে চলব।’ আগামী ছবি ‘আলফা’র শুটিংয়ে ব্যস্ত এখন আলিয়া। এটি যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী স্পাইপ্রধান ছবি। যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম অভিনেত্রী হতে চলেছেন আলিয়া। তাঁর সঙ্গে আছেন অভিনেত্রী শর্বরী বাগ। ছবিতে এই দুই অভিনেত্রীকে জমিয়ে অ্যাকশন করতে দেখা যাবে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে খুন হতে পারে ইমরান

পাকিস্তানের গণতন্ত্র এখনও নাবালক। সেই কারণে পাকিস্তানের মূল শক্তি চিরকাল নিহিত আছে সেনাবাহিনীর হাতে। আর সেই সেনা বাহিনীর সঙ্গে ইমরান খানের সম্পর্ক খুবই খারাপের দিকে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই অবিলম্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং ইমরান খানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) কাছে আবেদন করেছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর আগে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের। পাকিস্তানের জনরোষ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ইমরান খানকে হত্যা করা হতে পারে এই খবর সামনে আসায় তার দল এই নিয়ে পথে নেমেছে। সূত্রের মতে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ইমরান খান ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলেছে। সম্প্রতি আইএসআইয়ের একটি প্রতিনিধিদল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছে, যেখানে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিক্রিয়া প্রথমে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব উভয়ই পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) এবং বর্তমানে পাকিস্তান শাসনকারী সামরিক শাসনের নীতিতে অসন্তুষ্ট। সবটা মিলিয়ে বেশ সংকটজনক পরিস্থিতি পাকিস্তানের।

২০২৪-২৫ সালে রেল ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা হাইলাইট করে যাত্রী ট্র্যাফিকের বৃদ্ধি

কলকাতা, ২৭ নভেম্বরঃ রেলওয়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে, প্রাথমিকভাবে তাদের ক্রয়ক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সময়ানুবর্তিতার কারণে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যাত্রীরা প্রতিদিনের যাতায়াত, ব্যবসায়িক ভ্রমণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে রেলের দিকে ঝুঁকছে। সাশ্রয়ী মূল্যের টিকিটের দাম, নির্ভরযোগ্য পরিষেবা এবং নন-পিআরএস (অসংরক্ষিত) ইউটিএস ভ্রমণ বিকল্পগুলির দ্বারা প্রদত্ত নমনীয়তার সাথে, রেলওয়ে পূর্ব ভারত জুড়ে মানুষের জন্য জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগে, যা শহরতলির রেল পরিষেবাগুলির একটি মূল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ সালে শহরতলির যাত্রী পরিবহনে উল্লেখযোগ্য ২২.২৫ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ট্র্যাফিকের বৃদ্ধি শহরতলির পরিষেবাগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে প্রতিফলিত করে যা কলকাতা এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রধান শহরগুলির সাথে যাত্রীদের সংযোগ করে। একইভাবে, হাওড়া বিভাগে, শহরতলির যাত্রী ট্র্যাফিকের একটি শক্তিশালী ১৫.২৩ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অফিসগামী, ব্যবসায়ী, বিক্রেতা এবং রেল পরিষেবার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ব রেলওয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরে। সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে। আসানসোল বিভাগ, যা বেশ কয়েকটি শিল্প ও শহুরে হাব পরিবেশন করে, ২০২৪-২৫-এর জন্য নন-পিআরএস আয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ ২৫.৫৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রির এই বৃদ্ধি সাশ্রয়ী, স্বল্প-দূরত্বের ভ্রমণের জন্য বেছে নেওয়া যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার প্রতিফলন। আসানসোল বিভাগটি কৌশলগতভাবে অবস্থিত, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রধান শহরগুলির সাথে সংযোগ প্রদান করে। স্থানীয় এবং অ-শহরবান ট্রেনের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সাথে, বিভাগটি দৈনন্দিন যাত্রী এবং ভ্রমণকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক হয়ে উঠেছে যারা অ-সংরক্ষিত টিকিটের নমনীয়তা পছন্দ করে। একইভাবে, মালদা বিভাগ এই বছর শহরতলির বিভাগের জন্য নন-পিআরএস উপার্জনে ৬৫.৮৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি মালদা অঞ্চলে এবং এর আশেপাশে স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণের জন্য রেল ভ্রমণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে নির্দেশ করে। অসংরক্ষিত টিকিটের চাহিদা বাড়ছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে এলাকায় যেখানে লোকেরা বড় শহর এবং শহরে দ্রুত, সাশ্রয়ী ভ্রমণের বিকল্প পছন্দ করে।

নন-পিআরএস আয়ের এই বৃদ্ধি সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপনে রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে, যা তাদের পরিবহনের একটি অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যয়-কার্যকর উপায় সরবরাহ করে। ২০২৪-২৫ সালে পূর্ব রেলের নন-পিআরএস আয়ের সামগ্রিক বৃদ্ধি ১৮.০২ হয়েছে, যা রেলওয়ে ব্যবস্থার দ্বারা প্রদত্ত নমনীয়তা এবং ক্রয়ক্ষমতার উপর যাত্রীদের নির্ভরতা বৃদ্ধির একটি বিস্তৃত প্রবণতা নির্দেশ করে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী বেস সহ, পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভ্রমণের চাহিদা মেটাচ্ছে, এটি নিশ্চিত করে যে অসংরক্ষিত ভ্রমণ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য একটি সুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিক বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে। শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদহের মতো বিভাগগুলিতে শহরতলী এবং অ-নগরী উভয় ট্রাফিকের বৃদ্ধি রেলে যাত্রীদের যে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের প্রমাণ দেয়। ট্রেনগুলি সাশ্রয়ী, নমনীয়, এবং নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের প্রস্তাব দিয়ে, বিশেষত পিক আওয়ারে, রেলপথগুলি পরিবহনের পছন্দের মাধ্যম হিসাবে অবিরত। সময়ানুবর্তিতা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্রয়ক্ষমতার উপর ফোকাস নিশ্চিত করে যে রেলওয়ে যাত্রীদের বিস্তৃত পরিসরের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিকল্প, প্রতিদিনের যাত্রী থেকে মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের জন্য।

Name Change

I, Gafur Dafadar S/o Tofajjel Dafadar Residing at Uttarpara, Akharpur, P.s - Basirhat,District - 24 Pgs(N), Pin-743292 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Gofur Dafadar. I declare that Gafur Dafadar and Abdul Gofur Dafadar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-11-2024.

Name Change

I, SUBHRA BANDOPADHYAY (Old Name) W/O BISWAJIT SHAI, 81A, Pashupati Bhatterjee Road, P.O.-Jayasree Pally, P.S.-Behala, Kolkata, Pin-700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUBHRA BANERJEE SHAI (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 26-11-2024, SUBHRA BANDOPADHYAY (Old Name) and SUBHRA BANERJEE SHAI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, PURANJOY GUHA (Old Name) S/O PRASANTA GUHA, New 114 (Old 86) BPMB Sarani, P.O.-Bhadrakali, P.S.-Uttarpara, Hooghly, Pin-712232, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PURANJAY GUHA (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 27-11-2024, PURANJOY GUHA (Old Name) and PURANJAY GUHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, RIZWAN ZAHID MOHAMMAD (Old Name) S/O ANWAR ALI, Residing at 45, Nil Ratan Adhikari Road,, P.O.&P.S.-Kamarhati, Barrackpore, Pin-700058, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RIZWAN ZAHID MD (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 27-11-2024, RIZWAN ZAHID MOHAMMAD (Old Name) and RIZWAN ZAHID MD (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nemai Chand Naskar (পুরাতন নাম) পিতা Panchu Naskar ঠিকানা Saratpally, Nolgora, District-24 Pgs(S), Pin- 743349, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-11-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nemai Naskar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nemai Naskar (নতুন নাম) ও Nemai Chand Naskar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Pratap Das S/o Late Bishwanath Das Residing at Vill - Kadirpur, P.o - Janka, P.s - Khejuri, District - East Medinipur, Pin-721431 West Bengal India shall henceforth be known as Pratap Chandra Das. I declare that Pratap Das and Pratap Chandra Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-11-2024.

Name Change

I, Sneha Muskan Mullick (old name) daughter of Manirul Mallick, residing at Vill & P.O.- Kolorah, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin- 711411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Muskan Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Muskan Mallick (new name) and Sneha Muskan Mullick (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Salma Begum (old name) wife of Manirul Mallick, residing at Vill & P.O.- Kolorah, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin- 711411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Salma Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Salma Mallick (new name) and Salma Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Manirul Mallik & Monirul Mullick (old name) son of Samsuddin Mallick, residing at Vill & P.O.- Kolorah, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin- 711411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manirul Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Manirul Mallick (new name) and Manirul Mallik & Monirul Mullick (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Chatterjee & Prodip Chatterjee (old name) son of Dulal Chandra Chatterjee, residing at Vill.- Sadigachhi, P.O.- Bhebia, P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Chatterjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Pradip Kumar Chatterjee (new name) and Pradip Chatterjee & Prodip Chatterjee (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Bulat Baniya (old name) son of Manik Baniya, residing at VILL & PO-NARAYANI SBAD. SUNDARBAN PS. GANGA SAGAR COASTAL (SAGAR) PIN-743373, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bulet Baniya (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Bulet Baniya (new name) and Bulat Baniya (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shaikh Sahajamal (old name) son of Shaikh Badsha, residing at Q-609/8/A SLAUGHTER HOUSE ROAD GARDEN REACH KOLKATA PIN-700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Shajamal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Sekh Shajamal (new name) and Shaikh Sahajamal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subhash Hirawat (old name) son of Dal Chand Hirawat, residing at 9 Wat Kins Lane Second Floor, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subhash kumar Hirawat (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Subhash Kumar Hirawat (new name) and Subhash Hirawat (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Santi Ranjan Kar & Shanti Ranjan Kar (old name) son of Biswanath Kar, residing at VILL-BALITIPA, MAITYPARA, P.O.- NOAPARA, HOOGHLY, PIN-712138, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shantiranjan Kar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Shantiranjan Kar (new name) and Santi Ranjan Kar & Shanti Ranjan Kar (old name) all are same and identical person.

Name Change

I Debu Debnath S/o Shrikrishna Debnath residing at Mathapur Road, Ganganagar, Wars No. 04 of Nabadwip Municipality, PO & PS-Nabadwip, Dist-Nadia-741302, do hereby solemnly affirm and declaring my father's actual name Shrikrishna Debnath instead of Krishna Debnath which is wrongly recorded in My Passport (No. P0651105), vide an affidavit sworn before the Notary public at Nadia on 27.11.2024. Shrikrishna Debnath and Krishna Debnath both are the same and one identical person.

Name Change

I, Nirmal Sikder (old name) son of Krishna Sikdar, residing at Ganti Banshra, P.S.- Jibantala, South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Sikdar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Nirmal Sikdar (new name) and Nirmal Sikder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sankar Sikder (old name) son of Nirmal Sikdar, residing at Bidyadhari Palli, Bansra, P.S.- Jibantala, South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sankar Sikdar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Sankar Sikdar (new name) and Sankar Sikder (old name) both are same and identical person.

আর একঘেয়ে বিয়ে নয় দূরে গিয়েই করব বিয়ে ঝোঁক বাড়ছে উত্তরবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, ২৭ নভেম্বর ঃ পাহাড়ের ঢালে সুবিশাল লনে ছাদনাতলা। কুয়াশার চাদর সরিয়ে সেদিকেই হেঁটে আসছে অবাঙালি বরকনে। অথবা বাঙালি পুরুতমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ পাহাড়ের ঢালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে বারবার। দলে দলে এসে সেখানে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে জোনাকিরা। কী নস্টালজিকই না! আসলে গ্যাটের জোর থাকলে এ সবটাই সম্ভব। ইদানীং হচ্ছেও তাই। আর ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে ভর করে নতুন করে স্বপ্ন দেখছে উত্তরের পাহাড়-ডুয়ার্স। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর কথা মাথায় এলে প্রথমেই ভেসে ওঠে ইতালিতে বিরাট-অনুস্কার সেই রাজকীয় বিয়ের আয়োজন। হালে সব সেলেব্রিটিই অবশ্য ঝুঁকছেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে, নিজেদের মতো করে জীবনের অনন্যতম দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে। একসময় যা ছিল সেলেবদের কুক্ষিগত, এখন তাতে পা গলিয়েছে সাধারণও। ২০১৬ সালে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আসর বসেছিল কালিম্পংয়ের চারখোলেতে। সেখানে চারহাত এক হয়েছিল চিকিৎসক দম্পতির। এটিই ছিল সম্ভবত উত্তরের প্রথম ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। করোনার পর থেকে হু হু করে বেড়েছে সংখ্যাটা। বর্তমানে অনেকেই মেঘের কোলে, কেউ আবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে নিরিবিলিতে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছেন। ইভেন্ট ম্যানেজারদের দেওয়া তথ্য চমকে দেওয়ার মতো। গত বছরই নাকি একশোখানা ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের আসর বসেছিল উত্তরে, অধিকাংশই অবশ্য কালিম্পংয়ে। ইভেন্ট ম্যানেজার শুভাশিস কুণ্ডুর কথায়, 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে আমাদের উত্তরের চাহিদা বাড়ছে নিশ্চিতভাবে। মুম্বই, চেন্নই সহ বিভিন্ন জায়গার মানুষ আসছেন এখানে নিজেদের বিশেষ দিনটি সেলিব্রেট করতে। খরচসাপেক্ষ হলেও চাহিদা কিন্তু কম নয়।' ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য দেশজুড়ে খ্যাতি রয়েছে রাজস্থানের। গোয়া, কেরলও যথেষ্ট বিখ্যাত। এবার সেই তালিকায় ঢুকে পড়ছে উত্তরের পাহাড়-জঙ্গলও। ইভেন্ট ম্যানেজারদের আশা, আগামী দশ বছরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে উত্তরবঙ্গ দেশের সেরা দশটি জায়গার মধ্যে চলে আসতে পারে। কেন এমন ভাবনা? অধিকাংশই টেনে আনছেন খরচের প্রসঙ্গ। দেশের বহুল প্রচলিত জায়গাগুলিতে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে যত খরচ, তার চাইতে উত্তরবঙ্গে খরচ নাকি অনেকটাই কম।

পথশ্রী প্রকল্পের ১২০০ মিটার হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমান্ত লাগোয়া ডাঙ্গুজোত গ্রামে ১৫ বছর পর পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে! অভিযোগ পথশ্রী রাস্তার পূর্ণ কাজ না করায় জেলাশাসক চিঠি দিল স্থানীয় বাসিন্দারা।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ৫০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার বরাদ্দে ১৩০০ মিটার রাস্তা ও কালভার্টের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বছরে মার্চ মাসে কাজটি শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ রাস্তাটি ১২০০ মিটার কাজ করে উধাও হয়ে গেছে ঠিকাদার সংস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাজের সিডিউল অনুযায়ী দেবিগঞ্জ পিডব্লুডি মোড় থেকে ডাঙ্গুজোত বিওপি পর্যন্ত ১৩০০ মিটার রাস্তা নির্মাণের কথা ছিল। তবে এলাকার ১০০ মিটার রাস্তার কাজ না করে উধাও ঠিকাদারী সংস্থা। এই নিয়ে খড়িবাড়ি বিডিওকে জানালে। তিনি ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার এসে শুধু ছবি তুলে গেছেন। কাজ এখনও শুরু হচ্ছে না। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, রাস্তার কাজ অর্ধঃসমাপ্ত হয় না। জিও ট্যাগ অনুযায়ী রাস্তার কাজ হয়। ১২০০ মিটার রাস্তার কাজ হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদিও কাজটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। সঠিকভাবে কাজ না হলে এজেন্সিকে কোনও বিল দেওয়া হবে না মত সভাধিপতির।

পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর ঃ পাঁচ বছরের কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম অপূর্ব দেবনাথ। বুধবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বাগডোগরার গোসাইপুর এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুদিন আগে অভিযুক্ত ওই এলাকার এক পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং যৌন হয়রানি করে। ঘটনার দুই দিন পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর শিশুটির মা তাকে জিজ্ঞাসা করলে গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর শুরু করে। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

রথীন্দ্র মেলা শান্তিনিকেতনে

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৭ নভেম্বর ঃ বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের উদ্যোগে শুরু হল 'রথীন্দ্রমেলা'। এই ভবনের পড়ুয়াদের সারা বছরের তৈরি শিল্প সামগ্রী নিয়ে বসে মেলা। বিশ্বভারতী শিল্প সদনের বিভাগীয় প্রধান প্রবীর কুমার চৌধুরী জানান, ১৮৮৮ সালে ২৭ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই হন প্রথম উপাচার্য। ১৯৮৮ সাল থেকে তাঁর জন্ম দিবসকে সামনে রেখে চলে আসছে এই মেলা। দুদিনের এই মেলায় পড়ুয়াদের হাতে তৈরি শিল্প সামগ্রী, সরা, সেরামিক, কাঁচাস্টিচ, ডোকরা প্রভৃতির পসরা বসেছে। রয়েছে খাবারের স্টলও। আগে একদিনের অর্থাৎ কয়েক ঘন্টা মেলা হতো। পরে সেটি দুদিনের করা হয়। শ্রীনিকেতনে এই মেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কম্পিউটার টেকনোলজির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ২৭ নভেম্বর ঃ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কম্পিউটার টেকনোলজি (বেস্ট এডুকেশনাল অর্গানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া)-র পঞ্চম বার্ষিকী অনারারি এন্ড অ্যাওয়ার্ড তথা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে সম্প্রতি সারাদিন ব্যাপী। কম্পিউটার

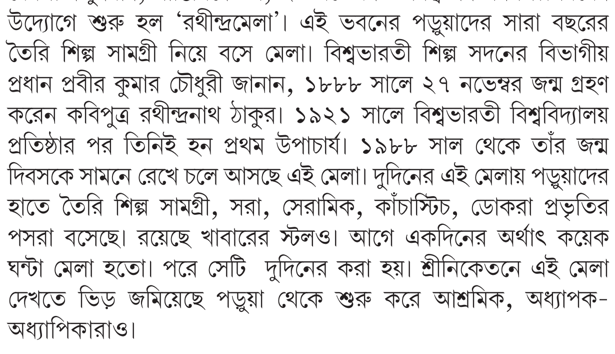

টেকনোলজির এই মহতী অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ১০০টিরও বেশি কম্পিউটার সংস্থার কর্ণধারদের সংবর্ধিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কম্পিউটার টেকনোলজি। এই সংস্থাটির সমগ্র ভারতবর্ষে ৪০০-টিরও বেশি স্টাডি সেন্টার রয়েছে। সংস্থাটির কর্ণধার শ্রী অভিজিত কুন্ডু জানান, বর্তমানে তাদের মূল লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে কম্পিউটার শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। উক্ত অনুষ্ঠানটিতে ভারতের সমস্ত রাজ্যের স্টাডি সেন্টারদের মধ্যে সেরার সেরা পুরস্কারটি পান স্টার টেকনোলজি (দার্জিলিং)-এর শ্রীযুক্ত বিশ্বজিত কুন্ডু। এছাড়া অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা থেকে সেরার সেরা পুরস্কারটি পান (NISE)-কম্পিউটারের শ্রীযুক্ত অভিজিত দেবনাথ ও আসাম থেকে সেরার সেরা পুরস্কারটি পান গিনি কম্পিউটার সেন্টারে মহোত্তম ভূঁইয়া ও অন্যান্য কম্পিউটার সেন্টারের কর্ণধারেরা। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেত্রী অনামিকা সাহা ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গ।

কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুলের ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম মূলমাথা গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ নভেম্বর ঃ ট্যাব দুর্নীতি কান্ডের অন্যতম মূল মাথা গ্রেপ্তার। উদ্ধার একাধিক এটিএম সিম কার্ড পেনড্রাইভ থেকে শুরু করে মোবাইল এবং ল্যাপটপ। সরকারের পোর্টাল হ্যাক করে একাউন্ট নাম্বার চেঞ্জ করে টাকা আত্মসাৎ। জেরায় উঠে আসছে বিস্ফোরক তথ্য। জড়িত আছে আরও দুজন দাবী ধৃতের। সমগ্র ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ প্রধান শিক্ষকের। তবে কি স্কুলের কেউ? সর্ষের মধ্যেই ভূত? উঠছে প্রশ্ন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ। মালদা জেলায় ট্যাব দুর্নীতি কান্ড সারা ফেলে দিয়েছে রাজ্য-জুড়ে। ইতিমধ্যে এই চক্রের অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলের ট্যাব দুর্নীতির অন্যতম মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম মোঃ মোবারক হোসেন। বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯৫ টি সিম কার্ড, ৬৫ টি এটিএম, বেশ কয়েকটি পেনড্রাইভ, দুটি মোবাইল এবং একটি ল্যাপটপ। উদ্ধার হওয়া জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মূলত মালদা জেলার যে তিনটি স্কুলে ট্যাব দুর্নীতি সামনে এসেছিল। তার মধ্যে এই কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুল। এখানে ৩৫ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকে যায় অন্য অ্যাকাউন্টে। এই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় এবং অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও সেই সময় প্রধান শিক্ষক ক্লার্কের উপর দায় চাপিয়ে ছিলেন। শুরু হয় সমগ্র ঘটনার তদন্ত। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর অজয় সিং। যিনি সাইবার বিভাগের কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত। তিনি তদন্তের দায়িত্বভার পান। তদন্ত নেমে সামনে আসে বেশ কিছু তথ্য। বাংলার শিক্ষা পোর্টালে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার যেখান থেকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। সেই নাম্বার ট্র্যাক করে পুলিশ। সেখান থেকে উঠে আসে ধৃতের তথ্য। তারপরে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায়. অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরো কারা জড়িত রয়েছে। জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।সমস্ত রহস্যের কিনারার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এদিকে প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরী ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশন পরিদর্শনে জিএম

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জিএম, মেট্রো রেলওয়ের সাথে পিসিই, পিসিইই, পিসিএসটিই এবং মেট্রো রেলওয়ের নির্মাণ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা, জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন এবং ২৬.১১.২০২৪ তারিখে সমস্ত চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে কাজের অগ্রগতি

এবং ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ স্টেশন পর্যন্ত প্রসারিত সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং সিগন্যাল ও টেলিযোগাযোগ কাজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বাকি কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন। শ্রী রেড্ডি বৈদ্যুতিক কাজগুলি বিশেষত বিদেশ থেকে আইটেম সরবরাহ সহ আরও সমালোচনামূলকভাবে নিরীক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রী দেবীন্দর কুমার, প্রধান প্রকৌশলী, নির্মাণ, মেট্রো রেলওয়ে জানিয়েছেন যে আনুমানিক ২৫০ নম্বর ফায়ার ডোর ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ইনস্টল করা হবে। জয় হিন্দ স্টেশনে সিঁড়ি তৈরির কাজ শেষ। এই স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মেঝে তৈরির কাজও শেষ। আগামী মাস থেকে ট্রাভেলেটর স্থাপনের কাজ শুরু হবে। জিএম বেসামরিক এবং বৈদ্যুতিক আধিকারিকদের সমস্ত অগ্নিনির্বাপক কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে এবং ছাড়পত্রের জন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্মাণ দলটি ডিসেম্বর, '২৪ মাসে ট্রায়াল রান শুরু করার আশ্বাস দিয়েছে। জিএম মার্চ, '২৫ সালের মধ্যে নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ মেট্রো সেকশন খোলার লক্ষ্যমাত্রা মেনে চলার উপর জোর দিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়ায় পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পথ অবরোধ করে বুধবার দুপুরে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের রতনপুরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় অধিবাসীরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের হঠিয়ে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওন্দা ব্লকের মইঠা গ্রামে বাপের বাড়ি থেকে কৃষ্ণা রাউত ও তাঁর ২ বছরের কন্যা সন্তানকে বাইকে চাপিয়ে তার বাবা শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের বাইকটি রতনপুর মোড়ে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে ওঠার সময় ঝাড়গ্রাম থেকে বাঁকুড়াগামী একটি বেসরকারি বাসের ধাক্কা লাগে। এতে বাইকে থাকা তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনায় গুরুতর আহত কৃষ্ণাকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আহত ২ জনকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘাতক বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে।

চা বাগানে তান্ডব জোড়া হাতির

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর ঃ নাগরাকাটা চা বাগানে আটকে পড়া দুটি হাতিকে জঙ্গলে ফেরালেন বনকর্মীরা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে নয়া সাইলি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে একটি দাঁতাল ও মাকনাকে প্রথম দেখা যায়। সেখানে আসেন বন দফতরের খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা। তাঁরা হাতি দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সকাল ৮ টা নাগাদ হাতি দুটিকে নাগরাকাটা বিটের জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

e- Tender invitation of Rishi Bankim chandra GP under Kakdwip Block, **Nit no.150/ 3(e) /RBCGP/2024 & 151/4(e) /RBCGP/2024** dated & **26/11/2024** Publishing, Last date of submission **04/12/2024 before 17.00 PM** & Opening date. **05/12/2024/24**, in website.**www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS- Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO- **05/2024-25/KGP, Dated: 27/11/2024** Bid submission end date- **04.12.2024 – 6 PM**. Bid open Date(Technical)- **06.12.2024 – 4pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্ট ঃ জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬
ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি
প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
NIT-15/24-25 , Jau/1108, dated 26.11.24,
NIT- 16/24-25 ,Jau/1109 dated 26.11.24,
NIT- 17/24-25, jau/1114 dated 27.11.24,
NIT- 18/24-25,Jau/1115 dated 27.11.24
বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com**-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে **সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Dining Hall under PBSSM fund & road, drain works under BCW fund in N.I.e.T. No.— 02 & 0 03 (2 nd call) Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 04/12/2024 respectively.** Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/-
Block Development Officer
Hariharpara, Murshidabad

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 05/2024-25/15 Th FC
e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From **28/11/2024 from 10 AM** ii) Last date of submission of e-tender with documents: **07/12/2024 upto 4 PM** For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
উপ-প্রধান তড়িৎ প্রকৌশলী কলোনি, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছে-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের বিবরণ-**(১)২২-২০২৪-কলোনি, কাজের নামঃ** -বিধান প্রতিস্থাপন, / এপিএফসি ইনস্টলেশন এবং চিহ্নিত লোডে পাওয়ার কোয়ালিটি রিস্টোরার স্থাপনের সাথে বৈদ্যুতিক কাজ কেন্দ্র, **আনুমানিক মান ৩৫,৭১,০৪০.০০, ইএমডি টাকা ৭১,৪০০.০০, টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য, সমাপ্তির সময় গ্রহণযোগ্যতা পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে সময়কাল**-০৬ মাস ● ১৭.১২.২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত অনলাইনে ● ই-টেন্ডার জমা দেওয়া হবে এই টেন্ডারগুলির বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে আই আরইপিএস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।
উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী/ কলোনী,
সিপিআরও/ইএল-১৮০ **এন.ই.আর./ গোরখপুর**
''কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না''

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/সিএটিজি/নিউঅ্যালটমেন্ট/অকশন/২০২২ তারিখ ঃ ২৬.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **০৫ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনে এ১ ক্যাটেগরির স্টেশনগুলিতে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-তে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য** ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বেশি তথ্যের জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং.** এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-০৩-নভ২; **স্টেশন** ঃ হাওড়া; **(১) লট নং./বিভাগঃ** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-৫৮-২৪-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ); **বিবরণ** ঃ ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) সংরক্ষিত (তপশিলি জাতি মহিলা) ; **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১ টা। **(২) লট নং./বিভাগঃ** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ); **বিবরণ** ঃ ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) সংরক্ষিত (তপশিলি জাতি); **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। **(৩) লট নং./বিভাগঃ** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-৫৬-২৪-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ); **বিবরণ** ঃ ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) সংরক্ষিত (তপশিলি উপজাতি); **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১ টা ২০ মিনিটে। **দর একক** ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি প্রতিক্ষেত্রে **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ৫ শতাংশ প্রতিক্ষেত্রে; **প্রয়োজনীয় টার্নওভার** ঃ প্রতিক্ষেত্রে ০(শূন্য)। (HWH-448/2024-25)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com
NIT NO:-007/RGP/2024-2025 Date:-26/11/2024 Tender ID :- 2024_ZPHD_774299_1 to 2 Bid submission end date:- 03/12/2024 12:00PM. Bid opening date:-05/12/2024 12:30PM.

e-Tender
The Executive Officer, Pingla Panchayat Samity
invites Tender for 12 Nos. Schemes under Pingla P.S.
NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	No. of Published Tender	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/15th FC/009/2024-25	10	**03/12/2024 upto 17.30 hrs.**
Pingla/e-NIT/5th SFC/010/2024-25	2	

Details of the Tender notice is available in the website **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Pingla Panchayat Samity

লামডিং মণ্ডলে বহুমুখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম
লামডিং মণ্ডলের ৩০ টি বহুমুখী ষ্টল (এমপিএস) সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমপিএস-এলএমজি-০৩-২৪

এসইকিউ সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আমবাসা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৩	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৪	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/৫	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৬	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মাইবাং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৭	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৮	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৯	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১০	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১১	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১২	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	হাইলাকান্দি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৩	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	নগাওঁ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৪	এমপিএস-এলএমজি-এমএএনইউ-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মানু রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৫	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	বদরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৬	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৭	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৮	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৯	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-৩০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আমবাসা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২০	এমপিএস-এলএমজি-এসবিআরএম-এমপিএস-৩৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	সব্রুম রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২১	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২২	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২৩	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২৪	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২৫	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	বদরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকার সঙ্গে পার্কিং এলাকা
এএ/২৬	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	নগাওঁ রেলওয়ে ষ্টেশনে চতুর্দিকের এলাকার সঙ্গে পার্কিং এলাকা
এএ/২৭	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আমবাসা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২৮	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	বদরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে চতুর্দিকের এলাকার সঙ্গে পার্কিং এলাকা
এএ/২৯	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মাইবাং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৩০	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	হাইলাকান্দি রেলরে ষ্টেচনত প্লেটফৰ্ম নং. ১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-১২-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.২০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রচন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC** invite e-tender online percentage rate two bid system the for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/005/32/2024-2025/BS
Name of the work : **Repairing of damaged IPS passages at 68/2 BT Road, 34 Bonomali Chatterjee Street, 9, Nilmoni Mitra Row and other bustee areas in Ward No.-005**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,17,113.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/EEC/I/005/31/2024-2025/BS
Name of the work : **Repairing of bustee privies at 24 Sirish Chandra Chowdhury Lane, 68/2 BT Road etc. bustee areas in Ward No.-005.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,91,407.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEC/I/004/33/2024-2025
Name of the work : **Repairs to sewer and its adjuncts at 11/H/10, 12, Paikpara Row, 3A, 1H/77, Sarbakhan Road and other places in Ward No.-004**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,629.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
4. NIT No. : KMC/EEC/I/004/31/2024-2025/BS
Name of the work : **Repairing of damaged I.P.S. passage at 1/H/18, 1/H/23, etc. Sarbakhan Road Bustee, 21C/H/7, 21C/H/12, etc. Dum Dum Road Bustee and other bustee area in Ward No.-004.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,92,216.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
5. NIT No. : KMC/EEC/I/008/32/2024-2025
Name of the work : **Maintenance of drainage systems at 6/B, Laxmi Dutta Lane and other places in Ward No.-008.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,94,903.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
6. NIT No. : KMC/EEC/I/007/28/2024-2025
Name of the work : **Relaying of kerb and channels at Ram Krishna Lane, Marhatta Ditch Lane and other roads in Ward-007.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,85,128.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
7. NIT No. : KMC/EEC/I/006/36/2024-2025
Name of the work : **Repairs to collapsed sewer at 2/1, Gopal Mukherjee Road, 2/2, Ghoshbagan Lane and different places in Ward No.-06.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,376.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
8. NIT No. : KMC/EEC/I/006/22/2024-2025/BS
Name of the work : **Improvement of sewerage system with restoration of IPS passages at 4, 7/1, Sarbamangala Lane Bustee area in Ward No.-006.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,49,179.00.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
9. NIT No. : KMC/EEC/I/003/41/2024-2025
Name of the work : **Maintenance of drainage system with allied civil works at 22/H/3, R. M. Road and other places in Ward No.-03.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,329.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024** up to **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 9). Tender will be opened on: **11.12.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 1 to 9) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 9).
The **Executive Engineer (C)/ Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/20/24-25/D
Name of work : **Restoration of road and passage at 11 Topsia Road South, 14 Asgar Mistry Lane, Rameswar Shaw Road, Dr. Suresh Sarkar Road and its surrounding area (Disturbed by W.S. Department, KMC) in WD 59.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,86,271.65.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion: **90 Days.**
2. NIT No. : KMC/EEC/VII/63/4/24-25/B
Name of work : **Repairing of bustee passage at 8, 9A, 9C Collin Lane, 711 Syed Ismile Lane and its surrounding area in W/63.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,969.95.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEC/VII/GMBG/5/24-25
Name of work : **Repairing of sanitary latrine and other ancillary civil work at Gobra Burial Ground-I, II and III under Borough-VII.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,13,373.99.** Earnest Money: **Rs. 4,300.00.** Period of Completion: **30 Days.**
4. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/48/24-25/R
Name of work : **Maintenance of road by providing hot mix at Sapgachi 1st Ln, Topsia Rd, Topsia 1st Lane, Chowbhaga Rd and surrounding areas disturbed by CESC in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,178.74.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**
5. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/70/24-25/R
Name of work : **Restoration of road disturbed due to laying of sewer line from Milon Mela Prangan (Eastern and Southern Side) to 1400MM dia sewer line in W/58.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,96,566.77.** Earnest Money: **Rs. 7,800.00.** Period of Completion: **45 Days.**
6. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/41/24-25/R
Name of work : **Improvement of drainage system at 2 No. Kustia Rd KMC Labour Quarter in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,93,825.73.** Earnest Money: **Rs. 7,900.00.** Period of Completion: **45 Days.**
7. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/62/24-25/R
Name of work : **Repairing of passage beside 7 Palmer Bazar and its surrounding in W/57.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,93,937.36.** Earnest Money: **Rs. 5,900.00.** Period of Completion: **30 Days.**
8. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/40/24-25/R
Name of work : **Repairing of latrine at 2 No. Kustia Rd KMC Labour Quarter in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,90,268.76.** Earnest Money: **Rs. 5,900.00.** Period of Completion: **60 Days.**
9. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/1/24-25/B
Name of work : **Repairing of passage at Harfel Goli and its surrounding in W/57.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,67,063.99.** Earnest Money: **Rs. 5,400.00.** Period of Completion: **30 Days.**
10. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/49/24-25/R
Name of work : **Urgent repairing of collapse sewer near 32 Picnic Garden Road in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,267.07.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
11. NIT No. : KMC/EEC/VII/63/31/24-25/D
Name of work : **Repairing of footpath on both side of the road at Rawdon Street near La-Martiniere School in W/63.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,32,602.50.** Earnest Money: **Rs. 2,700.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **07.12.2024** up to **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 11). Tender will be opened on: **10.12.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from **27.11.2024** at **6.55 p.m.** (for sl. no. 1 to 11) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 11).
Corrigendum
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/13/2024-2025/D Published in this Newspaper on **13.11.2024 (Key No. 838/24-25)** of **Engineering Civil Br-VIII Department.** (Sl. No. 5) Last date and time of submission of bid will be **30.11.2024** instead of 27.11.2024 - 12 noon. Tender will be opened on **02.12.2024** instead of 29.11.2024 - 12 noon. Other details will remain unchanged.
934/24-25

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়ে ধোনির সম্পর্কে ‘বিস্ফোরক’ দীপক চাহার

মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ চেন্নাই সুপার কিংস থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে বড় অঙ্কে বিক্রি হওয়ার পর, ভারতীয় পেস বোলার দীপক চাহার তার নতুন দলে যোগ দিতে চরম উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, চেন্নাইয়ের কিংবদন্তি ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির সাথে খেলা তাকে মিস হবে। ২০২৫ আইপিএল মেগা অকশনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাকে ৯.২৫ কোটি টাকা দামে সই করায়, যা তাকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অন্যতম বড় আকর্ষণীয় খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চাহার ২০১৮ সালে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দেন এবং সেই থেকেই দলের পেস আক্রমণের মূল স্তম্ভ হয়ে ওঠেন। তিনি দলকে ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনটি আইপিএল শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধোনির অধীনে খেলা চাহারের জন্য এক বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, এবং তিনি এই প্রসঙ্গে আগেও বলেছেন যে, ধোনি তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেওয়ার পর, চাহার জানান, ‘‘আমি খুবই খুশি। আমি আশা করেছিলাম চেন্নাইয়ে থাকব, কিন্তু কোনো আফসোস নেই। এখন, আমি আরেকটি দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলতে যাচ্ছি, যাদের পাঁচটি আইপিএল শিরোপা রয়েছে। আমি অবশ্যই মহেন্দ্র সিং ধোনির সাথে খেলা মিস করব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স একটি দারুণ ফ্র্যাঞ্চাইজি, তাই আমি তাদের হয়ে খেলার জন্য অপেক্ষা করছি।’’ আইপিএলে দীপক চাহার তার পেস বোলিং দক্ষতার জন্য পরিচিত। গত কয়েক বছরে, তিনি পাওয়ারপ্লেতে ৬০টি উইকেট তুলে নিজের নাম আলোচনায় এনেছেন। ২০১৮ সালে রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টস থেকে সিএসকে-তে যোগ দেওয়ার পর, তিনি নিজেকে একটি শক্তিশালী বোলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চাহার ২০১৯ আইপিএলে ২২ উইকেট নিয়ে সিএসকে-এর অন্যতম সেরা বোলার ছিলেন এবং দলের আইপিএল ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য অবদান রেখেছিলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী পেস আক্রমণ গঠন করা, এবং তারা সফলভাবে ট্রেন্ট বোল্ট ও দীপক চাহারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই দুই বোলারই নতুন বল সুইং করতে সক্ষম, যা প্রতিপক্ষ দলের জন্য একটি বড় সমস্যা হতে পারে, বিশেষত যখন জসপ্রিত বুমরাহ পুরো স্পেলটি ডেথ ওভারে বোলিং করবেন। এই জয়ের মাধ্যমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে নতুন পেস আক্রমণ এবং চাহারের প্রতিভা ভবিষ্যতে তাদের আইপিএল শিরোপা অর্জনের দিকে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বরঃ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদকজয়ী কুস্তিগীর বজরং পুনিয়াকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার ঘোষণা করা হয় যে, ২০২৪ সালের ১০ মার্চ নির্বাচনী ট্রায়ালের সময় ডোপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্রাবের নমুনা দিতে অস্বীকার করার কারণে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ২৩ এপ্রিল টোকিও অলিম্পিক পদকজয়ী এই কুস্তিগীরকে প্রাথমিকভাবে স্থগিত করেছিল জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি। এরপর আন্তর্জাতিক কুস্তি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংও পুনিয়াকে নিষিদ্ধ করে। বজরং পুনিয়া নাডা-র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেন। ৩১ মে নাডা-র অ্যান্টি-ডিসিপ্লিনারি ডোপিং প্যানেল তার উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেয়। প্যানেল নির্দেশ দেয় যে, প্রথমে চার্জশিট জারি করতে হবে এবং তারপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর, ২৩ জুন পুনিয়াকে নোটিশ পাঠানো হয়। তিনি ১১ জুলাই লিখিতভাবে অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ও ৪ অক্টোবর শুনানির পর, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নাডা-র অ্যান্টি-ডিসিপ্লিনারি ডোপিং প্যানেল জানায়, ‘অ্যাথলিটকে আর্টিকেল ১০.৩.১ অনুযায়ী চার বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। ২৩ এপ্রিল ২০২৪ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। তবে ৩১ মে থেকে ২১ জুন ২০২৪ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার সময়সীমা নিষেধাজ্ঞার সময়সীমায় ধরা হবে না।’ প্যানেল জানায়, বজরং পুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাবের নমুনা দিতে অস্বীকার করেছেন, যা স্পষ্টতই অ্যান্টি-ডোপিং রুলসের ২০.১ এবং ২০.২ ধারার লঙ্ঘন। বজরং পুনিয়া অভিযোগ করেন যে, তিনি প্রস্রাবের নমুনা দিতে অস্বীকার করেননি। তিনি কেবল ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মেয়াদোত্তীর্ণ কিট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং নাডা-র কাছ থেকে সঠিক উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। তবে তার দাবিকে আমলে নেওয়া হয়নি। খেলাধুলার বাইরে এখন রাজনৈতিক ময়দানে প্রবেশ করেছেন বজরং পুনিয়া। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এবং অল ইন্ডিয়া কিষাণ কংগ্রেসের দায়িত্ব পেয়েছেন। বজরং পুনিয়া, ভিনেশ ফোগাট এবং সাক্ষী মালিক ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শীর্ষ মুখ ছিলেন। ব্রিজ ভূষণকে মহিলা কুস্তিগীরদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগে আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বজরং পুনিয়ার চার বছরের নিষেধাজ্ঞা কেবল তার ক্রীড়াজীবনে নয়, তার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকার উপরেও প্রভাব ফেলবে। যদিও তিনি এই নিষেধাজ্ঞাকে অবিচার বলে দাবি করেছেন, তবে নিয়ম ভঙ্গের প্রমাণ পেশের ভিত্তিতে নাডা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দিন-রাতের টেস্টের আগে বড় ধাক্কা

আঙুলের চোটে নেই শুভমন গিল!

মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ পারথ টেস্ট জেতার পর ভারতীয় টিমের মনোবল তুঙ্গে। আগের দুটো সিরিজ জেতা ভারত যে দ্বিতীয় টেস্টেও জিততে চাইবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে বেশ খানিকটা চাপে পড়ল ভারত। একে কোচ গৌতম গম্ভীর দেশে গিয়েছিল, আঙুলের চোটের কারণে ২ সপ্তাহ তাঁকে পাওয়া যাবে না। পরে বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল বলেছিলেন, তেমন গুরুতর নয় তাঁর চোট। পঞ্জাবের ক্রিকেটারকে প্রথম টেস্টে খেলানোও হতে পারে। যদি তাঁর চোট ভালো থাকে। পারথ টেস্টে খেলেননি শুভমন।

ফিরেছেন পারিবারিক কারণে। দিন-রাতের অ্যাডিলেড টেস্টের আগে টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। তাতেও সমস্যা মিটছে না। অ্যাডিলেডে নামার আগে বড়সড় ধাক্কা লাগল ভারতীয় শিবিরে। চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না তারকা ব্যাটার। তিনি আর কেউ নন, শুভমন গিল। প্রথম টেস্টে শুভমন খেলেননি। আঙুলের চোটের কারণেই। ভাবা হয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ফিট হয়ে দলের সঙ্গে নামবেন। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে না। এতে কিন্তু চাপ বাড়ল। যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল রান পেয়েছেন। কিন্তু তিন নম্বরে নামা দেবদত্ত পাডিক্কালকে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। শুভমনের জায়গায় তাঁকে খেলানো হয়েছে। তিনি পারফর্ম করতে পারেননি। শুভমন ফিট হলে তিন নম্বরে ফিরতেন। তাতে ভারতের ব্যাটিং আরও মজবুত হত। প্রাথমিক ভাবে জানা তখন থেকেই ভাবা হচ্ছিল, দ্বিতীয় টেস্টে খেলানোর কারণেই ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে শুভমনের খেলার সম্ভবনা কার্যত নেই। সংবাদমাধ্যমকে এক সূত্র জানিয়েছেন, ২ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে শুভমনকে। এই সপ্তাহের শেষে প্র্যাক্টিস ম্যাচে খেলতে পারবেন না। স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয় টেস্টেও অনিশ্চিত। তারপর দেখা হবে, তাঁর চোটের কী হাল, সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুভমনের চোট চাপ যেমন বাড়াল, কিছুটা কমালও। কারণ, রোহিত শর্মা ফিরছেন টিমে। তিনিই যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করবেন। তিন নম্বরে খেলানো হবে রাহুলকে। চারে বিরাট। পাঁচে পন্থ। যদি দল বদলানো না হয়, ছয়-সাত-আটে যথাক্রমে ধ্রুব জুরেল, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর। রোহিত ফেরায় টিম থেকে হয়তো বাদ পড়তে পারেন ধ্রুব।

পারফরম্যান্সেও মনে গলেনি বোর্ডের, অজি সফরে যাওয়া হচ্ছে না মহম্মদ সামির?

মুম্বই, ২৭ নভেম্বরঃ অ্যাডিলেড টেস্ট শুরু হতে হাতে এখনও কয়েকটা দিন সময় রয়েছে। ৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি বল টেস্ট। কয়েকদিন আগে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলেছেন মহম্মদ সামি। ৩৬০ দিন পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের আঙিনায় ফিরেছেন তিনি। কামব্যাক ম্যাচে ভারতীয় পেসার নেন ৭টি উইকেট। তাঁর এই পারফরম্যান্স দেখে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা ভাবতে শুরু করে যে, শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরতে চলেছেন সামি। এখন যা জানা যাচ্ছে, তাতে সামির পারফরম্যান্সেও মন গলেনি বোর্ডের। যে কারণে হয়তো এ বার আর অজি সফরে যাওয়া হচ্ছে না তাঁর। বর্তমানে মহম্মদ সামি বাংলার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফিতে খেলছেন। মিজোরামের বিরুদ্ধে আজ, ২৭ নভেম্বর ছিল বাংলার ম্যাচ। সেখানে ৮ উইকেটে বাংলা জিতেছে। ৪ ওভার বল করে ৪৬ রান খরচ করেন তিনি। কিন্তু পাননি কোনও উইকেট। বাংলার বোলারদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে খরুচে স্পেল। এরই মাঝে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলতে সামি কি অস্ট্রেলিয়ায় যাবেন? তা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। সিএবির পক্ষ থেকে অবশ্য এমন কোনও বার্তা পাওয়া গেল না। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত আপাতত মহম্মদ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো নিয়ে কোনও রকম আলোচনা হয়নি। এই

মুহূর্তে অজি সফরের জন্য যে পেসারদের বেছে নেওয়া হয়েছে এবং পারথে ওপেনিং টেস্টে একাদশে যারা খেলেছেন, ভালো পারফর্ম করেছেন।’’ পারথ টেস্টে জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজরা দারুণ পারফর্ম করেছেন। ভারত ৫ টেস্টের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছে। বুমরা, সিরাজ ও পেস বোলিং অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি ছাড়া অজি সফরের ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন আকাশ দীপ ও প্রসিধ কৃষ্ণ। ফলে ভারতের এই অস্ট্রেলিয়া সফরে সামির প্রয়োজন টিম ইন্ডিয়া অনুভব করে কিনা, সেটাই দেখার।

১০ জনের দল নিয়ে বায়ার্নের কাছে আবার হারল পিএসজি

মিউনিখ, ২৭ নভেম্বরঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় মঙ্গলবার রাতে ১-০ গোলে জিতেছে জার্মান জায়ান্টরা। ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন কিম মিন-জে। নিজ নিজ ঘরোয়া লিগে দুই দলই অপরাজেয় পথচলা ধরে রেখেছে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কারোর পথচলাই ঠিক সুখকর হচ্ছে না। এখানে জিতে বায়ার্ন অবশ্য সাফল্যের পাল্লা ভারি করতে পারল, বিপরীতে পিএসজির হতাশাময় যাত্রা আরও দীর্ঘ হলো। পাঁচ ম্যাচে তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে উঠেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল বায়ার্ন। তৃতীয় হারের স্বাদ পাওয়া পিএসজি একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে ২৬ নম্বরে। প্রথমার্ধে বেশিরভাগ সময় বল দখলে রাখা বায়ার্ন আক্রমণেও আধিপত্য করে। প্রথম পরিষ্কার সুযোগ পায় তারাই। সপ্তম মিনিটে কাছ থেকে জামাল মুসিয়ালার শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক। ২৮তম মিনিটে ফের প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় বায়ার্ন। দারুণ ড্রিবলিংয়ে একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন কিংসলে কোমান। পাল্টা আক্রমণে পরের মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত পিএসজি কিন্তু বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। খানিক বাদে দেম্বেলের কোনাকুনি শট ঝাঁপিয়ে আটকে জাল অক্ষত রাখেন মানুয়েল নয়ার। এরপরই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৩৮তম মিনিটে কর্নার থেকে গোলমুখে উড়ে আসা বলের উচ্চতায় লাফিয়ে ক্লিয়র করতে পারেননি পিএসজি গোলরক্ষক, ফাঁকায় বল পেয়ে হেডে জালে পাঠান দক্ষিণ কোরিয়ার ডিফেন্ডার মিন-জে। ৫৬তম মিনিটে বড় ধাক্কাটা খায় পিএসজি। আলফুঁস ডেভিসকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন দেম্বেলে। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন আশরাফ হাকিমিও। ১০ জনের দল নিয়ে আর সেভাবে লড়াই করতে পারেনি পিএসজি। প্রবল চাপ তৈরি করে বায়ার্ন। ৭৪তম মিনিটে মুসিয়ালার একটি শট গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। শেষ দিকে কিছুটা মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায় পিএসজিকে। বায়ার্নও রক্ষণে মনোযোগ দেয়। তাই কয়েক মিনিট আয়োজকদের বক্সের আশেপাশে বল থাকলেও স্কোরলাইনে পরিবর্তন আসার মতো তেমন কিছুই হয়নি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্নের বিপক্ষে এই নিয়ে টানা চার ম্যাচে হারল পিএসজি। এই চার ম্যাচের একটিতেও জালের দেখা পায়নি তারা।

লেভানডফস্কি-ওলমোর গোলে ব্রেস্তকে ৩-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৭ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৩-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। রবের্তো লেভানডফস্কির জোড়া গোলের মাঝে অন্য গোলটি গোল করেছেন দানি ওলমো। একই সময়ে অন্য ম্যাচে স্পোর্টিংকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্সেনাল। গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, কাই হাভার্টজ ও গাব্রিয়েল মাগালিয়াইসের গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় মিকেল আর্তেতার দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গনসালো ইনাসিওর গোলে ব্যবধান কমিয়ে লড়াইয়ের আশা জাগায় স্পোর্তিং। তবে বুকায়ো সাকা ও লেয়ান্ড্রো ত্রোসারের গোলে বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। লা লিগায় সবশেষ দুই ম্যাচে জয়শূন্য বার্সেলোনা। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারার পর সেল্তা ভিগোর সঙ্গে ড্র করে ২-২ গোলে। বেশ চাপে থাকা দলটি ব্রেস্তের বিপক্ষে লামিনে ইয়ামালকে ছাড়াও খেলেছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। ৭৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৯টি শট নেয় বার্সেলোনা, এর আটটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে ব্রেস্ত নিতে পারে কেবল দুটি শট, একটিও ছিল না লক্ষ্যে। দশম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। সফল স্পট কিকে ডান দিক দিয়ে জাল খুঁজে নেন লেভানডফস্কি। ডি-বক্সে পোলিশ এই স্ট্রাইকারকে ফাউল করা ব্রেস্ত গোলরক্ষক মার্কো বিজোট ঝাঁপ দেন বামে। চার মিনিট পর সুযোগ পান ফের্মিন লোপেস। ডি-বক্সের বাইরে থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। ১৯তম মিনিটে ফের রাফিনিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে গোলের জন্য শট নেন এই তরুণ। এবার লক্ষ্যে রাখতে পারলেও এড়াতে পারেননি বিজোটকে। ৪০তম মিনিটে

ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন লোপেস। মার্ক কাসাদোর দারুণ ক্রসে অনেকটা ডাচ গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন তিনি। চমৎকার রিফ্লেক্সে সেটি ঠেকিয়ে দেন বিজোট। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার সুযোগ পান লোপেস। ৫৪তম মিনিটে বাম দিক থেকে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের শট পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন বিজোট। পরের মিনিটে কাসাদোর হেড ঠেকান তিনি। ৬১তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বার্সেলোনা। ওলমোর শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ব্রেস্ত অধিনায়ক ব্রেন্দান শাহদুনে। লিগ আঁর দলটিকে প্রবল চাপে রাখা বার্সেলোনা ব্যবধান বাড়ায় ৬৬তম মিনিটে। জেরার্দ মার্তিনের চমৎকার পাস পেয়ে ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ওলমো। গোলের পরেই অবশ্য মাঠ ছাড়েন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। তার জায়গায় নামেন গাভি। ৭৬তম মিনিটে বার্সেলোনার জালে বল পাঠায় ব্রেস্তের পর্তুগিজ মিডফিল্ডার মাথিয়াস পেরেইরা। তবে তার অফসাইডের জন্যই মেলেনি গোল। ৯ মিনিট পর দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন পাবলো তোরে। কিন্তু খুব কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। আলেহান্দ্রো বাল্দের কাছ থেকে বল পেয়ে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন লেভানডফস্কি। সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ফ্লিকের দল। ৫ ম্যাচে টানা চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় ইন্টার মিলান। রেয়ালের বিপক্ষে হার এড়ালেই অবশ্য শীর্ষে ফিরবে লিভারপুল। ৪ ম্যাচের ১২ পয়েন্ট পাওয়া দলটি গোল পার্থক্যে পিছিয়ে আপাতত আছে তিনে। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সাতে উঠে এসেছে আর্সেনাল। গোল পার্থক্যে পিছিয়ে পরের দুটি স্থানে আছে স্পোর্টিং ও ব্রেস্ত।

এবার গার্দিওলার সিটি দেখাল এভাবেও পয়েন্ট হারানো যায়

এক মাসের ভীষণ হতাশাজনক পথচলা শেষের আভাস মিলল। আর্লিং হলান্ড দুবার জালে বল পাঠানোর মাঝে ইলকাই গিনদোয়ানও একটি গোল করলেন। এরপর, ভেস্তে গেল সব সম্ভাবনা! খেই হারিয়ে ১৪ মিনিটে তিন গোল হজম করে পয়েন্ট হারাল ম্যানচেস্টার সিটি।

ম্যানচেস্টার, ২৭ নভেম্বরঃ মাঠটা প্রতিপক্ষের নয় ম্যানচেস্টার সিটিরই ঘরের মাঠ ইতিহাদ। ডাচ ক্লাব ফেইনুর্ডের বিপক্ষে সিটি সেখানে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু এরপর কী ভর করল কে জানে! ৭৫, ৮২ ও ৮৯ মিনিটে তিন গোল করে ম্যাচে ফিরল ডাচ ক্লাবটি। আর সিটি? চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত তিন গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও জয় না পাওয়া প্রথম দল হয়ে মাঠ ছেড়েছে ইংলিশ ক্লাবটি! অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বাড়তে পারে যদি সিটির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আপনার জানা থাকে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৫ ম্যাচ হেরে ফেইনুর্ডের মুখোমুখি হয়েছিল পেপ গার্দিওলার দল। ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর সিটি হারের বৃত্ত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে এমনটা ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। হ্যাঁ, হারের বৃত্ত ঠিকই কাটিয়ে উঠল সিটি। তবে যেভাবে কাটাল সেটা হারের চেয়ে কম কী! ৭৫ মিনিটের পর ম্যাচের বিভিন্ন পর্যায়ে সিটি কোচ গার্দিওলাকে অবিশ্বাস ও হতাশার মিশেলে মাথায় হাত বোলাতে দেখা গেছে। ভাগ্যিস, গার্দিওলার মাথায় চুল নেই। হয়তো ছিঁড়েই ফেলতেন! গতকাল রাতের এই ম্যাচসহ সিটির সর্বশেষ ৬ ম্যাচের স্কোরের তাকালে একটি বিষয় পরিষ্কার-বালির বাঁধ হয়ে উঠেছে তাঁদের রক্ষণ। গত ৩০ অক্টোবর থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ নিয়ে টানা ৬ ম্যাচে ন্যূনতম ২টি করে গোল হজম করল সিটি। অর্থাৎ, যে দলটা অক্টোবর পর্যন্তও ঠিকঠাক ছিল, নভেম্বরে এসে সেই দলটার অবস্থাই তথৈবচ। অথচ গার্দিওলার এই দলটাই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন, এই দলটাই গত কয়েক মরসুম ধরে দাপট বিস্তার করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলে। বিশ্বাস হয়? যদি তাও না হয়, তাহলে আরেকটি তথ্য-সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৬ ম্যাচে সিটির

ন্যূনতম ২টি করে গোল হজমের সর্বশেষ নজির দেখা গিয়েছিল, ব্রিটেনে ‘দ্য গ্রেট ট্রেইন রবারি’র বছর, টটেনহাম যে বছর তাঁদের ইতিহাসে একমাত্র ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ জিতেছিল এবং এদিকে আইয়ুব খান ক্ষমতায়-১৯৬৩! সে বছর ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগ থেকে নেমেও গিয়েছিল সিটি। এবার সিটির তেমন সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁদের রক্ষণভাগ যেখানে নেমেছে, সেটাকে সম্ভবত পাতাল বলে। সেই পাতালে নামার আগেও উড়ছিল সিটি। ৪৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্লিং হলান্ডের গোল, ৫০ মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইলকায় গুন্দোয়ান এবং তার ৩ মিনিট পর আরও একটি গোল করেন হলান্ড। কিন্তু ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিটে সত্যিকার অর্থেই সিটির রক্ষণ আর খোলা দুয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না! সিটি ডিফেন্ডার ইয়েস্কো গাভার্দিওলের বেখেয়ালি ব্যাক পাসের সুযোগ নিয়ে গোল করেন ফেইনুর্ডের ফরোয়ার্ড আনিস হাজ মুসা। ৭ মিনিট পর আবারও গোল এবং সেই গোলের শুরুতেও ছিল গাভার্দিওলের অপরিণামদর্শী পাস। সেখান থেকে জর্ডান লোতোম্বার ক্রস বুক দিয়ে নামিয়ে গোল করেন ডাচ ক্লাবটির ফরোয়ার্ড সান্তিয়াগো হিমিনেজ। গোলটি দেখে গার্দিওলার যেন বিশ্বাসই হয়নি। ডাগ আউটে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু ভোগান্তির সেখানেই শেষ নয়। ৮৯ মিনিটে ফেইনুর্ডের ডেভিড হানকোর করা সমতাসূচক গোলেও ভুল করেন সিটি গোলকিপার এদেরসন। এই ৬ ম্যাচে ১৭ গোল হজম করা সিটির সমস্যাটা কি? ক্লাবটির কোচ গার্দিওলা হারের পর বলেছেন, ‘‘আমি জানি না সমস্যাটা মানসিক কি না। প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটি হতে পারে না। এরপর আমরা ভুলে গিয়েছিলাম কী ঘটেছে, ভালো করতে মরিয়া ছিলাম। সেটা করেওছি কিন্তু জিততে পারিনি।’’ সংবাদ সম্মেলনে আসার পর গার্দিওলা নাকে ও মাথায় হালকা লালচে ক্ষত দেখা গেছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে সিটি কোচ মজা করে বলেছেন, ‘‘আমার আঙুলে নখ আছে। আমি নিজের ক্ষতি করতে চাই। শুভ রাত্রি।’’ কিন্তু রাতটা আসলে শুভ হয়ে এসেছিল ফেইনুর্ডের জন্য। চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যাচের ৭০ মিনিট পর্যন্ত ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও হার এড়াতে পারা প্রথম দল ফেইনুর্ড। ডাচ ক্লাবটির কোচ ড্রয়ের পর বলেছেন, ‘‘প্রতিপক্ষের মাঠে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর এবং সেটাও বিশ্বের সেরা দলের বিপক্ষে, তারপর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে নেওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার।’’ আর সিটির জন্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, ৩৬ দলের এই চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপপর্বে ১৫তম স্থানে নেমে যাওয়া। ৫ ম্যাচে ২ জয়, ২ ড্র ও ১ হারে তাদের সংগ্রহ মাত্র ৮ পয়েন্ট। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, গত মাসেও উড়তে থাকা দলটি এই মাসে এসে পাতালে পড়বে তা ভেবেছিলেন!

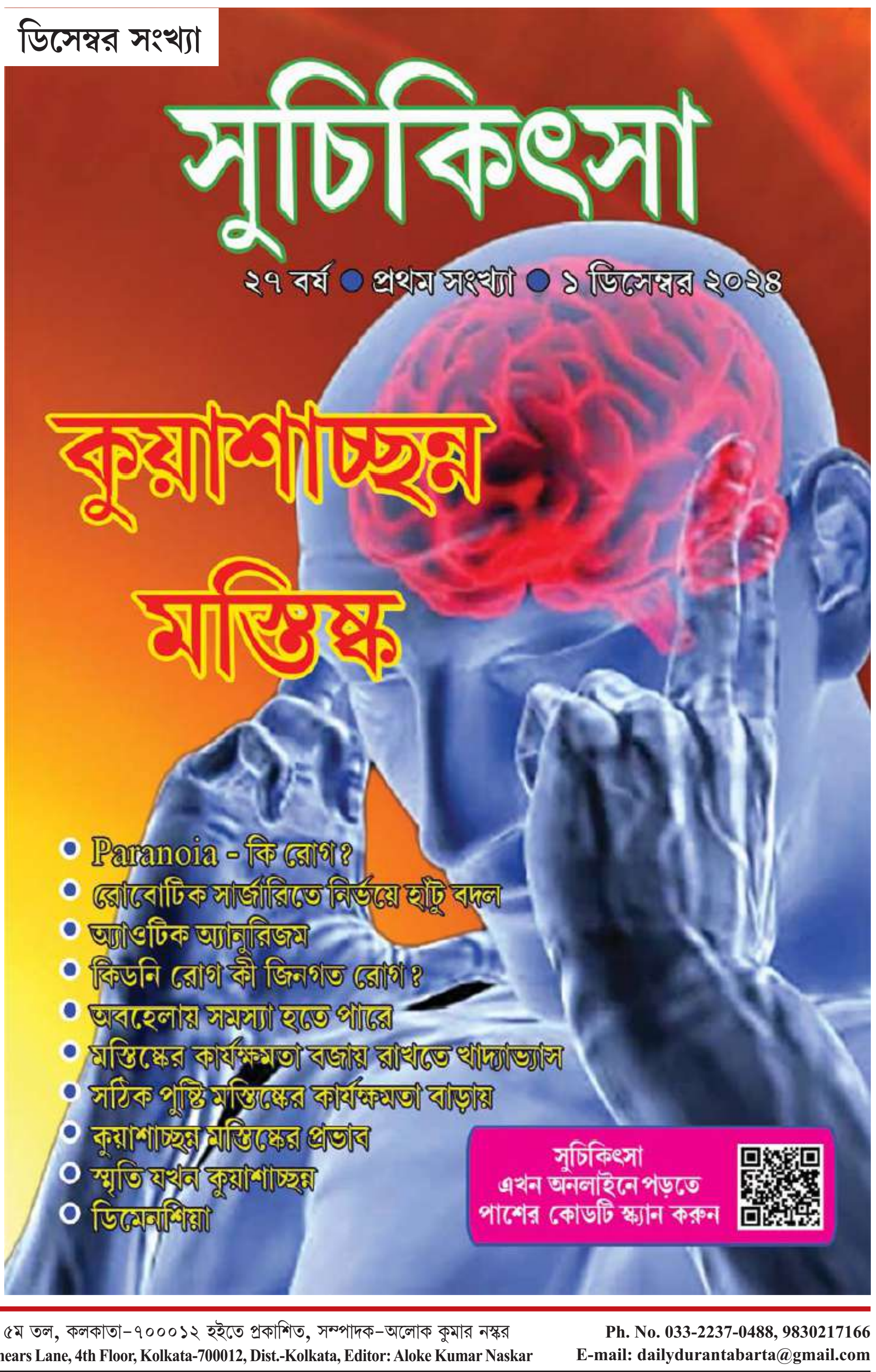

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com